

শেষ সওগাত

‘স্বাগতা’

স্বাগতা কনক-চম্পক বর্ণা ছন্দিতা চপল নৃত্যের ঝর্ণা।
মঞ্জুলা বিধুর যৌবন-কুঞ্জে যেন ও চরণ-নুপুর গুঞ্জে।
মন্দিরা মুরলি-শোভিত হাতে এস গো বিরহ-নীরস-রাতে
হে প্রিয়া করিব প্রাণ অপর্ণা॥

ভূমিকা

বাইরের জগতে মাঝে মাঝে যেমন ঝড় ওঠে মানুষের মনের জগতেও তেমনি। এবং ওঠে একই কারণে।

কোথাও কোনো উত্থাপ যখন অস্বাভাবিক ও অসহ্য হয়ে উঠে তখন ঝটিকার প্রচণ্ডতার ভেতর দিয়েই অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি তার স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ফিরে পাবার প্রয়াস পায়।

বাংলাদেশের মনে বর্তমান খ্রিস্টীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এমনি অস্বাভাবিক উত্থাপই রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক কারণে জমে উঠেছিল। সেই উত্থাপ থেকে যে দূরন্ত বাষ্পবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তার একদিকের প্রকাশ নজরুল ইসলামের মধ্যে মূর্ত।

নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতে ছন্দোময় এক দূরন্ত ঝটিকা-বেগ।

ঝটিকার যা ধর্ম নজরুল ইসলামের কাব্য-প্রতিভার মধ্যে তার সব কিছুই বর্তমান।

উচ্ছ্বল বার্তার মতোই তা সাহিত্যের আকাশে দেখা দিয়েছে, যা নড়বড়ে তাকে নাড়া দিয়ে ভেঙেছে, যা জীর্ণ তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিগ্বিদিকে দিয়েছে উড়িয়ে আর যেখানে অন্যায় অসত্য শিকড় গেড়ে বসেছে সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনের কণ্টরোধ করে, সেখানে আঘাতের পর আঘাতে মূল পর্যন্ত দিয়েছে টলিয়ে।

পূর্বের কিছু কিছু রচনা আকর্ষণ করলেও ‘বিদ্রোহী’ কবিতাতেই নজরুল ইসলাম সমস্ত সাহিত্য-জগতের কাছে সচকিত স্বীকৃতি যেন সবলে আদায় করে নেন।

কাব্য-বিচারে ‘বিদ্রোহী’র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে, কিন্তু তদনীন্তন যুগ-মানস যে প্রথম এই কবিতার মধ্যে-ই প্রতিবিশ্বিত, এ কথা কেউ বোধহয় অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎপ্রেক্ষাও যেন সে যুগের অন্তরলোকের নিরুদ্ধ বাষ্পবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।

‘বিদ্রোহী’ কবিতার মধ্য দিয়েই নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সমস্ত জীবন ও কাব্য-সাধনার মধ্যে বিদ্রোহের প্রেরণাই প্রধান হলেও শুধু ‘বিদ্রোহী’, কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁকে চিনতে চাইলে তাঁর প্রতি একান্ত অবিচার করা হবে বলে মনে হয়। নজরুল ইসলাম চির-বিদ্রোহী সত্য কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্রচ্ছ্যাসে নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ-আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত, সমস্ত ঝটিকা-আন্দোলনের উর্ধ্বে তুষার শিখরের মতো স্থির।

সমস্ত উন্মত্ত বেগের পেছনে এই প্রসন্ন প্রশান্তি ও শৈথিল্য না থাকলে প্রাকৃতিক ঝটিকার মতোই নজরুল ইসলামের নাম বাংলা কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন গৌরব না হয়ে শুধু সাময়িক দুর্ভাগ্যের স্মৃতি হয়েই থাকত।

নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দ্বান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা ‘শেষ সওগাত’ রূপে এই সঙ্কলনে তাঁর অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রমোদ মিত্র

জাগো সৈনিক-আত্মা

জাগো সৈনিক-আত্মা ! জাগো রে দুর্মদ যৌবন !
আকাশ পৃথিবী আলোড়ি আসিছে ভয়াল প্রভঞ্জন
রক্ত রসনা বিস্ফারি আসে কব্বাল ভয়ঙ্কর !
অগ্নি উগারি ওড়ে আগ্নেয়ী জ্বুড়িয়া নীলাম্বর ।
এখনো তন্দ্রা নিদ্রা জড়তা ক্লেব্য গেল না তোর ?
বজ্র দমকে দামিনী চমকে, এলো ঘনঘটা ঘোর !
এখনো ঘুমাবে হে অমর মানবাত্মা অঙ্ককারে
পরি দৈন্যের শৃঙ্খল হয় পাতালের কারাগারে !
গরজে কামান, তোপ, গোলাগুলি ছুটিছে দিগ্বিদিকে,
জড়াইয়া ধরে প্রিয়া-সম সৈনিক সেই বহ্নিকে ।
গুলি ও গোলারে প্রিয়ার বুকের মালার ফুলের মতো
লইতেছে তুলি আজ জগতের বীর সৈনিক যত ।
জাগো যত এদেশের দুর্বীর-দুরন্ত যৌবন !
আগুনের ফুল-সুৰভি এনেছে চৈতালি সমীরণ ।
সেই সুৰভির নেশায় জেগেছে অঙ্গে অঙ্গে তেজ,
রক্তের রাঙে রাঙায় ভুবন ভৈরব রংরেজ !
জাগো অনিদ্র অত্যয় মুক্ত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ,
তোমাদের পদধ্বনি শুনি হোক অভিনব উত্থান
পরাধীন শৃঙ্খল-কবলিত পতিত এ ভারতের !
এসো যৌবন রণ-রস-ঘন হাতে লয়ে শমশের !
মৃত্যুর নয়—অমৃতের উৎসবের আমন্ত্রণ
আসিতেছে ঐ রক্ত-রঙিন লিপি লয়ে যে মরণ—
বরণ করিয়া চলো সেই উৎসব-অভিযান পথে,
মহাশক্তির তুষার গলিয়া ছটুক প্রবল স্রোতে ।
দঙ্গল বাঁধি এসো ময়দানে করিয়া কুচকাওয়াজ,
গর্জি উঠুক বক্ষে রণোন্মত্ত গোলদাজ !
রক্তে রক্তে এ কোন রুদ্র নটরাজ নাচে নাচে রে !
মৃত্যুরে খুঁজি মধুমোহি, মৃত্যুর মধু কোথা আছে রে !

সাইক্লোন নাচে শিরায় শিরায় মন সেথা চলে ছুটে
কোথায় বোমার ধূপদানি হতে বাকুদের ঝোঁওয়া উঠে ?
চলো জাগ্রত মানব-আত্মা সামরিক সেনাদল,
যথা প্রাণ করে করে পড়ে যেন বাদলের ফুলদল !
মাদল বাজিছে কামানের ঐ শোনো মহা-আহ্বান !
জীবনের পথে চলো আর চলো—‘অভিযান, অভিযান’ !

কেন আপনারে হানি হেলা?

বন্ধুরা কহে, ‘হায় কবি,
কোন অকারণ অভিমানে
হাসিয়া কহিনু—‘হয়েছে কি?’
আপন সৃষ্টি করিছ যে নাশ,
আমি কহিলাম—‘জ্ঞানি না তো
আমি শুধু জ্ঞানি, নদীর মতন
সাগরের তৃষা লয়ে নদী
পথে পথে যেতে ঢেউ যে তাহার

খেল এ কি নিষ্ঠুর খেলা,
আপনায়ে হানো অবহেলা?’
বন্ধুরা কহে—‘চুলোর ছাই !
সেদিকে তোমার দৃষ্টি নাই?’
সৃষ্টি করেছি কি কিছু আমি,
ছুটিয়া চলেছি দিব্যায়ামী !
শুধু সস্মুখে ছুটিয়া যায়,
কত কষ্টা বলে, কতো কি গায় !’

অকারণ কথাগুলিরে তাহার
মধুচ্ছন্দা কাব্যশ্লোক,
কেউ বলে, ‘পাগলের প্রলাপ,
এ নয় গোলাপ, শিখি-কলাপ,
শোনে না স্তুতি, নিন্দাবাদ,—
আগে ছুটে চলে, কি গান গায়
জন্ম-শিখর হইতে মোর
টানিয়া আনি, দিল সে ডাক,

যদি কেহ বলে, ‘চমৎকার
বাজে তরঙ্গে সুব্রাহ্মণ্য !’
কোনো মানে নাই গুর কথার,
এ শুধু প্রকাশ মূর্খতার !’
উন্মাদ বেগে প্রবল ঢেউ
কি কথ্য কয় সে, বোঝে না কেউ ।
কোন সে অসীম মহাসাগর
তারি পানে ছুটি ছাড়িয়া ঘর !

বন্ধু গো, সুর-স্রষ্টা নই,
কভু মেঘ হয়ে করে পড়ি,
মৌন উদার হিমালয়ে
সহসা সে ধ্যান ভাঙে আমার
কেন সারা রাত জেগে কাঁদি,
আমিই জ্ঞানি না ! জ্ঞানি না কি

কবি নই, আমি সাগর-জল,
কভু নদী হয়ে বহি কেবল ।
কভু জমে হই হিম-তুষার,
গাঢ় চূষনে রাঙা উষার !
দিনে কাজ করি, হেসে বেড়াই,
লিখেছি ; কি সুরে কি গান গাই !

পাগলের মতো বকি প্রলাপ,
হয়তো জানে পরমোম্মাদ
কেউ বলে, আমি নদীর ঢেউ
কেউ বলে, আমি কূল ভাঙি
যার যাহা সাধ বলিয়া যায়,
ওরা কূলে বসে আমারে কয়;
বুঝিতে পারি না, কেন আসি,
মলে হয়, বিনা প্রয়োজনের
আমি কহি, 'প্রিয় সাথীরা মোর,
যে তুলি আঁকিত রামধনু,
সে বাঁশি সে তুলি কোন সে চোর
আমার মনের ছদ্মতা

রস-প্রমত্ত অশাস্ত
সম্মুখে এল ভিখারিনী
কহিল, 'বিলাসী! পুত্র মোর,
শুকায়ে গিয়াছে অন্নহীন
মাতৃ-স্তন্য পায়নি সে, তাই
কাফন কেনার পরসা নাই,

সাত আসমান যেন হঠাৎ
বরিতে লাগিল গৃহ-তারা
কহিলাম—'মা গো, আমি কবি,
সে রসের কিছু পাণ্ডনি কি

কহে ভিখারিনী আঁখি জলে,
তেল মাখ তুমি তেলা মাথায়,
মরা খোকা লয়ে ভিখারিনী
জ্ঞান হলে আমি চেয়ে দেখি,
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে
লাশের স্তূপের পাশে পড়ে
যেতে যেতে দেখি, মোটরকার
ছুটে চলে গেল চার চাকায়,

বন্ধু, বিলাস সৃষ্টি এই
অন্ধারে আলো দিও যদি,

কেন যে ভিক্ষা চাই আমি,
পরম-ভিক্ষু মোর স্বামী।
দুকূলে ফুটাই ফুল-ফসল;
ধ্বংস-বিলাসী বন্যা-জল।
আমি মোর পথে তেমনি ধাই,
'কার সাথে কহ কি কথা ছাই?'
তোমারে কেন যে ভালোবাসি,
তব এ কান্না, তব হাসি।'
হিনু রং-রেজ আসমানে,
বাঁশি-বাজিত যে গুলিস্তানে,
লয়ে গেছে চুরি করিয়া, হয়!
আর সে নৃশূর পরে না পায়।'

চলিতেছিলাম রাজ্য পথে,
মৃত ছেলে কোলে কোথা হতে।
দুধ পায় নাই এক ঝিনুক,
দেখো দেখো এই মায়ের বুক!
দিয়াছে মৃত্যু-স্তন্য তায়,
কি পরায়ে গোরে দিব বাছায়?'

দুলিতে লাগিল ঘোর বেগে,
টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে!
দেশে ফিরি না কি রস ঢেলে,
তুমি আর তব মৃত ছেলে?'

'রস পান? সে তো বিলাসীদের!
হায়, কেহ নাই ভিক্ষুকের!'
চলে গেল কোন পথে সুদূর,
বুকে জাগে গোর মরা শিশুর!
বিলাসের বেণু, রাঙা গেলাস,
আতর-দানি ও গোলাব-পাশ!
ধাক্কা মারিয়া অন্ধে হায়!
চার পায়া চড়ে অন্ধ যায়!

আমার কবিতা, আমার গান
অপঘাতে তার যেত না প্রাণ!

যেতে যেতে হেরি বস্তিতে—
 গুদাম ঘরের বস্তা, এই
 রূপ দেখিয়াছি কল্পনায়
 দেখিনি শ্রীহীন এই মানুষ
 নগ্ন ক্ষুধিত ছেলেমেয়ে
 শুমিলাম আমি এই প্রথম
 মোর বাণী ছিল রস-লোকের,
 বিলাসের নেশা গেল টুটে,

গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরে দেখিয়াছি
 বক্ষে লইয়া কাঁদিয়ে মা,
 শিয়রের দীপে তৈল নাই,
 'দেখিতে পাই না মা তোর মুখ,
 মাঠের ফসল, কাজলা মেঘ
 মর মর পুত্রে বঁচায়
 জমিদার মহাজন-পাড়ায়
 ইহাদের ঘরে বালি নাই,

আগুন লাগুক রসলোকে,
 অভিশাপ দিনু—নামিবে সব
 প্রায়শ্চিত্ত করি আমি—
 বহু ভোগ বহু বিলাস পাপ,
 এই ক্ষুধিত ও ভিক্ষুকের
 প্রায়শ্চিত্ত মোর ভোগের
 ওরা যদি আত্মীয় নহে
 উহাদের তরে কেন এমন
 মুক্তি চাহি না, চাহি না যশ,
 এদেরই লাগিয়া মাগিব ভিক্ষা

শুয়ে আছে কারা ভাঙা কাঁচে ?
 বস্তির চেয়ে সুখে আছে !
 ঐকেছি স্বপ্ন-গুলবাহার,
 জীর্ণ হাড়ডি-চামড়া সার !
 কাঁদায় কাঁদিয়া মায়ের প্রাণ,
 শিশুর কাঁদনে আল-কোরান !
 আত্মার বাণী শুনিবু এই,
 জেগে দেখি আর সে আমি নেই !

পায়ে-দলা কাদা-মাখা কুসুম,
 চক্ষে পিতার নাহিকো ঘুম !
 পীড়িত বালক কাঁদিয়া কয়,
 বাবা কোথা, বড় লাগিছে ভয় !
 স্বপ্নে দেখিছে ঘুমায়ে বাপ,
 মার মমতার উষ্ণ তাপ !
 মেয়ের বিয়ের বাজে শানাই,
 ওদের গোয়ালে দুখাল গাই।

কত দূরে সেথা কারা থাকে ?
 এই দুখে শোকে, এই পাকে !
 বন্ধু, আমারে করো ক্ষমা !
 প্রভুজি জ্ঞানেন, আছে জমা !
 আজীবন পদ-সেবা করি
 পূর্ণ করিয়া যেন মরি !
 কেন এ আত্মা কাঁদে আমার ?
 বুকে গুঠে রোদনের জোয়ার ?
 ভিক্ষার খুলি চাহি আমি,
 দ্বারে দ্বারে কেঁদে দিবাযামী !

নবাগত উৎপাত

মনে পড়ে আজ পলাশির প্রান্তর—
 আসুরিক লোভ কামানের গোলা বরুদ লইয়া যথা
 আগুন জ্বালিল স্বাধীন এ বাংলায়। ৯

সেই আগুনের লেলিহান শিখা শ্মশানের চিতা সম
 আজো জ্বলিতেছে ভারতের বুকে নিষ্ঠুর আক্রোশে।
 দুই শতাব্দী নিপীড়িত এই দেশের নর ও নারী
 আঁখিজল ঢালি নিভাতে নারিল সেই আগুনের শিখা।
 এ কোন করালি রাক্ষুসি তার রক্ত-রসনা মেলি
 মজ্জা অস্থি রক্ত শুবিয়া শক্তি হরিয়া যেন
 চল্লিশ কোটি শবের উপরে নাচিছে ত্রাসে ত্রাসে !
 অক্ষয় অভিশপ্তা শক্তি তামসী ভয়ঙ্করী।

চল্লিশ কোটি নরকঙ্কাল লয়ে এই অকরণা
 যাদুকরী নিশিদিন খেলিতেছে যাদু ও ভেঙ্কি, হায় !
 যত যন্ত্রণা পাইয়াছি তত তার ভূত-প্রেত সেনা
 হাসিয়া অটহাসি বিদ্রূপ করেছে শক্তিহীনে !

এ কাহার অভিশাপ সপিণী হয়ে জড়াইয়া আছে,
 সারা দেহ মন প্রাণ জরজর করি কালকূট বিধে
 লয়ে যায় যমলোকে !—হায়, যথা গঙ্গা যমুনা বহে—
 যথায় অমৃত-মধু-রস-ধারা বর্ষণ হত নিতি,
 যে ভারতে ছিল নিক্ত শান্তি সাম্য প্রেম ও প্রীতি,
 যে ভারতের এ আকাশ হইতে ঝরিত স্নিগ্ধ জ্যোতি
 সে আকাশ আজ মলিন হয়েছে বোমা বারুদের ধূমে।
 যে দেশে জ্বলিত হোমাগ্নি, সেখা বোমার আগুন এল,
 ক্ষুধিত দৈত্য-শক্তি শকুনি হয়ে আজ ঝাঁকে ঝাঁকে
 উড়িয়া বেড়ায় আমাদের পচা গলা মাংসের লোভে।

হে পরম পুরুষোত্তম ! বলো, বলো, আর কতদিন
 উদাসীন হয়ে রহিবে ?—তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর
 নিদারুণ যাতনায় নিশিদিন করিছে আত্ননাদ !
 নিরস্ত্র দেশে লয়ে তব জ্যোতি সুন্দর তরবারি
 দুর্বল নিপীড়িতের বন্ধু হইয়া প্রকাশ হও !
 বন্দি আত্মা কাঁদে কারাগারে, 'দ্বার খোলো, খোলো দ্বার !
 পরাধীনতার এই শৃঙ্খল খুলে দাও, খুলে দাও !
 নিপীড়িত যেন নতুন পীড়ার যন্ত্রণা নাই পায়,
 প্রভু হয়ে নয়, বন্ধু হইয়া এসো বন্দির দেশে।'

বন্ধুরা এসো ফিরে

বন্ধুর পথে চলিব আবার, বন্ধুরা এসো ফিরে
 সেই আগেকার নিত্য শুদ্ধ প্রাণ-প্রবাহের তীরে।
 প্রিয়র চেয়েও প্রিয় ছিল মোর তোমাদের ভালোবাসা,
 আমাদের মাঝে ছিল কত ভালো, কত আলো, কত আশা।
 মৃত পুত্রেরে ভুলেছি, ভুলিনি তোমাদের সেই প্রাণ,
 আজো মনে হলে বক্ষ বহিয়া নামে রোদনের বান।
 তোমাদের কাছে থাকি না, একেলা রাতে মনে পড়ে সব,
 নিখর শান্ত আনন্দ-বীণা করে ওঠে কলরব।
 বহিগিরির উৎপাত সম এসেছি নি আমি কবে,
 আজ মনে হয় স্বপ্ন—সেসব কথা কয় কেহ যবে।
 চাঁদের মতন স্নিগ্ধ তোমরা মোরে করনি কো ভয়,
 প্রেম-চন্দনে করেছিলে মোর অগ্নির দাহ ক্ষয়।
 মোদের স্মৃতিতে জাগেনি কখনো জাতি-ধর্মের ভেদ,
 মানুষে সবার বড় বলিতাম, মানিনি কোরান বেদ।
 সহসা নিভিল আগুন! অগ্নি-গিরির পাষণ বুক
 ফাগুনের ফুল ফুটিতে চাহিল অহেতুক কৌতুকে।
 ছিল ফাগুনের ফুল কি লুকায়ে আগুনের ফুলকিতে,
 দগ্ধ ললাট স্নিগ্ধ হইল নদী জল উদ্ভিতে।
 বহুদিন পরে পথে যেতে যেতে হয়তো হয়েছে দেখা,
 মনে হত মোরা হইনু দুজন, আর নহি আমি একা।

ও কথা থাকুক! রাগ করিও না যদি এই কথা বলি—
 আনারকলির বাগানে কচুরিপানার কুসুম-কলি
 আসিবে ভাসিয়া। বলিতে পার কি, মোর মনে হয় যেন—
 শতদল হয়েছিল যেথা, সেথা আজ দলাদলি কেন।
 কোন আনন্দ-মণ্ডলে বদ্ধ ছিনু রস-সরসীতে,
 সেই আনন্দ হারায়ে ছড়ায়ে পড়েছি কি ধরণীতে?
 যথা নির্মল মধু ছিল, সেথা বিষ ওঠে মাঝে মাঝে,
 সেই বিষ লেখা পড়ি, আর বুক কাঁটার মতন বাজে।
 মানুষে মানুষে যে হিংসা আজ এনেছে অকল্যাণ,
 অভাবে পড়িয়া স্বভাব ভুলিব? গাহিব কি তাঁরই গান?
 কবি ও শিল্পী হওয়া এই দেশে দুর্ভাগ্যের কথা,
 বেনে মাড়োয়ারি-ভুক্ত এদেশে বাঁচে না মাধবিলতা।

জানি সংবাদপত্রের যারা মালিক, তাঁহারা বেণে,
 অর্থের লোভে তাঁরাই এ বিদ্রোহ আনিয়াছে টেনে !
 তাঁদেরই মনে চলতে হবে কি ? ঐ-রাষ্ট্রসে লোভে
 দেশের জাতির অকল্যাণের কারণ হব কি সরে ?
 আছে দুর্দিন দুর্গতি ঋণ, ভবনে ব্যাধির বাসা,
 তারি তরে মোরা ভাঙিয়া দেবো কি ভারতের সখ আশা ?
 দশটি লোকের বেড়ে যাবে বাড়ি, ব্যাঙ্ক জমিবে টাকা,
 ভারত-ললাটে তারি তরে রবে মসী-কলঙ্ক আঁকা
 আমাদের লেখা হয়ে ? বন্ধু গো, অবুঝ চোখের বারি
 এ কথা ভাবিতে বহে স্রোত সম, কিছুতে রুধিতে নারি।

বন্ধুরা ফিরে এস, আজো দেশে মুষ্টিভিক্ষা মেলে,
 এ পাপের ক্ষমা নাই, কোটি বার নরক ঘুরিয়া এলে !
 দেশের জাতির ক্ষতি করে তবে অন্ন পড়িবে পাতে ?
 জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা লিখিতে লেখনি কাঁপে না হাতে ?
 লইব মাথায়, তোমরা সে পথে চল সে পথের ধূলি,
 ক্ষমা কর, এর চেয়ে হও গিয়া রিঝাওয়ালা কি কুলি !
 এই মহা-অপরাধ করিও না, আপনারে প্রতারণা
 করিয়া, হে সখা, ক্ষুধার অশুচি কদম্ব আনিও না !
 অভিপ্সু এ চাকরির টাকা অভিশাপ আনে ঘরে,
 এই অপরাধে শাস্তি কখনো পাইবে না ঘরে-পরে।
 এই সাত কোটি বাঙালির ঘরে ঈর্ষা-আগুন জ্বালি
 ভরিবে ভাতের থালা, সভাতলে নেবে মালা করতালি ?
 হে সখা, তোমরা জান, এ জীবনে বহু যশ আর মালা
 পেয়েছি,—এ বুকে বিষের মতন আজো করে তাহা জ্বালা !
 কেবলি আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহে ভারতের নেতা যত,
 উহাদেরই লোভে হতেছে দেশের কল্যাণ অপগত !

ফিরে এসো সেই অতীত দিনের বন্ধুরা, পায়ে ধরি,
 এর চেয়ে, এস সহজ মৃত্যু-পথ ধরে মোরা মরি !
 পলাতক ছিনু, ধরিয়া এনেছে নবযুগ পুন মোরে,
 তোমরা না এলে নবযুগ পুন আসিবে কেমন করে ?
 সখা, তোমাদের সখ্য সাক্ষী ! নেতা হইবার নেশা
 কোনোদিন জাগে নাই এ জীবনে, এ নহে আমার পেশা।

পূর্ণের তৃষা ছাড়া সব কিছু নিয়েছেন কেড়ে 'তিনি'
 —যাঁর ইচ্ছায় আমারে তাঁহার 'ইচ্ছা' বলিয়া চিনি।
 তবু আসিলাম তবু ভাসিলাম আবার কর্ম-পথে
 পরম পূর্ণ তিনিই সারথি হউন আমার রথে !
 একার মুক্তি চাহিতে আমারে দেয়নি ইচ্ছা তাঁর,
 পরম শূন্য হইতে ধূলিতে নামি তাই বারবার।
 কিছুতেই যেন ভুলিতে নারি এ মাটির মায়ের মায়া,
 মোর ধ্যানে হেরি আশ্রয় পাশে এই বাঙলার ছায়া !

আনন্দধাম বাঙলায় কেন ভূত-প্রেত এসে নাচে ?
 দেশি পরদেশি ভূতেরা ভেবেছে বাঙালি মরিয়া আছে !
 এ ভূত তাড়াব ; পাষাণ নাড়াব, চেতনা জাগাব সেথা,
 ভায়ের বক্ষে কাঁদবে আবার এক জননীর ব্যথা।
 তোমরা বন্ধু, কেহ অগ্রজ, অনুজ, সোদর সম,
 প্রার্থনা করি, ভাঙিয়া দিও না মিলনের সেতু মম !
 এই সেতু আমি বাঁধিব আমার সারা জীবনের সাধ,
 বন্ধুরা এস, ভেঙে দিব যত বিদেশীর বাঁধা বাঁধ।

নারী

হায় ফিরদৌসের ফুল !
 ফুটিতে আসিলে ধুলির ধরায় কেন ?
 সে কি মায়া ? সে কি ভুল ?
 কোন আনন্দ-ধামে
 জড়াইয়া ছিলে কোন একাকীর বামে ?
 তাঁহারি জ্যোতির্মণিকা-কণিকা এসেছ প্রকৃতি হয়ে
 সপ্ত আকাশ রসে ডুবাইয়া প্রেম ও মাধুরি লয়ে।
 পরম জ্যোতির্দীপ্তিরে নাহি ডরিলে
 পরম রুদ্রে প্রেম-চন্দন মাখায়ে স্নিগ্ধ করিলে !
 শুভ্র জ্যোতির্পুঞ্জ-ঘন অরূপে
 গলাইলে তুমি ময়ূরকণ্ঠী নবীন নীরদ রূপে !
 নীল মেঘ হলে শক্তি বিজলি-লেখা
 শূন্যবিহারী একাকী পুরুষে রহিতে দিলে না একা।

স্রষ্টা হইল প্রিয়-সুন্দর সৃষ্টিরে প্রিয়া বলি
 রূপতরুতে ফুটিল প্রথম নারী আদম-কলি !
 নিজ ফুলশরে যেদিন পুরুষ বিধিঙ্গ আপন হিয়া,
 ফুটিল সেদিন শূন্য আকাশে আদিবাসী—‘প্রিয়া, প্রিয়া’ !
 আকাশ ছাইল অনন্তদল শতদলে আর প্রেমে,
 শান্ত মৌনী এল যৌবন-চঞ্চল হয়ে নেমে।

কে দেখিত সেই পরম শূন্য, অসীম পাষাণ-শিলা,
 সীমায় যদি না বাঁধিতে তাহারে না দেখাতে রূপ-লীলা !
 কোন সে গোপন পরমাশ্রী প্রকৃতি লুকায়ে ছিলে ?
 ভুবনে ভুবনে ভবন রচিয়া রস-দীপে জ্বলাইলে !
 অনন্তশ্রী ধারে পড়ে নিতি অনন্ত দিকে তব,
 তুমি এলে, তাই সম্ভাবনায় আসিল অসম্ভব !
 হে পবিত্রা চির-কল্যাণী, কে বলে তোমায় মায়া ;
 এই সুন্দর রবি শশী তারা
 গিরি প্রান্তর নদী-জল-ধারা
 অসীম আকাশ সাগর ধরিতে পারে না তোমার কায়,
 তব রূপে দেখি না-দেখা পরম সুন্দরের সে ছায়া,—
 কে বলে তোমায় মায়া ?

তুমি তাঁর তেজ, তব তেজে জ্বলে আমার এই জীবন,
 সূর্যের মতো চাঁদ সম আকাশের কোলে অনুখন।
 মাতা হয়ে তুমি দিয়াছ এ মুখে প্রথম-স্তন্য-রস,
 স্নেহ-অঞ্চলে বাঁধিয়া এ ঘর ছাড়ায়ে করেছ বশ।
 যখনি পালাতে চাহিয়াছি বনে, কে তুমি অশ্রমতী,
 কাঁদিয়াছ মোর হৃদয়ে বসিয়া, রোধ করিয়াছ গতি ?
 সুন্দর প্রকৃতিরে হেরি মোর তৃষ্ণা জাগিল প্রাণে,
 এত সুন্দর সৃষ্টি করে যে, সে থাকে সে-কোনখানে !
 আমার পূর্ণ সুন্দরের যে পথের দিশারি তুমি,
 তুমি ছায়া হয়ে সাথে চল যবে পার হই মরুভূমি ?
 যতবার নিভে যায় আশা-দীপ, ততবার তুমি জ্বালো,
 শূন্য আঁধারে সম্মুখে জ্বলে তোমার আঁধারি আলো !

অনন্ত-ধারা প্রেমের বর্না কোথা লুকাইয়া ছিলে ?
 উদাসীন গিরি-পাষাণের হিয়া রসে ভাসাইয়া দিলে !

পাথরের বিগ্রহ হয়েছিল নিস্তেজ আদি-নর,
 তেজোময়ী আদি-নারী সে পাম্বাশে কাঁপাইলে ধরধর।
 নিষ্কাম ঘন অরণ্যে সেই প্রথম কামন্য—জুই
 আঁখি মেলি যেন দেখিল সৃষ্টি, হেসে এক হল জুই।
 এই দুই হয়ে দ্বন্দ্ব আসিল, ছন্দ জাগিল পায়,
 সোনাতে কাঁকরে দুজনে মিলিয়া নূপুর বাজায়ে যায় !
 সালাম লহ গো প্রণাম লহ গো প্রকৃতি পুণ্যবতী,
 তব প্রেম দেখায়েছে গো চির আনন্দ-ধামের ক্ষেয়তি !
 প্রেমের প্রবাহ লইয়া যখন আস হয়ে উপনদী—
 মরুতে মরে না নরের তৃষ্ণানদী—

সাগরের পানে ছুটে চলে নিরবধি।
 পুরুষের জ্ঞান রসায়িত হয় প্রকৃতির প্রেমরসে,
 তরবারি ধরে উদাসীন নর রণ-ক্ষেত্রে পশে !
 যে দেশে নারীরা বন্দি, আদরের নন্দিণী নয়,
 সে দেশে পুরুষ ভীকু কাপুরুষ জুড়ি অচেতন রয় !
 অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন, শৌর্য-শক্তি-হীন,
 শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ !
 নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা—করুণাময়ের দান,
 কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান !
 ‘বেহেশত’ স্বর্গ শুকাইয়া যায় প্রকৃতি না থাকে যদি,
 জ্বলে না আগুন, আসে না ফাগুন, বহে না বায়ু ও নদী !
 আজো রবি শশী ওঠে ফুল ফোটে নারীদের কল্যাণে,
 নামে সখ্য ও সাম্য শান্তি নারীর প্রেমের টানে।

নারী আজো পথে চলে
 তাই ধূলি-পথ হয় বিধৌত শুদ্ধ মেঘের জলে !
 নারীর পুণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
 আজো সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব !

নিত্য প্রবল হও

অন্তরে আর বাহিরে সম্মান নিত্য প্রবল হও !
 যত দুর্দিন ঘিরে আসে, তত অটল হইয়া রও !
 যত পরাজয়-ভয় আসে, তত দুর্জয় হয়ে উঠ,
 মৃত্যুর ভয়ে শিথিল যেন না হয় তলোয়ার-মুঠো।

সত্যের তরে দৈত্যের সাথে কল্লি যাও সংগ্রাম,
 রণক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রাখিবে নাম।
 এই আল্লার হুকুম—ধর্মের নিত্য প্রবল রবে,
 প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।
 ভালোবাসেন না আল্লা, অবিশ্বাসী ও দুর্বলেরে,
 ‘শেরে-খোদা’ সেই হয়, যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে !
 ধৈর্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুসলিম নয় কভু,
 বিশ্বে কারেও করে না কো ভয় আল্লাহ যার প্রভু !
 নিন্দাবাদের মাঝে ‘আল্লাহ-জিন্দাবাদ’-এর ধ্বনি
 বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায় কোনো ভয় নাহি গণি।
 আল্লা পরম সত্য, ভয় সে ভ্রান্তির কারসাজি,
 প্রচণ্ড হয় তত পৌরুষ, যত দেখে দাগাবাজি !
 ভুলে কি গিয়াছ অসম সাহস নির্ভীক আরবির ?
 পারস্য আর রোমক সম্রাটের কাটিয়াছে শির !
 কতজন ছিল সেনা তাহাদের ? অস্ত্র কি ছিল হাতে ?
 তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক আল্লাতে !
 জয় পরাজয় সমান গণিয়া করেছিল শুধু রণ,
 তাদের দাপটে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবীর প্রাঙ্গণ !
 তারা দুনিয়ার বাদশাহি করেছিল ভিক্ষুক হয়ে,
 তারা পরাজিত হয়নি কখনো ক্ষণিকের পরাজয়ে।
 হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
 ইসলাম মানে বুঝেছিল তারা অসত্য সাথে রণ।
 তারা জেনেছিল, দুনিয়ায় তারা আল্লার সৈনিক,
 অর্জন করেছিল স্বাধীনতা নয়নি মার্গিয়া ভিখ !
 জয়ী হতে হলে মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ হইতে হয়,
 শত্রু-সৈন্য দেখে কাঁপে ভয়ে, সে ত সেনাপতি নয় !
 শত্রু-সৈন্য যত দেখে তত রণতম্ভা তার বাড়ি,
 দাবানল-সম তেজ জ্বলে ওঠে শিরায় শিরায় হাড়ি !
 তলোয়ারে তার তত তেজ ফোটে যত সে আঘাত খায়,
 তত বধ করে শত্রুর সেনা, রসদ যত ফুরায়।
 নিরাশ হয়ো না ! নিরাশ ও অদৃষ্টবাদীরা যত
 যুদ্ধ না করে হয়ে আছে কেউ অহত ও কেউ হত !
 যে মাথা নোয়ায়ে সিজদা করেছে এক প্রভু আল্লারে,
 নত করিও না সে মাথা কখনো কোনো ভয় কোনো মারে !
 আল্লার নামে নিবেদিত শির-মোয়ায় সাধ্য কার।

আল্লা সে শির বুক তুলে নেন, কাটে যদি তলোয়ার !
 ভীক মানবেরে প্রবল করিতে চাহেন যে দুনিয়াতে
 তারেই ইমাম নেতা বলি আমি, প্রেম ফের তারি সাথে ।
 আড়ষ্ট নরে বলিষ্ঠ করে যাঁর কথা যাঁর কাজ,
 তারি তরে সেনা সঞ্চার করি, গড়ি তারি শির-তাজ !
 গরিবের ঈদ আসিবে বলিয়া যে আত্মা রোজা রাখে,
 পরমাত্মার পরমাত্মীয় বলে আমি মানি তাঁকে ।
 অকল্যাণের দূত যারা, যারা মানুষের দুশমন,
 তাদের সঙ্গে যে দুরন্তেরা করিবে ভীষণ রণ—
 মোর আল্লার আদেশে তাদের ডাক দিই জমায়াতে,
 অচেতন ছিল যারা, তারাও আসিছে সে তীর্থ-পথে ।
 আমি তকবির-ধ্বনি করি শুধু কর্ম-বধির কানে,
 সত্যের যারা সৈনিক তারা জম্মা হবে ময়দানে !
 অনাগত 'নবযুগ'—সূর্যের তূর্য বাজায়ে যাই,
 মৃত্যু বা কারাগারের আমার কোন ভয় দ্বিধা নাই ।
 একা 'নবযুগ'—মিনারে দাঁড়ায়ে কাঁদিয়া সকলে ডাকি,
 দর্মার হাঁস না আস, আসিবে মুক্ত-পক্ষ পাখি ।
 এ পথে ভীষণ বাজপাখি আর নিষ্ঠুর ব্যাধের ভীতি,
 আলোক-পিয়াসী পাখিরা তবুও আসিছে গাহিয়া গীতি ।

মৃত্যু-ভয়াক্রান্ত আজিকে বাঙলার নরনারী,
 তাদের অভয় দিতেই আমরা ধরিয়াছি তরবারি ।
 আমরা শুনেছি ভীত আত্মার সঙ্কল্প ফরিয়াদ,
 আমরা তাদের রক্ষা করিব, এ যে আল্লার সাধ !
 আমরা লুকুমবর্দার তাঁর পাইয়াছি ফরমান,
 ভীত নর-নারী তরে অকাতরে দানিব মোদের প্রাণ ।
 বাজাই বিষণ্ণ উড়াই নিশান ঈশান-কোণের মেঘে,
 প্রেম-বৃষ্টি ও বজ্র-প্রহারে আত্ম-উঠিবে জেগে !
 রাজনীতি করে তৈরি মোদের কুচকাওয়াজের পথ,
 এই পথ দিয়ে আসিবে দেখিও আবার বিজয়-রথ ।
 প্রবল হওয়ার সাধ ও সাধনা যাহাদের প্রাণে আছে,
 তাদেরি দুয়ারে হানা দিই আমি, আসি তাহাদেরই কাছে ।
 সম্ভবদ্বন্দ্ব হতেছে তাহারা বঙ্গভূমির কোলে,
 আমি দেখিয়াছি পূর্ণচন্দ্র তাদেরই উর্ধ্বে দোলে !

আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন

ঘুমাইয়া ছিল আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন,
 বহু বৎসর মুখ চেপে ছিল পাষণের আবরণ।
 তার এ ঘুমের অবসরে যত ধনলোভী রাক্ষস
 প্রলোভন দিয়ে করেছিল যত বুদ্ধিজীবীরে বশ।
 অর্থের জাব খাওয়ায়ে তাদের বলদ করিয়ে শেষে
 লুটতরাজের হাট ও বাজার বসাইল সারা দেশে।
 সেই জাব খেয়ে বুদ্ধিওয়ালার হইল সর্বনাশ,
 ‘শুদ্ধি স্বামী’ ও ‘বুদ্ধ মিঞা’-র হইল তাহারা দাস !
 বুঝিল না, এই শুদ্ধি স্বামী ও বুদ্ধ মিঞারা কারা
 খাওয়ায় কাণ্ডজে পুরিয়ায় পুরে এরাই আফিম, পারা !
 সাত কোটি এই বাঙালির সাত জনে শুধু টাকা দিয়ে
 দাস করে, এরা হল কোটিপতি বাঙালি রক্ত পিয়ে।
 কাণ্ডজে মগুজে ধৃত বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিবলে,
 ছুরি আর লাঠি ধরাইয়া দিল বাঙালির করতলে।
 জানে এরা ভায়ে ভায়ে হেথা যদি নাহি করে লাঠালাঠি,
 কেমন করিয়া শাঁস শুমে খাবে, ইহাদের দিয়া আঁটি ?
 আঁটি খেয়ে যবে ভরে না কো পেট, শূন্য বাটি ও থালা,
 বাঙালি দেখিল, এত পাট, ধান, মেটে না ক্ষুধার ছালা !
 তখন বিরাট আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবনে
 নাড়া দিয়া যেন জাগাইয়া দিল ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জে !
 জেগে উঠে দেখে রক্তনয়নে আগ্নেয়গিরি একি !
 ওরি ধান ওরি বুক কুটিতেছে বিদেশি কল ও টেকি !
 উহারি বিরাট অঙ্গে উঠেছে মিলের চিমনিরাশি,
 উহারি ধোঁয়ায় ধোঁয়াটে হয়েছে আঁখির দৃষ্টি, হাসি।
 এ কোন যন্ত্রদৈত্য আসিয়া যন্ত্রণা দেয় দেহে ?
 দাসদাসী হয়ে আছে নরনারী স্বীয় পৈতৃক গৃহে।
 একি কুৎসিত মূর্তিরা ফেরে আগুনের পর্বতে,
 কাঙালির মতো, বাঙালি কি ওরা—লেজ ধরে চলে পথে ?
 ভুঁড়ি-দাস আর নুড়ি-দাস যত মুড়ি খায় আর চলে,
 যে-কথা উহারা বলাইতে চায়, চিৎকার করে বলে !
 বিদারিত হল বহির্গিরির মুখের পাষণভার,
 কাঁপিয়া উঠিল লোভীর প্রাসাদ ভীম কম্পনে তার !

ক্রোধ হৃৎকার ওঠে ঘন ঘন প্রাণ-গহ্বর হতে;
'লাভ' ও অগ্নিশিখা উঠে ছুটে উর্ধ্বে আকাশপথে।

কৈ রে কৈ রে স্বৈরাচারীরা বৈরী এ বাঙলার ?
দৈন্য দেখেছ ক্ষুদ্রের, দেখনি কো প্রবলের মার !
দেখেছ বাঙালি দাস, দেখনি কো বাঙালির যৌবন,
অগ্নিগিরির বক্ষে বেঁধেছ যক্ষ তব ভবন !
হের, হের, কুণ্ডলি-পাক খুলি আগ্নেয় অঙ্গুর
বিশাল জিহ্বা মেলিয়া নামিছে ক্রোধ নেত্র প্রখর।
ঘুমাইয়া ছিল পাথর হইয়া তার বুকে যত প্রাণ,
অগ্নিগোলক হইয়া ছুটিছে তীরবেগে সে পাশা !
নিঃশেষ করে দেবে আপনারে আগ্নেয়গিরি আজি,
ফুলঝুরি-সম ঝরিবে এবার প্রাণের আতসবাজি !
উর্ধ্বে উঠেছে ক্রুদ্ধ হইয়া অদেখা আকাশ ঘেরি ;
তোমাদের শিরে পড়িবে আগুন, নাই বেশি আর দেরি !
তোমাদের যন্ত্রের এই যত যন্ত্রণা-কারণার
এই যৌবনবহি করিবে পুড়াইয়া ছারখার।
সুতি ধুতি পরা দেখেছ বিনয়-নম্র বাঙালি ছেলে,
ঢল ঢল চোখ জলে ছলছল একটু আদর পেলে !
দুধ পায় নাই, মানুষ হয়েছে শুধু শাকভাত খেয়ে,
তবুও কান্তি মাধুরি ঝরিছে কোমল অঙ্গ বেয়ে।
তোমাদের মত পালোয়ান নয়, নয় মাৎসল ভারী,
ওরা কৃশ, তবু ঝকমক করে সুতীক্ষ্ণ তরবারি !
বঙ্গভূমির তারুণ্যের এ রঙ্গনাটের খেলা
বুঝেও বোঝেনি যক্ষ রক্ষ, বুঝিবে সে শেষ বেলা।

শাড়ি-মোড়া যেন আনন্দ-শ্রী দেখো বাঙলার নারী,
দেখনি এখনো, ওঁরাই হবেন অসি-লতা তরবারি !
ওরা বিদ্যুৎপ্লতা-সম, তবু ওঁরাই বন্ধু হানে,
ওরা কোথা থাকে, তোমরা জ্ঞান না, সাগর ও মেঘ জ্ঞানে।
যুগান্তরের সূর্য যখন উদয়-গগনে ওঠে,
সূর্যের টানে ছুটে আসে মেঘ ; তাহারি আড়ালে ছোট
ওরা যেন ভীকু পর্দানশীন ! ওঁরাই সময় হলে
ঘন ঘন ছোঁড়ে অশনি অজ্যচারীর বক্ষতলে !
শ্যামবঙ্গের লীলা সে ভীষণ সুন্দর, রেখো জেনে,
বাঘের মতন নাগের মতন দেখে, যে বাঙালি চেনে !

তাদেরই জড়তা-পাষণ টুটিয়া ঝরিছে অগ্নিশিখা,
কে জানে কাহার তকদিরে ভাই কি শাস্তি আছে লেখা !
ধোঁওয়া দেখে যদি না নোওয়াও মাথা, বছর খানিক বেঁচো ! !
দেখিবে হয়েছি ফেরেশতা মোরা, তোমরা হয়েছ কেঁচো !

তুমি কি গিয়াছ ভুলে?

তুমি কি গিয়াছ ভুলে?

তোমার চরণ-সুরণ-চিহ্ন আজো মোর নদীকূলে
মুছিল না প্রিয়, মুছিল না তার বুকে যে লিখিলে লেখা,
মাঝে বহে স্রোত, দুকূল জুড়িয়া চরণ-সুরণ-রেখা !
বন্যার ঢল, জোয়ার, উজান আসে যায় ফিরে ফিরে,
ও চরণ রেখা মুছিল না মোর বালুচরে নদীতীরে !
উর্ধ্বে ধূসর সান্ধ্য আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রের লেখা,
নিম্নে আমার শূন্য বালুচরে তোমার চরণরেখা।

কূলে আসি একা বসি

তব মুখ-মদ-গন্ধের মতো ফুলবন ওঠে শ্বসি।
কূলে একা বসি ঢেউ গণি আর চাহি ওপারের তীরে—
প্রভাতে যে পাখি উড়িল সে আর সাঁজে ফিরিল না নীড়ে।
এই বালুচর শূন্য ধূসর আমার এ মরুভূমি
কেন এ শূন্য চরণচিহ্ন ঐকে দ্বিগুণে গেলে তুমি ?
হেরিনু, আকাশে ওঠেনি কো চাঁদ—শূন্য আকাশ কাঁদে,
ও বিরাট বুক ভরিয়া তোলে কি ঐটুকু ক্ষীণ চাঁদে ?

চলে যাওয়া দিনগুলি

মনের মানিক-মঞ্জুষা হতে খুলে দেখি, রাখি তুলি।
কতবার আসি ফিরে যাই বেয়ে তোমার দেশের মদী,
কত বধু আসে জল নিতে সেথা তুমি সেথা আস যদি।
তোমার কলসি-হিল্লোল যদি মোর নায়ে এসে লাগে
দুটি চেনা চোখ সন্ধ্যাদীপের মতো যদি সেথা জাগে...
কতদিন সাঁঝে হইয়াছে মনে, তোমারে বা দেখিয়াছি,
তরণীতে কার চেনা বাঁশি শুনে আসিয়াছ কাছাকাছি।

আঁচল ভরিয়া জলে-ভেজা রাঙা হিজলের ফুলগুলি
কুড়াতে তোমার ঘোমটা খসেছে, এলো খোঁপা গেছে খুলি !

সর্পিল বাঁকা বেণী

ওর সাথে ছিল মোর আঙুলের চিরদিন চেনাচেনি !
ঐ সে বেণীর বিনুনিতে মোর বাঁধা পড়েছিল হিয়া,
কতদিন তারে ছাড়াতে চেয়েছি আমার আঙুল দিয়া !
দাঁড়ায়েছ আসি, সোনা-গোধূলিতে আকাশ গিয়েছে ভরে,
পিছনের কালো-বেণীতে সন্ধ্যা বাঁধা পড়ে কেঁদে মরে।
বাঁশিতে কাঁদিয়া ফিরিয়া এসেছি তরণী বাহিয়া দূরে,
আমার নিশাসে নাই নেভে যেন প্রদীপ তোমার পুরে !
ছল করে যবে জল নিতে যাও, নদী তরঙ্গে, হয় !
তরঙ্গ কি গো দূলে ওঠে মনে, কলসি ভাসিয়া যায় ?
নয়নের নীরে তুমি ডোবো, ডোবে কলসি নদীর জলে ?
অথবা কাঁথের কলসিই শুধু ডুবতে শিখেছ ছলে ?

যত চাই সব ভুলি,

আঁধার ভরিয়া ডাকে আঙনের তব ঝাউগাছগুলি।
তব ঝুলি-ইঙ্গিত যেন ওদের শীর্ণ শাখা
হাহাকার করে আকাশে চাহিয়া, বাতাসে ঝাপটে পাখা।
ভুলিবার কথা ভুলে যাই, হয়, বন্দিনী মোর পাখি,
পিঞ্জর-পাশে আসি যাই ফিরে, আকাশে থাকিয়া ডাকি।

ফিরে আসি একা নীড়ে,

ক্লান্তপক্ষ বসে বসে ভাবি ভাঙা মোর তরুশিরে।
দশদিক ভরে কলরব করে অচেনারা ছুটে আসে,
তুমি নাই তাই ঘিরিয়া সবাই বসে মোর আশেপাশে।
না চাহিতে কেহ পাখায় আমার বাঁধে অসহায় পাখা,
তৃষিত অধরে নিয়ে যায় ভরে বিষ মোর ঠোটে মাখা।

আজ আমি অপরাধী,

অভিযান-জ্বালা নিবারিতে নিতি অপরাধ করি—কাঁদি !
যে আসে এ বুকে তাহারি হৃদয়ে তোমার হৃদয় ঝুঁজি,
ঝুঁজিতে ঝুঁজিতে হারায়ে ফেলেছি মোর হৃদয়ের পুঁজি।
শূন্য আকাশে ওঠে না কো চাঁদ, উল্কারা আসে ছুটে,
আঙুলের তৃষা মিটাই তাদের অগ্নি-অধর-পুটে !

তুমি কি গিয়াছ ভুলে ?
 মম পথ পানে চাহ কি আজিও সন্ধ্যা-প্রদীপ তুলে
 নিবাও নিবাও ও-সন্ধ্যাদীপ, চাহিও না মোর পথে,
 মরণের রথে উঠেছে, উঠিত যে তবে সোনার রথে ।
 কুসুমের মালা দুদিনে শুকায়, থাক অতীতের স্মৃতি—
 শুকাবে না যাহ—আমার গাঁথা এ কাঁটার কথার গীতি !

চির-বিদ্রোহী

হার মেনেছ বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না !
 তোমার সর্বশক্তি আমায়
 বাঁধতে গিয়ে হার মেনে যায় !
 হায় ! হাসি পায়, হেরেও তুমি হারবে না ?
 হেরে গেলে ! বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না !

অশাস্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া ?
 তোমার সর্বমায়ার কাঁদন,
 মার মমতা প্রেমের বাঁধন
 স্পর্শ করে বিদগ্ধ হয়, রুদ্রস্বরূপ মোর কায়া ।
 অশাস্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া ?
 ধরতে আমায় জ্বল পেতেছে জটিল তোমার সাত আকাশ !
 সে জ্বল ছিড়ে এ ধূমকেতু
 বিনাশ করে বাঁধার সেতু,
 সপ্ত স্বর্গ পাতাল ঘিরে ভস্ম করে সকল বিঘ্ন সর্বনাশ ।
 এই ধূমকেতু ছিড়ে সে জ্বল
 এই মহাকাল ! রুদ্র দামাল
 শূন্য নাচে প্রলয়-নাচন সংহারিয়া সর্বনাশ ।

শান্তি দিয়ে অশাস্তকে ধরার ধূলায় আনতে চাও,
 দুর্গে এনে দুরন্তকে—
 অশ্রু চাহ রুদ্ধ চোখে !
 আমার আগুন নিভবে না কো যতই গলায় মালা দাও !
 শান্তি দিয়ে অশাস্তকে ধরার ধূলায় আনতে চাও !

সংহার মোর ধর্ম, আমি বিপ্লব ও ঝঞ্ঝা বড়,
 স্বধর্মে নিধন ভালো—
 কেন আনো প্রেমের আলো ?
 সতী-দেহত্যাগের পর শঙ্কর কি বাঁধে ঘর ?
 আনন্দ আর অমৃত রস কার আশুনে যায় জ্বলে ?
 শাস্তি সমাহিতের মাঝে
 কেন রুদ্র বিষণ বাজে ?
 কোন যাতনায় শিশু কাঁদে, শাস্তি পায় না মার কোলে ?

লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য চাও দিতে ?
 লোভী ভোগীলক্ষ্মী নিয়ে
 রাক্ষস আর দৈত্য হয়ে
 কি নির্যাতন করছে তোমার সৃষ্টিতে ।
 লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য চাও দিতে ?

করব আমি ধ্বংস সর্ব বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বকে ।
 মিথ্যা হল কোরান ও বেদ
 এই অসাম্য অশাস্তি ভেদ
 প্রলয়কে কি বাঁধতে পারে বলয়-পরা নর্তকী !
 এখানে সিংহ থাকে !
 অহিংস সব মহাত্মাকে
 দাও গিয়ে ঐ হরিনামের হরতকি !
 রুদ্রকে কে শূদ্র করে
 ক্ষুদ্র ধরায় রাখবে ধরে ।
 অহম শিকল কে পরাবে সোহম স্বয়ম্ভূকে ।

হে মৌনী, উত্তর দাও সামনে এসে রূপ ধরে,
 পূজা করে ক্ষমা করে
 তোমার মানুষ জনম ভরে,
 কী দিয়েছ তাদের বলো, থেকো না কো চুপ করে !

কেন দুর্বলেরে করে প্রবল নির্যাতন ?
 এই সুন্দর বসুন্ধরা
 রাক্ষস আর দৈত্য-ভরা
 কেমন করে করব তোমায় অভেদ বলে সম্ভাষণ ।

লজ্জা তোমার হয় না যখন তোমায় বলে কৃপাময় !

পুত্র মরে, মা তবু, হয় !

প্রেমভরে ডাকে তোমায় ;

ওগো কৃপণ ! বিশ্বে তোমার দাতা বলে পরিচয় !

কেন পাপ ও অপরাধের কথা তোমার শাস্ত্র কয় !

কে দিল মানবজন্ম,

কে দিল ধর্মার্থ,

মুক্ত তুমি, মানুষ কেন এ বন্ধন-জ্বালা সয় ?

তুমি বল, 'আমার একা তোমার উপর অধিকার !'

সেই অধিকার তোমার পরে

বলো কেন দাও না মোরে ?

তোমার মতো পূর্ণ হব, এই ছিল মোর অহঙ্কার !

মনের জ্বালা স্নিগ্ধ নাহি করে তোমার চন্দ্রালোক !

এত কুসুম এত বাতাস

কেন তবু এ হাহতাশ,

কোন শোকে অশান্তিতে দেবতা হয় চণ্ডশোক !

কেন সৃষ্টি করলে নরক জন্মায়নি যখন মানব !

কেন তাদের ভয় দেখাও ?

ভয় দেখিয়ে ভক্তি চাও ?

তোমার পরম ভক্তেরা তাই হয় শয়তান, হয় দানব !

বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান !

তোমার ধরার দুঃখ কেন

আমায় নিত্য কাঁদায় হেন ?

বিশৃঙ্খল সৃষ্টি তোমার, তাই তো কাঁদে আমার প্রাণ !

বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান !

বিদ্রোহ মোর থামবে কিসে, ভুবন-ভরা দুঃখশোক !

আমার কাছে শান্তি চায়

লুটিয়ে পড়ে আমার গায়—

শান্ত হব আগে তারা সর্বদুঃখ-মুক্ত হোক !

ভয় করিও না, হে মানবাত্মা

তখতে তখতে দুনিয়ায় আজি কমবখতের মেলা,
 শক্তি-মাতাল দৈত্যেরা সেথা করে মাতলামি খেলা।
 ভয় করিও না, হে মানবাত্মা, ভাঙিয়া পড়ো না দুখে,
 পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বৃকে।
 তখতে তাহার কালি পড়িয়াছে অবিচারে আর পাপে,
 তলোয়ারে তার মরিচা ধরেছে নির্যাতিতের শাপে।
 ঘন গৈরিকে আকাশ রাঙায় বৈশাখী ঝড় আসে,
 ভাবে লোভাঙ্ক মানব, তাহার গোধূলি-লগন হাসে !
 যে আগুন ছড়ায়েছে এ বিশ্বে, তারি দাহ ফিরে এসে
 ভীম দাবানল-রূপে জ্বলিতেছে তাহাদেরি দেশে দেশে।

সত্য পথের তীর্থ-পথিক ! ভয় নাই, নাহি ভয়,
 শাস্তি যাদের লক্ষ্য, তাদের নাই নাই পরাজয় !
 অশান্তি-কামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝে মাঝে,
 অবশেষে চির-লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে !
 পথের উর্ধ্বে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জনা
 তাই বলে তারা উর্ধ্বে ওঠেছে—কেহ কভু ভাবিও না !
 উর্ধ্বে যাদের গতি, তাহাদেরি পথে হয় ওরা বাধা ;
 পিচ্ছিল করে পথ, তাই বলে জয়ী হয় না কো কাদা !
 জয়ে পরাজয়ে সমান শাস্ত রহিব আমরা সবে,
 জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমার জয় হবে !
 লাঞ্ছিত হলে বাঞ্ছিত হব পরলোকে আল্লার,
 রণভূমে যদি হত হই মোরা হব চির-প্রিয় তাঁর !
 হয়তো কখনো জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোরা তবু,
 বুঝিব মোদের পরীক্ষা করে মোদের পরম প্রভু !

বিদ্বেষ লয়ে ডাকিলে কি কভু পঞ্চভ্রান্ত ফিরে ?
 ভালোবাসা দিয়ে তাদের ডাকিতে হয় বন্ধের নীড়ে।
 সম্ভ্রানে যারা করে নিপীড়ন, মানুষের অধিকার
 কেড়ে নিতে চায়, তাহাদেরি তরে আল্লার তলোয়ার।
 অজ্ঞান যারা ভুল পথে চলে, মারিও না তাহাদেরে,
 ভালোবাসা পেলে ভ্রান্ত মানুষ সত্যের পথে ফেরে।
 সকল জাতির সকল মানুষে এক তাঁর নামে ডাকো,
 বুকে রাখো তাঁর ভক্তি ও প্রেম, হাতে তলোয়ার রাখো।

সর্ববিশ্বে প্রসন্ন হয় তিনি প্রসন্ন হলে,
সত্য পথের সর্বশত্রু ছাই হয়ে যায় জ্বলে !
আমাদেরও মাঝে যার বুকে আছে লুকাইয়া প্রলোভন,
তারেও কঠিন সাজা দিতে হবে, আল্লার প্রয়োজন !

আগে চলো, আগে চলো দুর্জয় নব অভিযান-সেনা,
আমাদের গতি-প্রবাহ কাহারো কোনো বাধা মানিবে না।
বিশ্বাস আর ধৈর্য হউক আমাদের চির-সার্থী,
নিত্য জ্বলিবে আমাদের পথে সূর্য চাঁদের বাতি।

ভয় নাই, নাই ভয় !

মিথ্যা হইবে ক্ষয় !

সত্য লভিবে জয় !

ভক্তে দেখায় রক্তচক্ষু যারা তারা হবে লয় !
বলো, এ পৃথিবীতে মানুষের, ইহা কাহারো তখত নয় !

পুণ্য তখতে বসিয়া যে করে তখতের অপমান,
রাজার রাজা যে, তাঁর হুকুমেই যায় তার গর্দান !
ভিত্তিওয়ালার রাজত্ব, ভাই, হয়ে এল ঐ শেষ ;
বিশ্বের যিনি সম্রাট তাঁরি হইবে সর্বদেশ !
রক্তচক্ষু রক্ষ যক্ষ, সাবধান ! সাবধান !
ভুল বুঝাইয়া, বুঝেছ ভুলাবে আল্লার ফরমান ?
এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কারেও করি নাভয়,
মোদের পথের দিশারি এক সে সর্বশক্তিময়।
সাক্ষী থাকিবে আকাশ পৃথিবী, রবি শশী গ্রহ তারা,
কাহারো সত্যপথের পথিক, পথভ্রষ্ট কারা !

ভয় নাই, নাই ভয় !

মিথ্যা হইবে ক্ষয় !

সত্য লভিবে জয় !

সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া !

আমি কালো মেঘ—নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টিধারে,
 বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজ্জে যাও নয়নাসারে !
 সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল রাতের পাপিয়া নহ,
 তব তরে নয় বাদলের ব্যথা—নয়নের জল দুর্বিসহ।
 ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত ফুকারি ওঠে,
 তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্রতপ্ত ঠোটে।
 জানি না সে ভাষা, হয়তো বা জানি, ছল করে তাই হাসিতে চাহি,
 সহসা নিরখি নেমেছে বাদল রৌদ্রজ্বল গগন বাহি।
 ইরানি-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি করি ভরি ও রাঙা তনু,
 আমি ভাবি বুঝি আমারি বাদল-মেঘ-শেষে এল ইন্দ্রধনু।
 ফণীর ডেরায় কাঁটার কুঞ্জে ফোটে যে কেতকী, তাহার ব্যথা
 বুঝিবে না তুমি, ধরণী তো তব ঘর নহে, এলে ভ্রমিতে হেথা।
 ভ্রম করে তুমি ভ্রমিতে ধরায় এসেছ ফুলের দেশের পরি,
 জানিতে না হেথা সুখদিন শেষে আসে দুখ-রাতি আঁধার করি।
 রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ চপলতা-ভরা চিত্র-পাখা,
 জানিতে না হেথা ফুল ফুটে, ফুল ঝরে যায়, কাঁদে কানন ফাঁকা।
 যে লোনা জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
 সেই সমুদ্রে জনম আমার, আমি সেই মেঘ সলিল ভরা।
 ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি
 সেই অশ্রুর সপ্ত পাথারে, পারায়ে ব্যথার শতেক গলি।
 ভুল করে প্রিয়া এ ফুল-কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
 এ বন-বেদনা অশ্রুমুখীরে; এ নহে মাধবী কুঙ্ক নব।
 মাটির করুণা-সিক্ত এ মন, হেথা নিশিদিন যে ফুল ঝরে
 তারি বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিতে তাদেরই অশ্রু ক্ষরে।
 সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের মেলা,
 জাগিয়া তাহারি স্মৃতি লয়ে কাটে আমার সকাল সন্ধ্যাবেলা।
 এ মোর নিয়তি, অপরাধ নহে আমারও তোমারও—স্বপন রানি !
 আমার বাণীতে তোমার মুরতি বীণাপাশি নয় বেদনা-পাশি।
 তোমার নদীতে নিতি কত তরী এপার হইতে ওপারে চলে ;
 কাণ্ডারীহীন ভাঙা তরী মোর ডুবে গেল তব অতল তলে।
 ওরা শুধু তব মুখ চেয়ে যায়, সুখের আশার বলিক-ওরা,
 আমি ডুবে তব দেখিলাম তল জলশেষে চোরা বালুতে ভরা।
 ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরী তব বিস্মৃতি-বালুকাতলে
 দুদিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী, তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে।

কুড়াতে এসেছ দুখের বিনুক ব্যথার আকুল সিঁধুকূলে,
 আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে হয়তো ফেলে দেবে কোথা মনের ভুলে।
 তোমাদের ব্যথা-কাঁদন যেটুকু সে শুধু বিলাস, পুতুল-খেলা,
 পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।
 মোর দেহ-মনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রুসজ্জল নীরদ মাথা,
 কী হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রানি, তব ধ্যান ঐ চন্দ্র রাকা।
 সে চাঁদ উঠেছে গগনে তোমার-আমরা সন্ধ্যা-তিমির শেষে,
 আমি যাই সেই নিশীথিনী-পারে যেথায় সকল আঁধার মেশে।
 আমার প্রেমের বরষায় ধুয়ে তব হৃদি হল সুনীলতর—
 সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ উজ্জ্বলতর তাহারে করে।
 যদি সে চন্দ্র-হাসিত নিশীথে বিশ্বাদ লাগে তোমার চোখে,
 তোমার অতীত তোমারে খুঁজিও আমার বিধুর গানের লোকে।
 সেথা ব্যথা রবে, রবে সাস্বনা, রবে চন্দন-সুশীতলতা,
 যে ফুল জীবনে ঝরে না সে ফুল হইয়া ফুটিবে তোমার ব্যথা।
 আমার গানের চির-দাহ যাহা সে আছে গো নীলকণ্ঠে মম,
 চির-শেষে এল যে অমৃতবাণী, দিনু তা তোমারে, হে প্রিয়তম !
 আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার উর্ধ্বে তুমি যে ফুল—
 আমি ফুটায়ছি তোমারে কুসুম করিয়া, হে মোর সুখ অতুল।
 বিদায়-বেলায় এই শুধু চাই, হে মোর মানস-কানন-পরী !
 তোমার চেয়েও তব বন্ধুরে ভালোবাসি যেন অধিক করি।

হল ও ফুল

ওরা কয়, 'আগে ফুল ফুটাইতে,
 আমি কই 'যদি হল না ফুটাই
 বন্ধু মিথ্যা অপত্য-স্নেহে
 ধর্ম লয়েছে অধর্ম নামে,
 গায়ের বৌঝি জল নিতে যায়
 গাল দেয় রেগে—ইহাদেরই দোষে
 ভোগী বলে, 'বাবা, কেন কাঁদো তুমি,
 ধনীর দুঃখ দেখ না কো, এ কি
 'আত্মা বলান' বলি ! ওরা বলে—
 টাকাওয়ালাদের কি করে চিনিলে,

এখন ফুটাও হল।'
 ফুটিবে কি তবে ফুল ?' ('ফুল'-ইং)
 আপত্তি নাহি করি
 সত্য গিয়াছে মরি !
 মেছড়ে বুঝিতে নারে,
 মাছ বসে না কো চারে !
 মামা নহে তব চাষা,
 একঘেঁয়ে ভালোবাসা !'
 'দালানে তা আসে কেন ?
 তুমি তো আত্মা চেন !'

ওরা বলে, 'মোরা টাকার পুকুর
 উহারাই তার দু-এক কলসি
 আরো বলে, 'দিই কলসিতে জল
 আমরা কী জানি, কেন এ পুকুরে
 ওরা বলে, 'চাষা খাইতে পায় না—
 পাওনা সুদের নালিশ করিলে
 মোরা যত দিই উত্তর তার
 বলে, 'জমিদারি স্বত্ব আমার,
 মোরা বলি, 'কত ইম্পিরিয়াল
 ওরা বলে, 'কোনো কাজে তা লাগে না,
 মোরা বলি, 'মোরা যাব না, মোদের
 ওরা বলে, 'কেন জেলে যাবে, বাবা,
 আমি বলি, 'জাগ, দৈত্যরে মার,
 ওরা বলে, 'বাঘ হলে কেন বন—
 আমি বলি, 'কেন অসত্য বল,
 ওরা বলে, 'আহা, চুপ করো কবি,
 আমি বলি, 'চোর ঢুকিয়াছে ঘরে,
 ওরা বলে, 'বাঁশুরিয়া ! বাঁশি কেন
 ওরা বলে, 'দাদা, এতদিন তুমি
 কখন হইল 'ইনসমনিয়া' ?
 আমি বলি, 'দেশ জাগে যদি, কেন
 ওরা বলে, 'আসে রাম-দা লইয়া ।
 কে যে বলে ঠিক, কে বলে বেঠিক,
 চাষা ও মব্বুর ঠকাইয়া খায়
 'ওরা তো বলে না, তুমি কেন বল,
 জিজ্ঞাসা সাধু ।—আমি বলি, 'কহে
 হয় রে দুনিয়া দেখি মৌলানা
 আমি একা হেথা কাফের রে দাদা
 গুনগারি দেয় বণিকেরা নাকি,
 ধনী যেন সদা তৃষিত, এবং
 শুনেছি সেদিন ধনিক-সভায়—
 চাষাদের দা, দাঁত আর নখ
 আমি বলি, 'হয়ে অভাবে স্বভাব
 ওরা বলে, 'তাই বল তাই চুরি

দুয়ারে খুঁড়িয়া রাখি,
 জল ভরে নেয় নাকি ?
 দিই না তো সাথে দড়ি,
 ওরা ডুবে যায় মরি ?'
 আর জন্মের পাপ,
 ওয়া কেন দেয় শাপ ?'
 ওরা 'দুস্তোর' কহে,
 তোমার মামার নহে ।'
 ব্যাঙ্ক তোমার টাকা !'
 (বাবা) 'ফিকসড ডিপোজিটে' রাখা
 প্রাপ্য যা তা না পেলো !'
 ভদ্রলোকের ছেলে !'
 দা' নিয়ে দুয়ার খুল ।'
 বাগিচার বুলবুল ?'
 ভ্রান্ত পথ দেখাও ?'
 ফুল শৌকো, মধু খাও !'
 মারো তারে পায়ে দলে !'
 বংশ-দণ্ড হলে !'
 বেশ তো ঘুমিয়ে ছিলে !
 সারা দেশ জাগাইলে !'
 তোমাদের ডর লাগে ?'
 রামদা বলিত আগে !'
 ঠিকে ভুল হয় কার ?
 দুনিয়ার ঠিকাদার !
 কেন তব মাথাব্যথা ?'
 ওদেরি আত্মকথা !'
 মৌলবিতে একাকার,
 আমি একা গুনাগার !
 চাষারাই করে লাভ,
 চাষা সদা কচি ডাব !
 নতুন আইন হবে,
 খেঁটে লাঠি নাহি রবে ।
 নষ্ট, হয়েছে চোর !'
 হয় না বাড়িতে তোর !'

আমি বলি, 'খেয়ো না এক কদম,
ওরা বলে, 'তুমি এদেরি দালানী
'যার যত তলা দালান, সে তত
ওরা কয়। আমি বলি, 'বেশ করে
আমি ভিক্ষুক কাঙালের দলে—
ভোগীরা স্বর্গে যাবে, যদি খায়
ওরা হাসে, 'এ কি কবিতার ভাষা ?
আমি কই, 'আজ্ঞো পাইনি পুণ্য—
দোওয়া করো, যে ঐ গরীবের
যেতে পারি এই এই ভোগ-বিলাসীর

হালানি অন্ন খাও !'
করে বুঝি টাকা পাও ?'
আল্লা-তালার প্রিয়—'
সে তালায় তালা দিও !'
কে বলে ওদের নীচ ?
ওদের পানের পিচ !
বস্তিতে থাক বুঝি ?'
বস্তির পথ খুঁজি !
কর্দমাক্ত পথে
পাপ-নর্দমা হতে !'

কোথা সে পূর্ণযোগী

কোথা সে পূর্ণ সিদ্ধ ও যোগী, দেখেছ কি কেউ তাঁরে,
দনুজ-দলনী শক্তিরে পুন ভারতে জাগাতে পারে ?
কোথা সে শ্রীরাম বলিষ্ঠ, কোথা তাপস কাত্যায়ন,
যাঁর সাধনায় হইবে কাত্যায়নীর অবতরণ !
ভারত জুড়িয়া শুধু সম্যাসী সাধু ও গুরুর ভিড় ?
তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড় ?
'প্রসাদ বিশ্বেশ্বরী নাহি বিশ্বম' বলি কেউ
আবার আনিতে পারে কি ভারতে মহাশক্তির ডেউ ?
পাতাল ফুঁড়িয়া দানব দৈত্য উঠিয়াছে পৃথিবীতে,
এল না তো কেউ শক্তি সিদ্ধ তাদের সংহারিতে !
কোথা সেই মহাত্মিক, কোথা চিন্ময়ী মহাকালী ?
মন্দিরে মন্দিরে মন্ময়ী প্রতিমার পূজা খালি !
শক্তিরে খুঁজি পটুয়ার পটে, মাটির মুরতি মাঝে
চিন্ময়ী শ্রীচণ্ডিকা তাই প্রকাশ হল না লাজে ।
সেই দুর্গারে পূজিয়া শ্রীরাম হরিলেন দুর্গতি
কোন শ্রীদুর্গা কোথা আজ কেউ দেখেছ তাঁহার জ্যোতি ?
শুস্ত নিশ্চেষ্টেরে যে মারিল, সে চণ্ডী কি গেছে মরে ?
কুস্ত-মেলায় শুধায়েছ কেউ সাধুদের ছটা ধরে ?
জটা তাদের কটা হয়ে গেল, কটাহ হইল চোখ,
আনিতে পারিল তবু কি তাহারা একটি ফাঁটা আলোক ?

পরিশ্রমের ভয়ে আশ্রমে আশ্রমে ছেলেমেয়ে
 আশ্রয় লয়ে বাঁচিয়াছে ! মেদ বাড়িতেছে খেয়ে দেয়ে !
 মহাপ্রভুর নাম রাখিয়াছে ভিক্ষুক নেড়া নেড়ী,
 এরা কি ভাঙিবে অসুরের কারা, পায়ের শিকল বেড়ি ?
 ধর্মের নামে এই অধর্ম, তাই তো ধর্মরাজ
 অভিশাপ দেন দারিদ্র ব্যাধি দুর্গতি-রূপে আজ ।
 গঙ্গায় নেয়ে তীর্থে গিয়ে কে শক্তি লভিয়া আসে ?
 মাৎসের স্তূপ বেড়ে বেড়ে শুধু যায় মৃত্যুর গ্রাসে ।
 কে ঘুচাবে এই লজ্জা ও ঘৃণা, কোথা সে যুগাবতার ?
 জগন্নাথের রথ দেখিব না, পথ চেয়ে আছি তাঁর ।

রবির জন্মতিথি

রবির জন্মতিথি কয়জন জানে ?
 অন্ধ কষিয়া পেয়েছ কি বিজ্ঞানে ?
 ধ্যানী যোগী দেখেছে কি ? জ্ঞানী দেখিয়াছে ?
 ঠিকুজি আছে কি কোনো জ্যোতিষীর কাছে ?
 নাই—নাই ! কত কোটি যুগ মহাব্যোমে
 আলো অমৃত দিয়ে ফুব রবি ভ্রমে !
 জানে না জানে না । উদয় অস্ত তাঁর
 সে শুধু লীলাবিলাস, গোপন বিহার ।
 রবি কি অস্ত যায় ? অন্ধ মানব
 রবি ডুবে গেল বলে করে কলরব ।
 রবি শাস্ত্রত, তার নিত্য প্রকাশ
 রূপ ধরি পৃথিবীতে ক্ষণিক বিলাস
 করিয়া চলিয়া যায় জ্যোতির্লোকে,
 এখনো দৃষ্টা নেহারে তাঁর চোখে ।
 এই সুরভির ফুল রস-ভরা ফল
 রবির গলিত প্রেমবৃষ্টির জল
 কবিতা ও গান সুব-নদী হয়ে বয়,
 রবি যদি মরে যায় পৃথিবী কি রয় !
 জন্ম হয়নি যাহার জ্যোতির্লোকে,
 তন্দ্রা টুটেনি যাহার অন্ধ চোখে,

রবির জন্মতিথি দেখেনি সে-জন
 আজো তার কাছে রবি অপ্রয়োজন।
 কবি হয়ে এল রবি এই বাঙলায়
 দেখিল বুঝিল বলো কতজন তাঁয় ?
 রবি দেখে পেয়েছে যে আলোক প্রথম
 তাঁরি মাঝে লভে রবি প্রথম জনম।
 নিরঙ্কর ও নিস্তেজ বাঙলায়
 অঙ্কর-জ্ঞান যদি সকলেই পায়,
 অ-ক্ষয় অব্যয় রবি সেই দিন
 সহস্র করে বাজাবেন তাঁর বীণ।
 সেদিন নিত্য রবির জন্মতিথি
 হইবে। মানুষ দিবে তাঁরে প্রেমস্বীতি।

বড়দিন

বড়লোকদের ‘বড়দিন’ গেল, আমাদের দিন ছোটো,
 আমাদের রাত কাটিতে চায় না, ক্ষিদে বলে, ‘নিধে ! ওঠো !’
 খেটে খুটে শুতে খাটিয়া পাই না, ঘরে নাই ছেঁড়া কাঁথা,
 বড়দের ঘরে কত আসবাব, বালিশ বিছানা পাতা !
 অর্ধলগ্ন-নৃত্য করিয়া বড়দের রাত কাটে,
 মোদের রক্ত খেয়ে মশা বাড়ে, গায়ে আরশুলা হাঁটে।
 আঁচিলের মতো ছারপোকা লয়ে পাঁচিল ধরিয়া নাচি,
 মাল খেয়ে ওরা বেসামাল হয়, মোরা কাশি আর হাঁচি !
 নানা রূপ খানা খেতেছে, মগু অণু ভেড়ার টোস্ট,
 কুলকুল করে আমাদের পেট, যেন ‘হনলুলু কোস্ট’।
 চৌরঙ্গিতে বড়দিন হইয়াছে কী চমৎকার,
 গৌরজাতির ক্ষৌরকর্ম করেছে ! অমৎ কার ?
 মদ খেয়ে বদহজম হইয়া বাঙালির মেয়ে ধরে,
 শিক্ষাও পায় শিখ-বাঙালির থাপপড় লাখি চড়ে !
 এ কি সৈনিক-ধর্ম, এরাই রক্ষী কি এদেশের ?
 সর্বলোকের ঘৃণ্য ইহারা কলঙ্কক ব্রিটিশের।
 যে সৈনিকের হাত চাহে অসহায় নারী পরশিতে,
 চাহে নারীর ধর্ম নিতে,
 বীর ব্রিটিশের কামান যে নাই সেই ক্ষত উড়াইতে।

হায় রে বাঙালি, হায় রে বাঙলা ভাত-কাঙালের দেশ,
 মারের বদলে মার দেয় না কো, তারা বলদ ও মেষ !
 মান বাঁচাইতে প্রাণ দিতে নারে, পলাইয়া যায় ঘরে,
 উর্ধের মার আগুন আসিছে সেই ভিক্রদের তরে !
 পলাইয়া এরা বাঁচিবে না কেউ ! হাড় খাবে, মাস খাবে,
 শেষে ইহাদের চামড়ায় দেখো ডুগডুগিও বাজাবে !
 পথের মাতাল মাতা-ভগ্নীর সন্মান নেয় কেড়ে,
 শাস্তি না দিয়ে মাতালের, এরা পলায় সে পথ ছেড়ে ।
 কোন ফিল্মের দর্শক ওরা, ঝোপের ইদুর বেজি,
 ইহাদের চেয়ে ঘরের কুকুর, সেও কত বেশি তেজি !
 মানব-জাতির ঘৃণ্য ভিক্ররা কাঁপে মৃত্যুর ডরে,
 প্রাণ লয়ে ঢুকে খোপের ভিতর, দিনে দশবার মরে !
 বড়দিন দেখে ছোট মন হায় হতে চাহে না কো বড়,
 হ্যাট কেটে দেখে পথ ছেড়ে দেয় ভয়ে হয়ে জড়সড় !
 পচে মরে হায় মানুষ, হায় রে পঁচিশে ডিসেম্বর ।
 কত সন্মান দিতেছে শ্রেমিক খ্রিস্টে ধরার নর !
 ধরে ছিল কোলে ভীক মানুষের প্রতীক কি মেঘশিশু ?
 আজ মানুষের দুর্গতি দেখে কোথায় কাঁদিছ যিশু !

নবযুগ

—বিশ বৎসর আগে

তোমার স্বপ্ন অনাগত ‘নবযুগ’-এর রক্তরাগে
 রেঙে উঠেছিল । স্বপ্ন সেদিন অকালে ভাঙিয়া গেল,
 দৈবের দোষে সাধের স্বপ্ন পূর্ততা নাহি পেল !
 যে দেখায়েছিল সে মহৎ স্বপ্ন, তাঁর ইঙ্গিতে বুঝি
 পথ হতে হাত ধরে এনেছিলে এই সৈনিকে খুঁজি ?
 কোথা হতে এল লেখার জোয়ার তরবারি-ধরা হাতে
 কারার দুয়ার ভাঙিতে চাহিনু নিদারুণ সংঘাতে ।—
 হাতের লেখনি, কাগজের পাতা নহে ঢাল তলোয়ার,
 তবুও প্রবল কেড়ে নিল দুর্বলের সে অধিকার ।
 মোর লেখনির বহিস্রোত বাধা পেয়ে পথে তার
 প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু হয়ে ফিরিয়া এল আবার !

ধূমকেতু-সমাজনী মোর করে, নাই মার্জনা
 কারও অপরাধ ; অসুরে নিত্য হানিয়াছে লাজ্জনা !
 হারাইয়া গেলু ধূমকেতু আমি দুদিনের বিস্ময়,
 মরা তারা সম ঘুরিয়া ফিরিনু শূন্য আকাশময় ।

সে যুগের ওগো জগলুল ! আমি ভুলিনি তোমার স্নেহ,
 সুরণে আসিত তোমার বিরাট হৃদয়, বিশাল দেহ ।
 কত সে ভুলের কাঁটা দলি, কত ফুল ছড়াইয়া তুমি,
 ঘুরিয়া ফিরেছ আকুল তৃষায় জীবনের মরুভূমি !
 আমি দেখিতাম, আমার নিরালা নীল আসমান থেকে
 চাঁদের মতন উঠিতেছে, কভু যাইতেছে মেঘে ঢেকে !
 সুদূরে থাকিয়া হেরিতাম তব ভুলের ফুলের খেলা,
 কে যেন বলিত, এ চাঁদ একদা হইবে পারের ভেলা ।

সহসা দেখিনু, এই ভেলা যাহাদের পার করে দিল,
 যে ভেলার দৌলত ও সওদা দশ হাতে লুটে নিল,
 বিশ্বাসঘাতকতা ও আঘাত-জীর্ণ সেই ভেলায়
 উপহাস করে তাহারাই আজ কঠোর অবহেলায় !
 মানুষের এই অকৃতজ্ঞতা দেখি উঠি শিহরিয়া,
 দানীয়ে কি ঋণী স্বীকার করিল এই সম্মান দিয়া ?
 যত ভুল তুমি করিয়াছ, তার অনেক অধিক ফুল
 দিয়াছ রিক্ত দেশের ডালায়, দেখিল না বুলবুল !
 যে সূর্য আলো দেয়, যদি তার আঁচ একটুকু লাগে,
 তাহারি আলোকে দাঁড়ায়ে অমনি গাল দেবে তারে রাগে ?
 নিত্য চন্দ্র সূর্য ; তারাও গ্রহণে মলিন হয় ;
 তাই বলে তার নিন্দা করা কি বুদ্ধির পরিচয় ?
 এই কি বিচার লোভী মানুষের ? বক্ষে বেদনা বাজে,
 অর্থের তরে অপমান করে আপনার শির-তাজে !
 দুষ্ট করো না, ক্ষমা করো, ওগো প্রবীণ বনস্পতি !
 যার ছায়া পায় তারি ডাল কাটে অভাগা মন্দগতি ।

আমি দেখিয়াছি দুঃখীর তরে তোমার চোখের পানি,
 এক আল্লাহ জানেন তোমারে, দিয়াছ কি কোরবানি !
 এরা অস্ত্রান, এরা লোভী, তবু ইহাদের কর ক্ষমা,
 আবার এদের ডেকে আল্লার ঈদগাহে কর জমা ।

শপথ করিয়া কহে এ বান্দা তার আল্লার নামে,
 কোনো লোভ কোনো স্বার্থ লইয়া দাঁড়াইনি আমি বামে।
 যে আল্লা মোরে রেখেছেন দূরে সব চাওয়া পাওয়া হতে,
 চলিতে দেননি যিনি বিদ্বৈষ গ্লানিময় রাজপথে,
 যে পরম প্রভু মোর হাতে দিয়া তাঁহার নামের ঝুলি,
 মসনদ হতে নামায়ে, দিলেন আমারে পথের ধূলি,
 সেই আল্লার ইচ্ছায় তুমি ডেকেছ আমারে পাশে !—
 অগ্নিগিরির আগুন আবার প্রলয়ের উল্লাসে
 জাগিয়া উঠেছে, তাই অনন্ত লেলিহান শিখা মেলি,
 আসিতে চাহিছে কে যেন বিরাট পাতাল-দুয়ার ঠেলি !
 অনাগত ভূমিকম্পের ভয়ে দুনিয়ায় দেলা লাগে,
 দেখো দেখো শহিদান ছুটে আসে মৃত্যুর গুলবাগে !
 কে যেন কহিছে, 'বান্দা আর এক বান্দার হাত ধরো,
 মোর ইচ্ছায় ওর ইচ্ছারে তুমি সাহায্য করো,'
 তাই নবযুগ আসিল আবার। রুদ্ধ প্রাণের ধারা
 নাচিছে মুক্ত গগনের তলে দুর্মদ মাতোয়ারা।
 ভুলাইবে ভেদ, ভায়ে ভায়ে হানাহানি,
 এই নবযুগ ফেলিবে ক্লৈব্য ভীকৃতারে দূরে টানি।
 এই নবযুগ আনিবে জরার বুকে নবযৌবন,
 প্রাণের প্রবাহ ছুটিবে, টুটিবে জড়তার বন্ধন !
 এই নবযুগ সকলের, ইহা শুধু আমাদের নহে,
 সাথে এস নৌজোয়ান ! ভুলিয়া থেকো না মিথ্যা মোহে।
 ইহা নহে কারও ব্যবসার, স্বদেশের স্বজাতির এ যে,
 শোনো আসমানে এক আল্লার ডঙ্কা উঠিছে বেজে।

মোরা জনগণ, শতকরা মোরা নিরানবই জন,
 মোরাই বৃহৎ, সেই বৃহত্তের আজ নবজাগরণ।
 ক্ষুদ্রের দলে কে যাবে তোমরা ভোগবিলাসের লোভে ?
 আর দেরি নাই, ওদের কুঞ্জ ধূলি-লুপ্তিত হবে !
 আছে যাহাদের বৃহত্তের তৃষা, নির্ভয় যার প্রাণ,
 সেই বীরসেনা লয়ে জয়ী হবে নবযুগ-অভিযান।
 আল্লার রাহে ভিক্ষা চাহিতে নবযুগ আসিয়াছে,
 মহাভিক্ষুরে ফিরায়ে-না, দাও যার যাহা কিছু আছে।
 জাগিছে বিরাট দেহ লয়ে পুন সুপ্ত অগ্নিগিরি,
 তারি ধোঁয়া আজ ধোঁয়ায়ে উঠেছে আকাশ-ভুবন ঘিরি।

একি এ নিবিড় বেদনা

একি এ বিরাট চেতনা

‘জাগে পাষাণের শিরায় শিরায়, সাথে জনগণ জাগে,
হৃৎকারে আজ বিরাট : ‘বক্ষে কার পার ছোঁওয়া লাগে !
কোন মায়া ঘুমে ঘুমায়েছিলাম, বুঝি সেই অবসরে
ক্ষুদ্রের দল বৃহত্তর বৃকে বসে উৎপাত করে।
মোর অণুপরমাণু জনগণ জাগো, ভাঙো ভাঙো দ্বার,
রুদ্ধ এসেছে বিনাশিতে আজ ক্ষুদ্র অহংকার।’

শোধ করো ঋণ

আগুন জ্বলে না মাসে কতদিন হয় ক্ষুধিতের ঘরে,
ক্ষুধার আগুনে জ্বলে কত প্রাণ তিলে তিলে যায় মরে।
বোঝে না ধনিক, হোক সে হিন্দু হোক সে মুসলমান,
আল্লা যাদের নিয়ামত দেন, পাষণ তাদের প্রাণ।

কত ক্ষুধাতুর শিশুর রসনা ক্ষুদ্রকণা নাহি পায়,
মার বুক ছেড়ে গোরস্থানের মাটিতে গিয়া ঘুমায়।
যত দৌলত হাশমত-ওয়ালা হেরে তাহা পাশে থেকে,
আতর মাখিয়া পাথরের দল যেন ছায়াছবি দেখে।

ভেবেছে এমনি নিজে খেয়ে দেয়ে হইয়া খোদার খাসি
দিন কেটে যাবে ! এ সুখের দিন কভু হবে না কো বাসি।
জগতের লোভী মরিতেছে আজ আল্লার অভিশাপে,
তবুও লোভের কাঁথা জড়াইয়া লোভী সব নিশি যাপে !
একটা খাসিরে ধরিয়া যখন জবাই করে কশাই,
আর একটা খাসি তখনও দিব্যি পাতা খায়, ভয় নাই।
ভেবেছে ওদেশে হতেছে শাস্তি, তোমাদের হইবে না,
তাই শোধ করিলে না আজো সেই পরম দানীর দেনা।

আর কটা দিন বেঁচে থাকো, যাঁর ঋণ করিয়াছ, তিনি
তোমাদের প্রাণ দৌলত নিয়ে খেলিবেন ছিনিমিনি।
কী ভীষণ মার খাইবে সেদিন, বোঝো না অন্ধ জীব,
তোমাদের হাড়ে ভেলকি খেলিবে সেদিন এই গরিব।

বেতন চাহিলে শুনিতে পায় না, মনিবের রাগ হয়,
 'তিন দিন হাঁড়ি চড়ে নি কো শুনে ভাবে, একি কথা কয় !
 ঘরের পার্শ্বে লেগেছে আগুন, বোঝে না স্বার্থপর,
 আর দেরি নাই, পুড়িয়া যাইবে তাহারও সোনার ঘর।

বঞ্চিত রেখে দরিদ্রে, যারা করিয়াছে সঞ্চয়,
 দেখিবে এবার, তাঁর সঞ্চয় তার অধিকারে নয়।
 অর্থের ফাঁদ পেতে দস্যুরে ডাকিয়া আনিছে যারা,
 তাহারাই আগে মরিবে, ভীষণ শাস্তি পাইবে তারা।

উপবাস যার দিনের সাধনা নিশীথে শয়নসাথী,
 যাহারা বাহিরে গাছতলে থেকে, ঘরে জ্বলে না কো বাতি,
 তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা কি পাবে না পুরস্কার ?
 তারা তিলে তিলে মরে আনিয়াছে এবার খোদার মার।

তাদেরই করুণ মৃত্যু এনেছে ভয়াল মৃত্যু ডাকি,
 তাদের আত্মা শাস্তি পাইবে ভোগীর রক্ত মাখি।
 মানুষের মার নয় এ, রে দাদা, এ যে আল্লার মার,
 এর ক্ষমা নাই, এ নয় ধরার ভাঁড়ামি রাজবিচার।

উৎপীড়ক আর ভোগীদের আসিয়াছে রোজ-কিয়ামত
 ধূলি-রেণু হয়ে উড়ে যাবে সব ইহাদের নিয়ামত।
 এদেরি হাতের অস্ত্র কাটিবে এদেরই স্ফঙ্ক, শির,
 ইহারা মরিলে দুনিয়া হইবে স্নিগ্ধ, শান্ত, স্থির।

বাক্সের পানে চেয়ে চেয়ে চোখ ফ্যাকাশে হয়েছে বুঝি !
 বাক্স ও চাবি নেবে না উহারা, কেড়ে নেবে শুধু পুঁজি।
 খাবি খায় তবু চাবি ছাড়ে না কো ! উৎকট প্রলোভন
 মরে না কিছুতে, আত্মঘাতী তা না হয় যতক্ষণ !

আমরা গরিব, শুকায়ে হয়েছি চামড়ার আমচুর
 খামচে ধরেছে মাংসওয়ালদের ক্ষুধিত বুনো কুকুর।
 কোন বন থেকে কে জানে এসেছে নেকড়ে বাঘের দল,
 আমাদের ভয় নাই, আমাদের নাই কো গরু-ছাগল।

সামলাও মাল মালওয়ালা দেখো পয়মাল হবে সব,
উর্ধে নিত্য শুনিতেছ নাকি শকুনের কলরব ?
ধূমকেতু নয়, কোন মেথরানী হাতে মুড়ো কাঁটা লয়ে
এসেছে আকাশে ; পৃথিবী উঠেছে ভীষণ নোঙরা হয়ে ।

নোঙরা, লোভী ও ভোগী রহিবে না শুদ্ধ এ পৃথিবীতে,
এ আবর্জনা পুড়ে ছাই হবে নরকের চুল্লিতে ।
আসিছে ফিরিয়া এই বাঙলায় কাঙালের শুভদিন,
আজিও সময় আছে ধনী, শোধ করো তাহাদের ঋণ !

মোহরম

ওরে বাঙলার মুসলিম, তেরা কাঁদ ।
এনেছে এজ্জিদি বিদ্বেষ পুন মোহরমের চাঁদ ।
এক ধর্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সর্বনেশে ।
তখতের লোভে এসেছে এজ্জিদি কমবখতের বেশে !
এসেছে 'সিমার', এসেছে 'কুফার বিশ্বাসঘাতকতা,
ত্যাগের ধর্মে এসেছে লোভের প্রবল নির্মমতা !
মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিষাদ,
কাঁদে আসমান জমিন, কাঁদিছে মোহরমের চাঁদ ।
একদিকে মাতা ফাতেমার বীর দুলাল হোসেনি সেনা,
আর দিকে যত তখত-বিলাসী লোভী এজ্জিদের কেনা ।
মাঝে বহিতেছে শান্তিপ্রবাহ পুণ্য ফোরাতে নদী,
শান্তিবারির তৃষাতুর মোরা, ওরা থাকে তাহা রোধি ।
একদিকে ইসলামি ইমামের সিপাহি শান্তিরতী,
আর একদিকে স্বার্থান্বেষী হিংসুক ক্রোধমতি !
এই দুনিয়ার মৃত্তিকা ছিল তখত ঘে খলিফার,
ভেঙে দিয়েছিল স্বর্ণ-সিংহাসনের যে অধিকার,
মদগবী ও ভোগী বর্বর এজ্জিদি ধর্ম যত,
যুগে যুগে সেই সাম্য ধর্মে করিতে চেয়েছে হত ।
এই ধূর্ত ও ভোগীরাই তলোয়ারে বেঁধে কোরআন,
'আলির' সেনারে করেছে সদাই বিব্রত পেরেশান !
এই এজ্জিদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায়
হাসান হোসেনে গালি দিতে যেত মক্কা ও মদিনায় ।

এরাই আত্মপ্রতিষ্ঠা-লোভে মসজিদে মসজিদে
বক্তৃতা দিয়ে জাগাত ঈর্ষা হয় স্বজাতির হৃদে।
ঐক্য যে ইসলামের লক্ষ্য, এরা তাহা দেয় ভেঙে।
ফোরাৎ নদীর কূল যুগে যুগে রক্তে উঠেছে রেঙে
এই ভোগীদের জুলুমে ! ইহারা এজিদি মুসলমান,
এরা ইসলামি সাম্যবাদে করে রিয়াছে খান খান !
এক বিন্দুও প্রেম-অমৃত নাই ইহাদের বুকে,
শিশু আসগরে তীর হেনে হাসে পিশাচের মতো সুখে।
আপনার সুখ ভোগ ও বিলাস ছাড়া জানে না কো কিছু,
একজন বড় হতে চায়, করে লক্ষ জনেরে নিচু।

আজ্ঞা রহি শ্বেতমর্মর-প্রাসাদে মদবিলাসী,
তখত টলিলে বলে, 'দরিদ্রে মোরা বড় ভালোবাসি !'
দরিদ্রে ভালোবেসে যার ভুঁড়ি ফেপে হল ধামা বুড়ি,
শীতের দিনেও চর্বি গলিয়া পড়ে চাপকান ফুঁড়ি,
যাদের চরণ পরশ করেনি কখনো ধরার ধূলি,
যাহারা মানুষে করেছে ভৃত্য মুটে মজুর ও কুলি,
অকল্যাণের দূত তাঁরা আজ ভূত সজে পথে পথে
মৃত্যুর ভয়ে ফিরিতেছে নেমে সোনার প্রাসাদ হতে।
সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের সাম্যবাদ
যুগে যুগে এই অসুর-সেনারা করিয়াছে বরবাদ।
ফোরাৎ নদীর স্রোতধারা সম ধনসম্পদ লয়ে
দেয় না কো পিয়াসের এক ফোঁটা পানি। নির্মম হয়ে
মারে কাটে এরা বে-রহম, এরা টলে না কো কোনোদিন,
এজিদি তখত টুটেছে বলিয়া ছুটিছে শান্তিহীন।
আল্লা রসূল মুখে বলে, তাঁর ক্ষমা পায়নি ক এরা,
দেখেছে শুষ্ক দামেস্ক শুধু, দেখেনি কবা ও হেরা।
শোনেনি ইহারা আল-আরবির সাম্য প্রেমের বাণী।

আল্লা ! এরাও মুসলিম, এরা রসূলের উমত,
কেন পায়নি কো প্রেম আর ক্ষমা শান্তি ও রহমত ?
ভুল পথে নিতে চায় অন্যেরে, ভুল পথে চলে, তবু
এরা মোরা ভাই, এদেরে জ্ঞান প্রেম ও ক্ষমা দাও প্রভু !
লোভ ও অহঙ্কার ইহাদেরে করিয়াছে অজ্ঞান,
সাম্য মৈত্রী মানে না, তবুও এরা যে মুসলমান !

এদের ভুলের, মিথ্যা মোহের করি শুধু প্রতিবাদ,
 ইহাদেরই প্রেমে কাঁদি আমি, কেন এরা হল জন্মদা ?
 আমাদের মাঝে যত দ্বন্দ্ব ও মন্দ হউক ভালো,
 আল্লা ! আবার জ্বালাও প্রেমের শাস্ত মধুর আলো !
 ভালোবাসাহীন এই পৃথিবীরে আর ভালো লাগে না কো,
 আমার পরম প্রেমময় প্রভু, প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখো !
 খলিফা হইয়া মুসলিম দুনিয়ার বাদশাহি করে,
 ভৃত্যে চড়ায়ে উটের পৃষ্ঠে নিজে চলে রশি ধরে !
 খোদার সৃষ্ট মানুষের ভালোবাসিতে পারে না যারা,
 জানি না কেমনে জন-গণ-নেতা হতে চায় হয় তারা !
 ত্যাগ করে না কো ক্ষুধিতের তরে সঞ্চিত সম্পদ,
 নওয়াব বাদশা জমিদার হয়ে চায় প্রতিষ্ঠা মদ ।
 ভোগের নওয়াব আমির ইহারা, ত্যাগের আমির কই ?
 মোহরমের বিষাদ-মলিন চাঁদ পানে চেয়ে রই !

মা ফাতেমা ! কোন জান্নাতে আছ ? দুনিয়ার পানে চাহ !
 প্রার্থনা করো, দূর হোক ভায়ে ভায়ে বিদ্বৈষ দাহ !
 আমাদের মাঝে যার লোভ আছে, তাহা দূর হয়ে যাক,
 যাহারা ভ্রান্ত, আসুক তাদের সত্যপথের ডাক ।
 ফোরাতে পানি ধরার মরুতে শান্তিধারার মতো
 —না, না, তোমারি মাতৃস্নেহ-রূপে বহে অবিরত ।
 সেই পবিত্র স্নেহবন্যার দুই কূলে ভায়ে ভায়ে—
 হানাহানি করে ! তুমি কাঁদিতোছ কোন জান্নাত-ছায়ে ?
 ফোরাতে পানি রক্তিম হল, মা গো, বিদ্বৈষ-বিষে,
 কারা তীর হানে কাবার শান্তি মিনারের কার্নিশে ?
 তুমি দাও মা গো ফিরদৌস হতে দুটি ফোটা আঁখিবারি,
 তব স্নেহবিগলিত অশ্রু, মা সর্বভৃক্ষাহারী !
 তুমি নবীজির নন্দিনী, নন্দন-আনন্দ দাও,
 আল্লার কাছে ভায়ে ভায়ে পুন মিলন-ভিক্ষা চাও !
 ‘সীমার’ ‘এজিদ’ সকলের তরে কেশামতে ক্ষমা চাবে,
 আজ দুনিয়ায় ভায়ে ভায়ে কি মা রবে দূশমনি ভাবে ?
 দূর হোক এই ভাবের অভাব, ভায়ে ভায়ে এই আড়ি,
 সকলের ঘরে যাক আরবের খেজুর রসের হাঁড়ি !

অখণ্ড এক চাঁদ আজ বুঝি দুখণ্ড হয়ে যায়;
 শরিকি আসিল হয় যারা মানে লা-শরিক-আল্লায় !

কারবালা যেন নাহি আসে আর মোহরমের চাঁদে,
তাজিয়া মিছিলে একি কাজিয়ার খেলা, দেখে প্রাণ কাঁদে !
শান্তি, শান্তি, আল্লা শান্তি দাও !
সর্বদ্বন্দ্বাতীত তুমি, নাও তব প্রেমপথে নাও !

আর কত দিন?

প্রভু, আর কত দিন

তোমার প্রথম বেহেশত পৃথিবী রহিবে গ্লানি-মলিন ?
ধরার অঙ্ক পাপ-কলঙ্ক-পঙ্ক-লিপ্ত করি
বরাহ মহিষ অসুর দানব ফিরিতেছে সঞ্চরি !
অত্যাচারীর মার খেয়ে মরে তব দুর্বল জীব,
যত খুন খায় তত বেড়ে যায় লোভী ও ভোগীর জিভ !
তোমার সত্য-পথ-দ্রষ্ট হয়েছে মানুষ ভয়ে,
আত্মা আত্মহত্যা করেছে অপমানে পরাজয়ে !
মনুষ্যত্ব মুমূর্ষু আজ, ক্রৈব্য কাপুরুষতা
পঙ্কু পাষণ করেছে জীবন !—দৈন্য পরবশতা,
হীন প্রবৃত্তি, চামচিকা-সম জীবনের পোড়া ঘরে
বাঁধিয়াছে বাসা ! আশার আলোক জ্বলে না কো অন্তরে ।

প্রভু, আলো দাও, আলো !

ঘুচুক ভয়ের ভ্রান্তি, জড়তা, ঘন নিরাশার কালো !

প্রভু আর কত দিন

ধূর্তের কাছে বিশ্বাস সরলতা রবে দীন হীন ?
স্বার্থান্বেষী চতুরের কাছে 'সবর' ধৈর্য আর,
ওগো কাঙালের পরম বন্ধু, কত দিন খাবে মার ?
যত মার খায় তত তারা জপে নিত্য তোমার নাম,
আশ্রয় শুধু যাচি প্রভু তব ? চায় না জপের দাম ।
আশ্রয় দাও পূর্ণ পরম আশ্রয়দাতা স্বামী,
আশ্রয়-হীনে রক্ষিতে তব শক্তি আসুক নামি ।
শুনিয়াছি, তুমি নহ জালিমের, উৎপীড়কের নহ,
নির্যাতিত ও অসহায় যথা, তার দ্বারে জাঁগি রহ ;
ডাকিনি বলিয়া অভিমানে বুদ্ধি লও নাই প্রতিশোধ,
আপনার হাতে করেছি আপন মরুর দুয়ার রোধ ।

আর ভয় নাই, প্রভু, দ্বার খুলিয়াছি,
 আঁধারে মরেছি তিলে তিলে, যদি আঁধারে আসিয়া বাঁচি !
 তুমি কৃপা করো, ক্ষমা-সুন্দর, অপরাধ ক্ষমা করো,
 আশ্রয় দাও দুর্বলে, উৎপীড়কেরে সংহারো !
 অন্ধ বধির পথভ্রান্তে দেখাও তোমার পথ,
 আমাদের ঘিরে থাকুক নিত্য তোমার অভয়-রথ !
 পশ্চিমে তব শান্তি নেমেছে, পূর্বে নামিল কই ?
 হে চির-অভেদ ! আমরা কি তবে তোমার সৃষ্ট নই !
 যে শান্তি দাও পশ্চিমে, পূর্বে সে ভয় দাওনি প্রভু ;
 বিশ্বাস আর তব নাম লয়ে বেঁচে আছি মোরা তবু ।
 সব কেড়ে নিক অত্যাচারীরা, প্রভু গো দাও অভয়,
 বিশ্বাস আর ধৈর্য ও তব নাম—যেন সাধী রয় ।
 এই বিশ্বাসে, তোমার নামের মহিমায়—ফিরে পাব
 শান্তি, সাম্য । তব দাস মোরা তব কাছে ফিরে যাব !
 প্রেম, আনন্দ, মাধুরী ও রস পাব এই দুনিয়াতে ;
 তোমার বিরহে কাঁদিব আমরা জাগিয়া নিশীথ রাতে ।
 বলো প্রেমময়, বলো হে পরম সুন্দর, বলো প্রভু,
 অন্ধ জীবের এই প্রার্থনা মিথ্যা হবে না কভু !

তুমি বল দাও, তুমি আশা দাও, পরম শক্তিমান !
 বহু দুখ সহিয়াছি, এইবারে দাও চির-কল্যাণ ।
 সার্বজনীন লাভত্বের মিটাও মিটাও সাধ,
 তোমারি এ বাণী—দেখিব তোমার কৃপার পূর্ণ চাঁদ ।
 প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও নিত্য মোদের পর,
 পূর্ণ হউক তোমার প্রসাদে আমাদের কুঁড়েঘর ।
 আমরা কাঙাল, আমরা গরিব, ভিক্ষুক, মিসকিন,
 ভোগীদের দিন অন্ত হউক, আসুক মোদের দিন ।
 তুমিই শক্তি, ভক্তি ও প্রেম, জ্ঞান আনন্দ দাও,
 কবুল কর এ প্রার্থনা, প্রভু, কৃপা কর, ফিরে চাও !
 এক সে তোমারি ধ্যান তপস্যা আরাধনা হোক স্বামী,
 নির্ভয় হোক মানুষ, গাঙ্ক তব নাম দিবায়ামী ।
 উর্ধ্ব হইতে কে বলে 'আমিন', 'তথাস্তু' বলো, বলো,
 চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়, দেহ কাঁপে টলমল !
 সত্য হউক সত্য হউক উর্ধ্বের এই বাণী,
 দরিদ্রে দান করিতে করুণা আসিছেন মহাদানী ।

বিশ্বাস ও আশা

বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে
নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।
শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ঈমান লয়েছে কেড়ে,
পরান গিয়াছে মৃত্যুপুড়ীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে !
থাকুক অভাব দারিদ্র্য ঋণ রোগ শোক লাঞ্ছনা,
যুদ্ধ না করে তাহাদের সাথে নিরাশায় মরিও না।
ভিতরে শত্রু ভয়ের ভ্রান্তি, মিথ্যা ও অহেতুক
নিরাশায় হয় পরাজয় যার, তাহার নিত্য দুখ।

‘হয়তো কী হবে’ এই ভেবে যারা ঘরে বসে কাঁপে ভয়ে,
জীবনের রণে নিত্য তারাই আছে পরাজিত হয়ে।
তারাই বন্দি হয়ে আছে গ্লানি অধীনতা কারাগারে ;
তারাই নিত্য জ্বালায় পিশু অসহায় অবিচারে !

এরা অকারণ ভয়ে ভীত, এরা দুর্বল নির্বোধ,
ইহাদের দেখে দুঃখের চেয়ে জাগে মনে বেশি ক্রোধ।
এরা নির্বোধ, না করে কিছুই জিভ মেলে পড়ে আছে,
গোরস্থানেও ফুল ফোটে, ফুল ফোটে না এ মরা গাছে !

এদের যুক্তি অদৃষ্টবাদ, বসে বসে ভাবে একা,
‘এ মোর নিয়তি, বদলানো নাহি যায় কপালের লেখা !’
পৌরুষ এরা মানে না, নিজেদের দেয় শুধু ধিক্কার,
দুর্ভাগ্যের সাথে নাহি লড়ে মেনেছে ইহারা হার !

এরা জড়, এরা ব্যাধিগ্রস্ত, মিশো না এদের সাথে,
মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট আবর্জনা এরা দুনিয়াতে।
এদের ভিতরে ব্যাধি, ইহাদের দশদিক তমোময়,
চোখ ঝুঁজে থাকে, আলো দেখিয়াও বলে, ইহা আলো নয়।

প্রবল অটল বিশ্বাস যার নিঃস্বাস প্রস্থাসে,
যৌবন আর জীবনের ঢেউ কল-তরঙ্গে আসে,
মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত শস্যে কুসুম ফলে,
কোনো বাধা তার রুখে নাক পথ, কেবল সুস্বখে চলে।

চির-নির্ভয়, পরাজয় তার জয়ের স্বর্গ-সিঁড়ি,
আশার আলোক দেখে তত, যত আসে দুর্দিন ঘিরি।
সেই পাইয়াছে পরম আশার আলো, যেয়ো তারি কাছে,
তাহারি নিকটে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয়-কবচ আছে।

যারা বহুতের কল্পনা করে, মহৎ স্বপ্ন দেখে,
তারাই মহৎ কল্যাণ এই ধরায় এনেছে ডেকে।
অসম্ভবের অভিযান-পথ তারাই দেখায় নরে,
সর্বসৃষ্টি ফেরেশতারেও তারা বশীভূত করে।

আত্মা থাকিতে দেহে যারা সহে আত্মনির্যাতন,
নির্যাতকেরে বধিতে যাহারা করে না পরান-পণ,
তাহারা বদ্ধ জীব, পশু সম, তাহারা মানুষ নয়,
তাদেরই নিরাশা মানুষের আশা ভরসা করিছে লয়।

হাত-পা পাইয়া কর্ম করে না কুর্ম-ধর্মী হয়ে,
রহে কাদ-জলে মুখ লুকাইয়া আঁধার বিবরে ভয়ে,
তাহারা মানব-ধর্ম ত্যাগিয়া জড়ের ধর্ম লয়,
তাহারা গোরস্থান, শ্মশানের, আমাদের কেহ নয়।

আমি বলি, শোনো মানুষ ! পূর্ণ হওয়ার সাধনা করো,
দেখিবে তাহারি প্রতাপে বিশ্ব কাঁপিতেছে থরথর।
ইহা আল্লার বাণী যে, মানুষ যাহা চায় তাহা পায়,
এই মানুষের হাত পা চক্ষু আল্লার হয়ে যায় !

চাওয়া যদি হয় বৃহৎ, বৃহৎ সাধনাও তার হয়,
তাহারি দ্বারা প্রতীক্ষা করে নিত্য সর্বজয়।
অধৈর্য নাহি আসে কোনো মহাবিপদে সে সেনানির,
অটল শাস্ত সমাহিত সেই অগ্রনায়ক বীর।

নিরানন্দের মাঝে আল্লার আনন্দ সেই আনে,
চাঁদের মতন তার প্রেম জনগণ সমুদ্রে টানে !
অসম সাহস আসে বুকে তার অভয় সজ্জ করে,
নিত্য জয়ের পথে চলো সেই পথিকের হাত ধরে !

পূর্ণ পরম বিশ্বাসী হও, যাহা চাও পাবে তাই ;
তাহারে ছুঁয়ো না, সেই মরিয়াছে, বিশ্বাস যার নাই !

ডুবিবে না আশা-তরী

তুমি ভাসাইলে আশা-তরী, প্রভু, দুর্দিন ঘন ঝড়ে
 ততবার ঝড় থেমে যায়, তরী যতবার টলে পড়ে।
 তুমি যে তরীর কাণ্ডারী তার ডুববার ভয় নাই,
 তোমার আদেশে সে তরীর দাঁড় বাহি, গুন টেনে যাই।
 আসে বিরুদ্ধশক্তি ভীষণ প্রলয়-তুফান লয়ে,
 কাঁপে তরণীর যাত্রীরা কেহ নিরাশায় কেহ ভয়ে।
 নদীজল কাঁপে টলমল যেন আহত ফণীর ফণা,
 দমকে অশনি চমকে দামিনী—ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা।
 অন্ধ যামিনী, দেখিতে পাই না কাণ্ডারী তুমি কোথা?
 তোমার জ্যোতিতে অগ্রপথের দূর করো অন্ধতা!
 তোমার আলোরে আবৃত করে ভয়াল তিমির রাত্তি,
 দূর করো ভয়, হে চির-অভয়, জ্বালায়ে আশার বাতি!

হে নবযুগের নব অভিযান-সেনাদল, শোনো সবে,
 তোমরা টলিলে তুফানে তরণী আরো চঞ্চল হবে।
 এ তরীর কাণ্ডারী আল্লাহ সর্বশক্তিমান,
 বিশ্বাস রাখো তাঁর শক্তিতে, এ তাঁহার অভিযান।
 ভয় যার মনে যুদ্ধ না করে তার পরাজয় হয়,
 ভয় যার নাই মরিয়াও সেই শহিদের হয় জয়।
 অগ্রপথের সেনারা করে না পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
 জয়ী হয় তারা জীবনে, অথবা মৃত্যু করে বরণ!
 জীবন মৃত্যু সমান তাদের, ঘুম জাগরণ সম,
 এক আল্লাহ ইহাদের প্রভু, বন্ধু ও প্রিয়তম।
 আল্লাহর নামে অভিযান করি, আমাদের ভয় কোথা,
 দুবার মরে না মানুষ, তবুও কেন এ দুর্বলতা।
 ডোবে যদি তরী, বাঁচি কিবা মরি, আল্লা মোদের সাথী,
 যেখানেই উঠি তাঁর আশ্রয় পাব মোরা দিবারাতি!
 মোদের ভরসা, একমাত্র সে নিত্য পরম প্রভু,
 দুলুক তরণী, আমাদের মন নাহি দোলে যেন কভু।
 পাব কুল মোরা পাব আশ্রয়—রাখো বিশ্বাস রাখো,
 তাঁর কাছে করো শক্তি ভিক্ষা, তাঁরে প্রাণ দিয়া ডাকো।
 পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করিয়া থির করো প্রাণমন,
 দূর হবে সব বাধা ও বিঘ্ন, আসিবে প্রভঞ্জন।

হয়তো প্রভুর পরীক্ষা ইহা, ভয় দেখাইয়া তিনি
 ভয় করিবেন দূর আমাদের জ্ঞাতা একক যিনি !
 পার হইতেছি মোরা নিরাশা ও অবিশ্বাসের নদী
 ডুবিলে তরণী যদি ভয় পাই অধৈর্য আসে যদি ।
 হে নবযুগের নৌসেনা, রণতরীর নৌজোয়ান !
 আল্লারে নিবেদন করে দাও আল্লার দেওয়া প্রাণ !
 পলাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না মৃত্যুর হাত হতে,
 মরিতে হয় তো মরিব আমরা এক-আল্লার পথে ।
 পৃথিবীর চেয়ে সুন্দরতর কত যে জগৎ আছে,
 সে জগৎ দেখে যাব আনন্দধামে আল্লার কাছে ।

আমাদের কিবা ভয়—

আমাদের চির চাওয়া-পাওয়া এক আল্লাহ প্রেমময় ।

তঁার প্রেমে মোরা উন্মাদ, তঁার তেজ্জ হাতে তলোয়ার,
 মোদের লক্ষ্য চির-পূর্ণতা নিত্য সঙ্গ তঁার
 দুলুক মোদের রণতরী, যেন মন-তরী নাহি দোলে,
 যেখানেই যাই মোরা জ্ঞানি ঠাঁই পাব পাব তঁার কোলে ।
 থেমে যাবে এই দুর্যোগ-ঘন প্রলয়-তুফান ঝড়,
 • ‘কওসর-অমৃত পাব, কর আল্লাতে নির্ভর !
 মোদের অপূর্ণতা ও অভাব পূরণ করিবে সে,
 অসম্ভবের অভিযান-পথে সৈন্য করেছে যে !

তঁারি নাম লয়ে বলি, বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
 তঁার সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো ।
 তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালোবেসে, বলে আমি চলে যাই,
 তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই ।
 আর বলিব না । তারে ভালোবেসে ফিরে এসে মোরে বলো,
 কি হারাইয়া কি পাইয়াছ তুমি, কি দশা তোমার হলো ।

সকল পথের বন্ধু

হে আনন্দ-প্রেম-রস ঘন, মধুরস, মনোহর !
 একি মদিরার আবেশে নেশায় কাঁপে তনু থরথর ।

হৃদি-পদিনী নিঙাড়িয়া বঁধু—
 আনিতে চাও কি অমৃতমধু,
 উদাসীন মনে আন এ কী সুরভিত বন-মর্মর।
 ঘন অরণ্য-আড়ালে কে হাস প্রিয় জ্যোতি-সুন্দর !
 কৃষ্ণা তিথির আড়ালে আমার চাঁদ লুকাইয়াছিলে।
 আমি ভেবেছিলাম, আমি কালো, তুমি তাই প্রেম নাহি দিলে।
 বুঝি নাই, রসময়, তব খেলা
 ভয় হতো, যদি কর অবহেলা।
 বেণুকা বাজায় পথে এনে হয় কোথা তুমি লুকাইলে ?
 দেখেছি কি দেহে কাদা, অন্তরে রাখারে নাহি দেখিলে ?

তব অভিসার-পথ রুধিয়াছে কে যেন ভয়ঙ্কর।
 দিগদিগন্তে অন্ধ করেছে বাধার তুফান ঝড়।
 সীতার মতন কে যেন গো কেশ ধরে
 আঁধার পাতালে লইয়া গিয়াছে মোরে।
 জড়াইয়া যেন শত শত নাগ বিযুক্ত অজগর
 দংশেছে মোরে, বিষে জরজর !—তবু, ওগো মনোহর—

ডাকিনি তোমায়, যদি এই বিষ তব শ্রীঅঙ্গে লাগে।
 এই পঙ্ক, এ মালিন্য যদি বাধা আনে অনুরাগে।
 বলেছি, 'বন্ধু, সরে যাও, সরে যাও,
 আমার এ ক্লেশে আমারে কাঁদিতে দাও।'
 আমার দুঃখ 'লু' হাওয়ার জ্বালা না আনে গোলাপ-বাগে।
 ক্ষমা করো মোরে, ভুল বুঝিও না, যদি অভিমান জাগে।

জানি তুমি মোরে জড়ায়ে ধরেছ প্রকাশ-ব্রহ্মরূপে,
 আমার বক্ষে চেতনানন্দ হয়ে কাঁদো চুপে চুপে !
 হৃদি-শতদল কাঁপে মোর টলমল,
 মোর চোখে ঝরে তোমার অশ্রুজল !
 বক্ষে জড়ায়ে আন প্রেমলোকে, নামিয়া অন্ধকূপে,
 অমৃত স্বরূপে হে প্রিয়তম আনন্দ-স্বরূপে !

আঁধারে আলোকে যখন যে পথ টানে, তুমি থাক কাছে।
 অরণ্যপথে তব আনন্দ কুরঙ্গ হয়ে নাচে !
 আমার তীর্থ-মরু-পথে ছায়া হয়ে
 সাথে সাথে চল আঙুরের রস লয়ে,

পথে বালুকা পাখির পালক ফুল হয়ে ফুটিয়াছে।
চোখে জল, বুকে মধু বলে—“বঁধু আছে আছে, সাথে আছে !”

তোমারে ভিক্ষা দাও

বল হে পরম প্রিয়-ঘন মোর স্বামী !
আমাতে কাহারও অধিকার নাই, এক সে তোমার আমি।
ভালো ও মন্দে মধুর দ্বন্দ্ব কি খেলা আমারে লয়ে
খেলেতেছ তুমি, কেহ জানিবে না, থাকুক গোপন হয়ে !
আমারেও তাহা জানিতে দিও না, শুধু এই জানাইও,
আমার পূর্ণ পরম মধুর, মধুর তুমি হে প্রিয় !
আমার জানা ও না-জানা সর্ব অস্তিত্বের প্রভু
একা তুমি হও ! সেথা কারো ছায়া পড়ে না কো যেন কভু !
তোমার আমার পরমানন্দ ফোটে ছন্দ ও গানে,
তুমি শোনো তাহা, তুমি লঘু ; গুরুজন হাত দিক কানে !
লতার প্রলাপ গোলাপের মতো কথা মোর কেন ফোটে !
তুমি জান, কেন উষা আসে ভোরে, কেন শুকতারা ওঠে।
ঘুমে জাগরণে শয়নে স্বপনে সর্বকর্মে মম
তব স্মৃতি তব নাম যেন হয় সাথী মোর, প্রিয়তম !
নিবিড় বেদনা হইয়া আমার বক্ষে নিত্য থেকো,
ভুলিতে দিও না, আমি যদি ভুলি অমনি আমারে ডেকো।
তুমি যারে ভালো, ভাগ্যহীন সে তোমারে ভুলিয়া যায়,
তুমি কৃপা করে চাহ যার পানে, সেই তব প্রেম পায়।
তুমি যারে ডাক, পাগল হইয়া সেই ধায় তব পথে,
বাঁশি না শুনিলে বন-হরিণী কি ছুটে আসে বন হতে ?
চাঁদ ওঠে আগে, দেখে অনুরাগে চকোরি ব্যাকুলা হয়,
এত পাখি আছে, চাতকিরই কেন মেঘের সাথে প্রণয় ?
কে দিলে তাহারে মেঘের তৃষ্ণা হে রস-মধুর, বলো !
তুমি রস দিলে আঁখির আকাশ হয় জল-ছলছল।
চাঁদ যবে ওঠে, চকোর তাহার চকোরিরে ভুলে যায়,
চকোরিও ভোলে চকোরে, যখন চাঁদের সে দেখা পায়।
চাঁদের স্বপন ভুলিয়া দুজন নীড়ে কেন ফিরে আসে ?
তব লীলা ধরা পড়ে যায়, দেখে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে।

তুমি নির্গুণ নকি ? আমি দেখি গুণের অন্ত নাই,
 ভিক্ষা যাচন্যা করিতে আসিয়া শুধু তব গুণ গাই !
 ভুলে যাই আমি কি ভিক্ষা চাই, পরান কাহারে যাচে,
 খুঁজিয়া পাই না ভিক্ষার ঝুলি, চোরে চুরি করিয়াছে !
 মন হাসে, প্রাণ কাঁদে ! বলে, জানি চুরি করে কোন চোরে ।
 তোমারে যে চায় ভিক্ষা, তাহার ঝুলিটিও নাও হরে !
 যে হাতে ভিক্ষা চায়, ভিখারির সে হাত কাড়িয়া লও,
 হে মহামোনী ! কাঁদো কেন এত ? কথা কও, কথা কও !
 কত যুগ গেল, কত সে জনম শুনিনি তোমার কথা,
 এত অনুরাগ দিয়ে, বৈরাগী, কেন দিলে বধিরতা ?
 তোমারে দেখার দৃষ্টি দিলে না, দিলে শুধু আঁখি-জল,
 অশ্রু তোমার কৃপা ; তবু আঁখি হল না কি নির্মল ?
 দৃষ্টিরে কেন ফিরাইয়া দাও—তব সৃষ্টির পানে ?
 বলো, বলো, কোথা লুকাইয়া আছ সৃষ্টির কোনখানে !
 উর্ধ্বে যাব না, লহ হাত ধরে তব সৃষ্টির কাছে,
 কোথা তুমি, সেথা লয়ে যাও, এই অন্ধ ভিখারি যাচে !
 কি ভিক্ষা চায় ভিখারি তোমার, আগে থেকে রাখো জেনে,
 চাহিব যখন, হে চোর, তখন পলায়ো না হার মেনে ।
 আর কিছু নয়, চির প্রেমময়, তোমারে ভিক্ষা চাই,
 এক তুমি ছাড়া এই ভিখারির কিছুই চাওয়ার নাই !
 তব দেওয়া এই তনু মন প্রাণ মোর যাহা কিছু আছে,
 তুমি জান, কেন নিবেদন করে দিয়াছি তোমার কাছে ।
 যা-কিছু পেয়েছি, পাইতেছি যাহা, পাইব যা কিছু পরে,
 সে যে তব দান, তাই নিবেদিত থাক উহা তব তরে ।
 তোমার দানের সম্মান, প্রভু আমি কি রাখিতে পারি ?
 তব দান দাও সকলে বিলায়ে, আমারে কর ভিখারি !
 তব দান মোর কামনা ও লোভ সঞ্চিত করে রাখে,
 বঞ্চিত করে তোমার মিলনে, ঐ সবই ঘিরে থাকে !
 দান দিয়ে মোরে দিও না ফিরায়ে, হে দানী, তোমারে দাও,
 তব দান নিয়ে তব ভিখারিরে চিরতরে চিনে নাও !
 তোমারেই চাই জেনে, করিয়াছ চুরি ভিক্ষার ঝুলি,
 ধরা পড়িয়াছ মনোচোর, দাও চোখের বাঁধন ঝুলি ।

সব ভুলে যাই, কিছু মনে নাই, খেলাতেছিলে কি খেলা,
 আমারি মতন ঘুমাইতে পারে দাওনি ?
 তব নাম লয়ে সুদূর মিনারে কে ডাকিছে ভোরবেলা ?

বকরীদ

‘শহিদান’দের ঈদ এল বকরীদ !

অন্তরে চির নৌ-জোয়ান যে, তারি তরে এই ঈদ ।
 আল্লার রাহে দিতে পারে যারা আপনারে কোরবান,
 নির্লোভ নিরহঙ্কার যারা, যাহারা নিরভিমান,
 দানব-দৈত্যে কতল করিতে আসে তলোয়ার লয়ে,
 ফিরদৌস হতে এসেছে যাহারা ধরায় মানুষ হয়ে
 অসুন্দর ও অত্যাচারীরে বিনাশ করিতে যারা
 জন্ম লয়েছে চির-নির্ভীক যৌবন-মাতোয়ারা,—
 তাহাদেরি শুধু আছে অধিকার ঈদগাহে ময়দানে,
 তাহারাই শুধু বকরীদ করে জ্ঞান মাল কোরবানে ।
 বিভূতি ‘মাজেজ্জা’, যাহা পায় সব প্রভু আল্লার রাহে
 কোরবানি দিয়ে নির্যাতিতেরে মুক্ত করিতে চাহে ।
 এরাই মানব-জাতির খাদেম, ইহারাই খাকসার,
 এরাই লোভীর সাম্রাজ্যেরে করে দেয় মিস্‌মার !
 ইহারাই ফিরদৌস-আল্লার প্রেম-ঘন অধিবাসী
 তসবি ও তলোয়ার লয়ে আসি অসুরে যায় বিনাশি ।
 এরাই শহিদ, প্রাণ লয়ে এরা খেলে ছিনিমিনি খেলা,
 ভীকর বাজারে এরা আনে নিতি নব হওরোজ-মেলা !
 প্রাণ-রঙ্গীলা করে ইহারাই ভীতি-শূন্য আত্মায়,
 আপনার প্রাণ-প্রদীপ নিভায়ে সবার প্রাণ জাগায় ।
 কল্পবৃক্ষ পবিত্র ‘জৈতুন’ গাছ যথা থাকে,
 এরা সেই আসমান থেকে এসে সদা তারি ধ্যান রাখে !
 এরা আল্লার সৈনিক, এরা ‘জবিছল্লা’র সাথী,
 এদেরি আত্মত্যাগ যুগে যুগে জ্বালায় আশার বাতি ।
 ইহার সর্বত্যাগী বৈরাগী প্রভু আল্লার রাহে,
 ভয় করে না কো কোনো দুনিয়ার কোনো সে শাহনশাহে ।
 এরাই কা’বার হজ্জের যাত্রী, এদেরই দস্ত চুমি
 কওসর আনে নিষ্ঠাড়িয়া রণক্ষেত্রের মরুভূমি !
 ‘জবিছল্লা’র দোস্ত ইহার, এদেরি চরণাঘাতে
 ‘আব-জমজম’ প্রবাহিত হয় হৃদয়ের মক্কাতে ।
 ইবরাহিমের কাহিনী শুনেছ ? ইসমাইলের ত্যাগ ?
 আল্লারে পাবে মনে করা কোরবানি দিয়ে গরু ছাগ ?
 আল্লার নামে, ধর্মের নামে, মানবজাতির লাগি
 পুত্রের কোরবানি দিতে পারে, আছে কেউ হেন ত্যাগী ?

সেই মুসলিম থাকে যদি কেউ, তসলিম করি তারে,
 ঈদগাহে গিয়া তারি সার্থক হয় ডাকা আল্লারে।
 অন্তরে ভোগী, বাইরে যে রোগী, মুসলমান সে নয়,
 চোগা চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয় !
 লাখে 'বকরার' বদলে সে পার হবে না পুলসেরাত,
 সোনার বলদ ধনসম্পদ দিতে পার খুলে হাত ?
 কোরান মজিদে আল্লার এই ফরমান দেখো পড়ে
 আল্লার রাহে কোরবানি দাও সোনার বলদ ধরে।
 ইবরাহিমের মতো পুত্রে আল্লার রাহে দাও,
 নৈলে কখনো মুসলিম নও, মিছে শাফায়ৎ চাও !
 নির্যাতিতের লাগি পুত্রে দাও না শহিদ হতে,
 চাকরিতে দিয়া মিছে কথা কও—'—যাও আল্লার পথে'।
 বকরী'দি চাঁদ করে ফরয়্যাদ, দাও দাও কোরবানি,
 আল্লারে পাওয়া যায় না, করিয়া তাঁহার না-ফরমানি !
 পিছন হইতে বৃকে ছুরি মেরে, গলায় গলায় মেলো,
 করো না আত্মপ্রতারণা আর, খেলকা খুলিয়া ফেল !
 উমরে, খালেদে, মুসা ও তারেকে বকরীদে মনে কর,
 শুধু সালওয়ার পরিও না, ধর হাতে তলোয়ার ধর !
 কোথায় আমার প্রিয় শহিদান মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ ?
 (এস) ঈদের নামাজ পড়িবে, আলাদা আমাদের ময়দানে !

আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও

['ফি সাবিলিল্লাহ']

মোর পরম-ভিক্ষু আল্লার নামে চাই
 ভিক্ষা দাও গো মাতা পিতা বোন ভাই,
 দাও ভিখারিরে ভিক্ষা দাও।

মোর পরম-ডাকাত ঘরের দুয়ার-খুলি
 হরিয়া আমার সর্বস্ব সে দিয়াছে ভিক্ষাবুলি,
 তাঁর মহাদান সেই খুলি কাঁখে তুলি
 এসেছি ভিখারি, হে ধনী, ফিরিয়া চাও
 আল্লার নামে ভিক্ষা দাও।

হে ধনিক, তাঁর পাইয়াছ বহু দান,
 রত্ন মানিক ভোগ যশ সন্মান,
 তব প্রাসাদের চারিদিকে ভিখারিরা
 প্রসাদ মেগেছে ক্ষুধার অন্ন, চায়নি তোমার হীরা।
 বলো, বলো, সেই নিরন্নদের মুখে
 অন্ন দিয়াছ? কেঁদেছ তাদের দুখে?
 লজ্জা ঢাকিয়া নগ্ন দেহের তার
 মুক্তি, পেয়েছে তোমার মুক্তি-হার?

তব আত্মার আত্মীয় যার, তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায়
 কাঙালের বেশে কাঁদে তব দরজায়—
 তাড়ায় তাদের, গাল দিয়ে দরওয়ান,
 তুমিও মানুষ, কাঁদে না তোমার প্রাণ?
 হীরা মানিকের পাষণ পরিয়া তুমি কি পাষণ হলে?
 তোমার আত্মা কাঁদে না তোমার দুয়ারে মানুষ মলে?

পাওনি শান্তি, আনন্দ প্রেম—জানি আমি তাহা জানি,
 তোমার অর্থ ঢাকিয়া রেখেছে তোমার চোখের পানি!
 কাঙালিনী মার বুকে ক্ষুধাতুর শিশু
 তোমার দুয়ারে কাঁদে শোনো, ঐ শোনো।
 ভিক্ষা দাও না, রাশি রাশি হীরা মণি
 তুলে রাখ আর গোগো।

এ টাকা তোমার রবে না, বন্ধু, জানি,
 এ লোভ তোমারে নরকে লইবে টানি।
 ‘আর্শ’ আসন টলিয়াছে আল্লার
 শুনি ক্ষুধিতের কাঙালের হাহাকার।
 তাই সে পরম-ভিক্ষু ভিক্ষা চায়
 ভিখারির মারফতে তব দরজায়।
 ক্ষমা পাবে তুমি, আজিও সময় আছে,
 ভিক্ষা না দিলে পুড়িবে অগ্নি-আঁচে।
 মৃত্যুর আর দেরি নাই তব—ফিরে চাও ফিরে চাও,
 পরম-ভিক্ষু মোর আল্লার নামে—
 দরিদ্র উপবাসীরা ভিক্ষা দাও।

ওগো স্ত্রানী, ওগো শিল্পী, লেখক, কবি,
 তোমরা দেখেছ উর্ষের শশী রবি।

তোমরা তাঁহার সুন্দর সৃষ্টিরে
 রেখেছ ধরিয়া রসায়িত মন ঘিরে ।
 তোমাদের এই জ্ঞানের প্রদীপ-মালা
 করে না কো কেন কাঙালের ঘর আলা ?
 এত জ্ঞান এত শক্তি, বিলাস সে কি ?
 আলো তার দূর কুটিরে যায় না কোন সে শিলায় ঠেকি ?
 যাহারা বুদ্ধিজীবী, সৈনিক হবে না তাহারা কভু,
 তারা কল্যাণ আনেনি কখনো, তারা বুদ্ধির প্রভু ।
 তাহাদের রস দেবার তরে কি লেখনী করিছ ক্ষয় ?
 শতকরা নিরানব্বই জন তারা তব কেহ নয় ?
 এই দরিদ্র ভিখারিরা আজ অসহায় গৃহহারা
 'আলো দাও' বলে কাঁদিছে দুয়ারে—ভিক্ষা পাবে না তারা ?
 অজ্ঞান-তিমিরাক্ষকারের ইহারা বদ্ধ জীব,
 উৎপীড়কের পীড়নে পীড়িত দলিত বদনসিব ।
 তোমাদের আছে বিপুল শক্তি, কৃপণ হইয়া তবে
 কেন সহ মানুষের অপমান, মানুষ কি দাস রবে ?
 আমার পিছনে পীড়িত আত্মা অগণন জনগণ
 অসহ জুলুম যন্ত্রণা পেয়ে করিতেছে ক্রন্দন ।
 পরম-ভিক্ষু আদেশ দিলেন, ভিক্ষা চাহিতে, তাই
 এই অগণন জনগণ তরে আসিয়াছি দ্বারে, ভাই !
 ভোলো ভয়, দূর করো কৃপণতা, পাষাণে প্রাণ জাগাও,
 ভিখারির ঝুলি পূর্ণ হইবে, তোমরা ভিক্ষা দাও ।

তোমরা কি দলপতি, তোমরা কি নেতা ?
 শুনেছি, তোমরা কল্যাণকামী মহান উদারচেতা ।
 তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিব চরম আত্মদান,
 চাহিব তোমার অভিনন্দন-মালা, যশ, খ্যাতি, প্রাণ ।
 চাহিব তোমার গোপন ইচ্ছা আত্ম-প্রতিষ্ঠার,
 চাহিব ভিক্ষা তোমার সর্ব লোভ ও অহঙ্কার
 পরম ভিক্ষু পাঠায়েছে মোরে, দাও সে ভিক্ষা দাও !
 আপনার সব লোভ ও তৃষ্ণা তাঁহারে বিলায়ে দাও !
 তিনি নিরভাব, পূর্ণ ! ভিক্ষা চাহেন, এ তাঁর সাধ,
 শালুক ফুটায়ে যেমন তাহারি প্রেম-প্ৰীতি চায় চাঁদ ।
 যশ খ্যাতি আর অহঙ্কারের লোভ তাঁরে দিলে ভিখ,
 ফিরে পাবে তাঁর মহাদান, হবে মহা-নেতা নির্ভীক !

নিজেরা আত্মত্যাগ করে মহাত্যাগের পথ দেখাও !
ভিক্ষা চাহে এ ভিখারি, ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও !

তুমি কে ? তুমি মদেন্দ্রমণ্ড মানবের যৌবন,
তুমি বারিদের ধারাজল, মহাগিরির প্রস্রবণ ।
তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ, তুমি ছন্দ মূর্তিমান,
তুমিই পূর্ণ প্রাণের প্রকাশ, রুদ্রের অভিযান !
যুগে যুগে তুমি অকল্যাণেরে করিয়াছ সংহার,
তুমি বৈরাগী, বন্ধুর প্রিয়া ত্যজি ধর তলোয়ার !
জরাজীর্ণের যুক্তি শোন না, গতি শুধু সম্মুখে,
মৃত্যুরে প্রিয় বন্ধুর সম জড়াইয়া ধর বুকো ।
তোমরাই বীর সন্তান যুগে যুগে এই পৃথিবীর,
হাসিয়া তোমরা ফুলের মতন লুটায়েছ নিজ শির ।
দেহেরে ভেবেছ ঢেলার মতন, প্রাণ নিয়ে কর খেলা,
তোমরাই রক্তে যুগে যুগে আসে অরুণ-উদয়-বেলা ।
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে আঁখি ভরে ওঠে জনে,
তোমরা যে পথে চলো, কেঁদে আমি লুটাই সে পথতলে ।
তোমাদেরই প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে এসেছি ভিখারি আমি,
ভিক্ষা চাহিতে পাঠাল সর্ব-জাতির পরম স্বামী ।
তোমরা শহিদ, তোমরা অমর, নিতি আনন্দধামে
তোমরা খেলিবে, তোমাদের তরে তাঁর কৃপা নিতি নামে ।
তোমরাই আশা-ভরসা জাতির, স্বদেশের সেনাদল,
তোমরা চলিলে, আনন্দে ধরা কেঁপে ওঠে টলমল ।
তোমরা প্রবাহ, তোমরা শক্তি, তোমরা জীবনধারা,
তোমাদেরই স্রোত যুগে যুগে ভাঙে সব বন্ধন-কারা ।

তুমার হইয়া কেন আছ আজও, আগুন ওঠেছে জ্বলে
দিক দিগন্ত কাঁপাইয়া, ছুটে এসো সবে দলে দলে ।
তোমরা জাগিলে ঘুচে যাবে সব ক্লেশ ও অবসাদ,
পরম-ভিক্ষু এক আল্লার পুরিবে সেদিন সাধ ।
আর কেহ ভিখ দিক বা না দিক তোমরা ভিক্ষা দাও,
সাম্য শান্তি আসিবে না, যদি তোমরা ফিরে না চাও ।
নহি নেতা, রাজনৈতিক, প্রেম-ভিক্ষা আমার নীতি,
পৃথিবী স্বর্গ, পৃথিবীতে ফের জাগুক স্বর্গ-প্রীতি ।
অসম্ভবেরে সম্ভব-করা জাগো নব-যৌবন !
ভিক্ষা দাও গো, এ ধরা হউক আল্লার গুলশন ।

একি আল্লার কৃপা নয়?

একি আল্লার কৃপা নয়?

একি তাঁর সাহায্য নয়?

যেথা ছিল শুধু পরাজয় ভয়, সেখানে পাইলে জয় !
রক্তের স্রোত বহাতে যাহারা এসেছিল এই দেশে,
ধরেছে তাঁদের টুটি টিপে আজ তাঁর অভিশাপ এসে !
আল্লার আশ্রয় চেয়ে, আল্লার শক্তিতে আজ
তোমরা পেয়েছ আশ্রয় আর তারা পাইতেছে লাজ ।
লোভ আর ভোগ চাহে যারা, নাই তাদের ধর্ম জ্ঞাতি,
তাহাদের শুধু এক নাম আছে, রাক্ষস বলে খ্যাতি !
হুঁক হিন্দু, হোক খ্রিস্টান, হোক সে মুসলমান,
ক্ষমা নাই তার, যে আনে তাহার ধরায় অকল্যাণ !
জুলুম যে করে শক্তি পাইয়া, দানব সে, সে অসুর,
আল্লার মার পড়ে তারে করে দুনিয়া হইতে দূর ।
তাহাদেরই তরে দোষে নরকে ভীষণ অগ্নি জ্বলে,
দলিছে যাহারা তাঁহারা সৃষ্টি মানুষেরে পদতলে !
সকল জাতির সব মানুষের এক আল্লাহ সেই,
তাঁর সৃষ্টির বিচার করার কারো অধিকার নেই !
আমরা নিত্য চেষ্টা করিব চলিতে তাঁহারি পথে,
করিব না ভয়, আসুক আঘাত শত শত দিক হতে ।

নির্যাতিতের আল্লাহ তিনি, কোনো জাতি নাই তাঁর,
যুগে যুগে মারে উৎপীড়কেরে তাঁহার প্রবল মার ।
তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আল্লার ফরমান ।

দূর করো লোভ, ক্ষুদ্র অহঙ্কার,
ফেলিয়া দিও না, পাইয়াছ হাতে আল্লার তলোয়ার ।
দূর করে দাও সন্দেহ, দুর্বলের অবিশ্বাস,
সমুখে জাপুক পরম সত্য আল্লার উল্লাস !
খানিক পেয়েছ, মানিক পাওনি, দেরি নাই, তাও পাবে,
তাঁর জ্যোতি চির-অভয়ের পথে নিত্য লইয়া যাবে !
চারিদিক হতে ঘিরিয়া আসিছে হের অগ্নির ঢেউ,
যারা তাঁর পথে রহিবে, তাঁদের মারিবে না কভু কেউ !
শুধু তাহারাই রক্ষা পাইবে ! সাবধান, সাবধান !

মহাযুদ্ধের রূপে আসিয়াছে তাঁর শেষ ফরমান !
 তাঁর শক্তিতে জয়ী হবে, লয়ে আল্লার নাম, জাগো !
 ঘুমায়ে না আর, যতটুকু পার শুধু তাঁর কাছে লাগো !
 অন্তরে তব উঠুক বলসি আল্লার তলোয়ার,
 ভিতরের ভয় ঘুচিলে আসিবে এই হাতে আরবার !
 কোনো ব্যক্তির করিও না পূজা, এক তাঁর পূজা কর,
 রাজনীতি নয় মুক্তির পথ, এক তাঁর পথ ধর !
 মানুষের লোভ বাড়িয়ে দিও না, তার জয়ধ্বনি করে,
 মানুষেরে ত্রাতা ভাবিলে অমনি আল্লাহ যান সরে !
 তিনিই সর্বকল্যাণদাতা, সর্ব বিপদত্রাতা,
 তিনি দিশা দেন সহজ পথের, তিনিই সর্বজ্ঞাতা !

তাঁর দেওয়া কৃপা-শক্তির চেয়ে, ভাই,
 মানবের জ্ঞানে দানব মারার কোনো সে শক্তি নাই।
 চুক্তিতে আর যুক্তিতে কভু মানুষ বন্ধ হয় ?
 তিনি প্রেম দিলে ত্রিভুবন হয় সাম্য শান্তিময় !
 আমি বুঝি না কো কোনো সে 'ইজ্জম' কোনোরূপ রাজনীতি,
 আমি শুধু জানি, আমি শুধু মানি, এক আল্লার প্রীতি !
 ভেদ-বিভেদের কথা বলে যারা, তারা শয়তানি চেলা,
 আর বেশি দিন নাই, শেষ হয়ে এসেছে তাদের খেলা !
 থাকি কি না-থাকি এই দুনিয়ায়, তোমরা থাকিয়া দেখো,
 সেদিন সত্য হয় যদি তাঁর এই বান্দার কথা,
 ঘুচে যাবে মোর চিরজন্মের সকল দুঃখ-ব্যথা।
 মানুষ আবার তাঁর প্রেমে নেয়ে চিরপবিত্র হোক !
 জিনের দুনিয়া লভুক আবার জাম্মাতের আলোক !

মহাত্মা মোহসিন

সালাম লহ, হে মহাত্মা মোহসিন !
 ইতিহাসে নয়, মানব-হৃদয়ে তব নাম চিরদিন
 প্রেমশ্রদ্ধা-লেখা রবে প্রিয় আত্মীয় স্মৃতি-সম,
 মানবাত্মার নিত্য বন্ধু, মহাত্মা নিরুপম !

সারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ধরায় মানব-জন্ম লয়ে
মানুষ যাহারা হলো না, বেড়ায় ভোগেশ্বর্য বয়ে,
যাহারা রক্ত-মাংস মেদ ও মজ্জা বৃদ্ধি করে
পেল না শাস্তি রস আনন্দ, পশু-সম গেল মরে,
সুন্দর সেই সৃষ্টির যারা ইঙ্গিত বুঝিল না,
বশিক-বুদ্ধি আত্মার বিনিময়ে নিল রূপা সোনা,
রূপ-ভোগী নর প্রেম চাহিল না, যে প্রেম রূপের প্রাণ,
আত্মা মলিন হয়ে গেল শোকে না পেয়ে আত্মদান।
মেঘবারি, নদীজল থাকিতেও, কাদা-জল যারা খায়,
মদপায়ী হয়, মৌচাকে এত মধু থাকিতেও, হয় !
পথভ্রষ্ট সেই মানুষেরে তুমি পথ দেখাইলে,
রাজেশ্বর্য বিলায়ে, ভিক্ষু, ভিক্ষা-পাত্র নিলে !
ভিক্ষা-পাত্র প্রেম-অমৃত পূর্ণ করিয়া তুমি
সিদ্ধ করিলে আত্মার কাবা, দারিদ্র্য-মরুভূমি।

কোন আনন্দ-প্রেয়সীরে পেয়ে; হে চির-ব্রহ্মচারী !
মিটিল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন রস-বারি ?
মোহম্মদের তত্ত্ব তুমিই শিখালে ভারতে আসি,
ষড়েশ্বর্য পেয়ে মুসলিম বৈরাগী সম্ম্যাসী।

অর্থ তখনি বাধা হয় শুভ পরমার্থের পথে,
সে অর্থ যদি বঞ্চিত হয় পরার্থে ব্যয় হতে।
তখনি অর্থ আনে অনর্থ সুন্দর পৃথিবীতে,
তখনি অসুর দানব-জন্ম লভে মানবের চিতে।
স্বর্ণ হীরক মানিক মুক্তা তখনি মুক্তি পায়
মানুষের লোভ-বাসনা যখন তাদেরে নাহি জড়ায়।
অলঙ্কারের রূপে যবে মণি-মুক্তা বন্দী হয়,
অহঙ্কারীর প্রাসাদে তখনি প্রবেশ করে প্রলয়।

রৌপ্য স্বর্ণ, কণ্ঠ বাহু ও চরণ জড়িয়ে কই—
“কাঁদিতে আসি গো, বাঁধিতে আসা তো মোদের ধর্ম নহে;
মোরা পৃথিবীর জমাট রক্ত, মোরা বিধাতার দান;
মোদেরে গলায়ে বিলাইয়া দাও, মুমূর্ষু পাবে প্রাণ।”
হে দ্রষ্টা, তুমি অচেতন জড় ঐশ্বর্যের বুকে
দেখেছিলে কোন চৈতন্যের জ্যোতি যেন মহা দুখে

লোভীর পরশে গভীর বিষাদে পাষণ হইয়া আছে ;
মুক্তি তাদেরে দিলে দান করি ক্ষুধিত জনের কাছে !

দশ লাখ টাকা থেকে দশ টাকা দিয়ে দাতা হয় যারা,
কারে বলে দান, তব দান দেখি শিখে যায় যেন তারা ।
যারা দান করে, আপনারে তারা নিঃশেষে দিয়ে যায় ;
মেঘ বরে যায়, ভাবে না তাহার বিনিময়ে সে কি পায় ।
প্রদীপ নিজে তলে তলে দাহ করে দেয় নিজ প্রাণ,
প্রদীপই জানে, কি আনন্দ দেয় তারে এই মহাদান ।
যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়,
বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয় ।
তুমি আল্লার সৃষ্টির দিয়ে আল্লার নিয়ামত
তাহার দানের সম্মান রাখিয়াছ, ওগো হজরত !

পরমার্থের মধু-মাখা তব অর্থ যাহারা পায়,
জিজ্ঞাসা করি, তোরা কি তোমার মতো প্রেমে গলে যায় ?
ব্যর্থ হয়নি তব দান জানি, তোমার প্রেমের ডেউ
এনেছে শক্তি-বন্যা বঙ্গে হয়তো, জানে না কেউ ।
যারা জাগৃত-আত্মা, তারাই করে যে আত্মদান,
তাহাতেই এই পৃথিবী পেয়েছে স্বর্গের সম্মান ।
সৃষ্টির যারা সখা তাহারাই রাখে সৃষ্টির নাম,
সেই মহাত্মা তুমি মোহসিন, লহ আমার সালাম !

মোহসিন সুরণে

[গান]

সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু হে মোহসিন !
এ যুগে তুমিই শোধ করিয়াছ এক আল্লার ঋণ ॥

ভাগ করনি কো বিপুল বিস্ত পেয়ে,
ভিখারি হইলে শুধু আল্লারে চেয়ে,
মহাধনী হলে আল্লার কৃপা পেয়ে,
দুনিয়ায় তাই রছিলে কাঙাল দীন ॥

মানুষের ভালোবাসায় পাইলে আল্লার ভালোবাসা,
 সৃষ্টির তরে কাঁদিয়া, পুরালে তব সৃষ্টির আশা।
 তব দান তাই ফুরায়ে নাহি ফুরায়,
 বিস্ত হইল নিত্য এ দুনিয়ায়,
 শিখাইয়া গেলে, মুসলিম তারে কয়
 অর্থ যাহারে কিনিতে পারে না, যে নহে লোভ-মলিন ॥

এক আল্লাহ ‘জিন্দাবাদ’

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ ;
 আমরা বলিব, ‘সাম্য, শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।’
 উহারা চাহুক সঙ্কীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
 আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ।

উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহিদি দর্জা চাই ;
 নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই !
 ওরা মরিবে না, যুদ্ধ বাঁধিলে লুকাইবে ওরা কচু-বনে,
 দস্তনখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে।

ওরা নিজীব, জিব নাড়ে তবু শুধু স্বার্থ ও লোভবশে,
 ওরা ‘জিন’ প্রেত, যক্ষ, উহারা লালসার পাকে মুখ ঘষে।
 মোরা বাঙলার নবযৌবন, মৃত্যুর সাথে সঞ্চরি,
 উহাদেরে ভাবি মাছি পিপীলিকা, মারি না কো তাই দয়া করি।

মানুষের অনাগত কল্যাণে উহারা চির-অবিশ্বাসী,
 অবিশ্বাসীরাই শয়তানি-চেলা ব্রাস্ত-দ্রষ্টা ভুল-ভাষী।
 ওরা বলে, হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি।
 মোরা বলি, হবে আস্তিক, হবে আল্লা-মানুষে জ্ঞানাজ্ঞানি !

উহারা চাহুক অশান্তি ; মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাঁহার,
 ভূতেরা চাহুক গোর ও শূশান, আমরা চাহিব গুল-বাহার !
 আজি পশ্চিম পৃথিবীতে তাঁর ভীষণ শান্তি হেরি মানব
 ফিরিবে ভোগের পথ হতে ভয়ে, চাহিবে শান্তি সাম্য সব।

হতুমপ্যাচার্য কহিছে কোটরে, হইবে না আর সূর্যোদয়,
কাকে তার টাকে ঠোকরাইবে না, হোক তার নখ চক্ষু ক্ষয়।
বিশ্বাসী কভু বলে না এ কথা, তারা আলো চায়, চাহে জ্যোতি,
তারা চাহে না কো এই উৎপীড়ন এই অশান্তি দুর্গতি।

তারা বলে, যদি প্রার্থনা মোরা করি তাঁর কাছে একসাথে,
নিত্য ঈদের আনন্দ তিনি দিবেন ধূলির দুনিয়াতে।
সাত আসমান হতে তারা সাত-রঙা রামধনু আনিতে চায়,
আল্লা নিত্য মহাদানী প্রভু যে যাহা চায় সে তাহাই পায়।

যারা অশান্তি দুর্গতি চাহে, তারা তাই পাবে, দেখো রে ভাই,
উহারা চলুক উহাদের পথে, আমাদের পথে আমরা যাই !
ওরা চাহে রাক্ষসের রাজ্য, মোরা আল্লার রাজ্য চাই,
দ্বন্দ্ব-বিহীন আনন্দ-লীলা এই পৃথিবীতে হবে সদাই।

মোদের অভাব রবে না কিছুই, নিত্যপূর্ণ প্রভু মোদের,
শকুন শিবার মতো কাড়াকাড়ি করে শব লয়ে—শব ওদের !
আল্লা রক্ষা করুন মোদেরে, ও পথে যেন না যাই কভু,
নিত্য পরম-সুন্দর এক আল্লাহ আমাদের প্রভু।

পৃথিবীতে যত মন্দ আছে, তা ভালো হোক, ভালো হোক ভালো ;
এই বিদ্বৈশ-আঁধার দুনিয়া তাঁর প্রেমে আলো হোক, আলো !
সব মালিন্য দূর হয়ে যাক সব মানুষের মন হতে,
তাঁহার আলোক প্রতিভাত হোক এই ঘরে ঘরে পথে পথে।

দাক্ষা বাঁধায়ে লুট করে যারা, তারা লোভী, তারা গুণদল,
তারা দেখিবে না আল্লার পথ চিরনির্ভয় সুনির্মল।
ওরা নিশিদিন মন্দ চায়, ওরা নিশিদিন দ্বন্দ্ব চায়,
ভূতেরা শ্রীহীন ছন্দ চায়, গলিত শবের গঙ্গ চায় !

তাড়ায়ে ওদের দেশ হতে মেরে আল্লার অনাগত সেনা,
এরাই বৈশ্য, ফসল শস্য লুটে খায়, এরা চির-চেনা।
ওরা মাকড়সা, ওদের ঘরের ঘেরোয়াতে কভু যেয়ো না কেউ,
পোড়ো ঘরে থাকে জাল পেতে, ওরা দেখেনি প্রাণের সাগর-ঢেউ।

বিশ্বাস কর এক আল্লাতে প্রতি নিঃশ্বাসে দিনে রাতে,
হবে 'দুলদুল'—আসওয়ার পাবে আল্লার তলোয়ার হাতে !
আলস্য আর জড়তায় যারা ঘুমাইতে চাহে রাত্রিদিন,
তারা চাহে না চাঁদ ও সূর্য, তারা জড় জীব গ্লানি-মলিন !

নিত্য সজীব যৌবন যার, এস এস সেই নৌ-জোয়ান,
সবক্ৰৈব্য করিয়াছে দূর তোমাদেরই চির-আত্মদান !
ওরা কাদা ছুঁড়ে বাধা দেবে ভাবে—ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ,
মোরা ফুল ছুঁড়ে মারিব ওদের, বলিব—“আল্লা জিন্দাবাদ !”

গোঁড়ামি ধর্ম নয়

শুধু গুণামি ভণ্ডামি আর গোঁড়ামি ধর্ম নয়,
এই গোঁড়াদের সর্বশাস্ত্রে শয়তানি চেলা কয়।
এক সে সৃষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু
একের অধিক সৃষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।
তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরিকী স্বত্ব আনে,
তার বিচারক এক সে আল্লা—লিখিত আল-কোরানে।
মানুষ তাহার বিচার করিতে পারে না, নরকে তারে
অথবা স্বর্গে কোন মানুষের শক্তি পাঠাতে পারে ?
‘উপদেশ শুধু দিবে অজ্ঞানে’—আল্লার সে হুকুম,
নিষেধ কোরানে—বিধর্মী পরে করিতে কোনো জুলুম।
কেন পাপ করে, ভুল পথে যায় মানবজন্ম লয়ে,
কেন আসে এই ধরাতে জন্ম-অঙ্ক পঙ্গু হয়ে,
কেন কেহ হয় চিরদরিদ্র, কেহ চিরধনী হয়,
কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারো জীবন শাস্তিময় ?

কোন শাস্ত্রী বা মৌলানা, বলো, জেনেছে তাহার ভেদ ?
গাধার মতন রয়েছে ইহারা শাস্ত্র কোরান বেদ !
জীবনে যে তাঁরে ডাকেনি কো, প্রভু ক্ষুধার অন্ন তার
কখনো বন্ধ করেননি কেন, কে করে তার বিচার ?
তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।

তাঁহার চন্দ্র সূর্যের আলো করে না ধর্মভেদ,
 সর্বজাতির ঘরে আসে, কই আনে না তো বিচ্ছেদ !
 তাঁর মেঘবারি সব ধর্মীয় মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
 তাঁহার অগ্নি জ্বল বায়ু বহে সকলের সেবা করে ।
 তাঁর মৃত্তিকা ফল ফুল দেয় সর্বজাতির মাঠে,
 কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে ?
 কোনো 'ওলি' কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গাম্‌শ্বর,
 অন্য ধর্মে, দেয়নি কো গালি,—কে রাখে তার খবর ?
 যাহারা গুণ্ডা, ভণ্ড, তারাই ধর্মের আবরণে
 স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে ।
 জাতিতে জাতিতে ধর্ম ধর্মে বিদ্বেষ এরা আনি
 আপনার পেট ভরায়, তখত চায় এরা শয়তানী ।
 ধর্ম-আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত,
 বলে এরা, হয়ে মন্ত্রী, করিবে স্বধর্মীদের হিত ।
 এরা জমিদার মহাজ্ঞান ধনী নওয়াবি খেতাব পায়,
 কারো কল্যাণ চাহে না ইহারা, নিজ কল্যাণ চায় ।
 ধনসম্পদ এত ইহাদের, করেছে কি কভু দান ?
 আশ্রয় দেয় গরিবে কি কভু এদের ঘর দালান ?
 ধর্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিযাক্ত করে দেশ,
 এরা বিযাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে কর সব শেষ ।
 নাই পরমত-সহিস্কৃত সে কভু নহে ধার্মিক,
 এরা রাক্ষস-গোষ্ঠী ভীষণ অসু-দৈত্যধিক ।
 উৎপীড়ন যে করে, নাই তার কোনো ধর্ম ও জাতি,
 জ্যোতির্ময়ের আড়াল করেছে, এরা আঁধারের সাথী !
 মানবে মানবে আনে বিদ্বেষ কলহ ও হানাহানি,
 ইহারা দানব, কেড়ে খায় সব মানবের দানাপানি ।
 এই আক্ষেপ জেনো তাহাদের মৃত্যুর যন্ত্রণা
 মরণের আগে হতেছে তাদের দুর্গতি লাঞ্ছনা ।
 এক সে পরম বিচারক, তাঁর শরিক কেহই নাই,
 কাহারে শাস্তি দেন তিনি, দেখো দুদিন পরে তা, ভাই !
 মোরা দরিদ্র কাঙাল নির্ধারিত ও সর্বহারা,
 মোদের ভাস্ত্র দ্বন্দ্বের পথে নিতে চায় আজ যারা
 আনে অশান্তি উৎপাত আর খোঁজে স্বার্থের দাঁও,
 কোরানে আল্লা এদেরই কন—'শাখা-মৃগ হয়ে যাও' ।

জোর জমিয়াছে খেলা

জোর জমিয়াছে খেলা
 ক্যালকাটা মাঠে সহসা বিকাল বেলা।
 এই জনগণ-অরণ্যে যেন বহিত না প্রাণবায়ু,
 শিখিল হইয়া ছিল যেন সব স্নায়ু !
 সহসা মৌন অরণ্যে আজ উঠেছে প্রবল ঝড়,
 ভিড় করে পাখি নীড় ছেড়ে করে কোলাহল-মর্মর।
 জমাট হইয়া ছিল সাগরের জল,
 সহসা গলিয়া ছুটিল স্রোতের ঢল।
 ময়দানে জোর ভিড় জমিয়াছে বড় ছোট মাঝারির,
 স্বদেশি বিদেশি লোভী নির্লোভ হেটো মেঠো বাজারীর।
 এই দিকে 'রাজী' ও-দিকে 'নারাজী' দল,
 স্টেটারে পড়ে আছে 'ভারতের স্বাধীনতা' ফুটবল !
 'রাজী' জয়ী হবে বলে ব্যক্তি রাখে মজুর ও বিড়িওয়ালা,
 কেল্লার ধারে জমায়েত হয়ে বাঁধা রেখে ঘটি থালা।
 কাহার কেল্লা ফতে হবে সবে কয়,
 'রাজী'রা খেলিতে জানে, উহারাই জয়ী হবে নিশ্চয়।
 'গ্যালারি' ভর্তি মধ্যবিত্ত আধা-বড়লোক যত,
 ছাতা উচাইয়া 'রাজী'দের জয়-ধ্বনি করে অবিরত।
 'নারাজী' দলের 'সাপোর্টার' যত কোট প্যান্ট চাপকান,
 সংখ্যায় সাত কুড়ি, তবু তিন হাত তুড়ি লাফ খান !
 এরা খায় বিড়ি, ওরা খায় সিগারেট,
 এরা খায় চানাচুর ও বাদাম, ওরা চপ কাটলেট !

জোর জমিয়াছে খেলা,
 বুট-পরা পায়ে ফুটবলে লাখি মারে, হুল্লোড় মেলা !
 খাইয়া 'ফাউল-কারী' 'নারাজী'রা কেবল ফাউল করে,
 রেফারিকে দেয় কাফেরি ফতোয়া যদি সে ফাউল ধরে !
 'শেম' 'শেম' বলে জনগণ, হ্যাটুয়ারা দেয় হ্যাটে তালি,
 খেলিতে পারে না, ফেলিতে পারে না ঠেলা দিয়ে, দেয় গালি।
 কোন দল জেতে কোন দল হারে, উঠিয়াছে কোন্দল,
 'নারাজী'র দিকে বুড়োরা, 'রাজী'র জোয়ান নতুন দল।
 উঠেছে হট্টগোল
 ঐ দিল—গোল, গোল !

মটকুর নানা দেড় চোখ কানা, ঝুড়ি তুলে মারে কিক,
লুঙ্গি ধরে চলে 'রাজী'রা এবার গোল দিল দেখো ঠিক !
'নারাজী'রা হল যেন আলু-ভাজি, করে শুধু হ্যান্ডবল,
যত গোল খায় তত গোলমাল করে তারা অবিরল !
কবুতর ওড়ে, মোগলী লস্ফ মারে বগলের ছাতা,
'জয় রাজী' বলে ওড়ায় রঙিন কুচি কাগজের পাতা ।

খেলা জমিয়াছে জোর,
'নারাজী'রা রাগে, 'রাজী'রা ততই হাসিয়া করে স্ফোর !
'নারাজী'র দলে বিদেশি খেলুড়ী, 'রাজী'র দেশের ছেলে,
'রাজী'রা পায়ের জোরে খেলে, 'নারাজী'রা গার জোরে ঠেলে ।

আজও খেলা শেষ হয় নাই ময়দানে,
'হাফটাইমের' আগেই কে গোল খেয়েছে সবাই জানে ।

এরি মাঝে আসিয়াছে ঘনঘটা ক্রুদ্ধ আকাশ ঘিরে,
কারা যেন ক্রোধে নীল আসমান বিজলী-নখরে চিরে !
বাজে বাদলের মাদল ঝাঁজর মৃদঙ্গ গুরুগুরু,
মাথার উপরে ছাতার তাম্বু, বৃষ্টি হয়েছে শুরু !
দর্শক দ্যাখে, ঐক্যেবৈকে পড়ে মাঠে কারা পিছলায়ে,
'রাজী' দল ছোটো তীরের মতন চাকা-বাঁধা যেন পায়ে ।

খেলা জোর জমিয়াছে ;
দর্শক সব এবার এসেছে দড়ির কাছে ।
বৃষ্টি নেমেছে, এবার দৃষ্টি প্রখর কর রে দাদা,
কার দিকে কত হয় সে ফাউল, কে ছিটায় কত কাদা ।

খেলা দেখ, দেখ খেলা,
'রাজী' কি 'নারাজী' জয়ী হল, বেলো তোমরাই সাঁঝ-বেলা !
কবুতরগুলি ফেরে নাই ঘরে, ঘুরিছে মাথার পর,
কাহারা জিতিল, দেশে দেশে গিয়া শুনাবে খোশখবর !

বোমার ভয়

বোমার ভয়ে বৌ, মা, বোন, নেড়ি রি গঁড়রি লয়ে
দিখিদিকে পালায় ভীক মানুষ মৃত্যুভয়ে !

কোনখানে হয় পালায় মানুষ, মৃত্যু কোথায় নাই?
 পলাতকের দল ! বলে যাও সে দেশ কোথায় ভাই?
 মানুষ মরে একবার, সে দুবার মরে না কো,
 হয় রে মানুষ ! তবু কেন মৃত্যুর ভয় রাখ !
 আরেক দেশে পালিয়ে তোমার মৃত্যুভয় কি যাবে ?
 মৃত্যু-ভ্রান্তি দিবানিশি তোমায় ভয় দেখাবে !
 না মরিয়া বীরের মতো মৃত্যু আলিঙ্গিয়া,
 তিলে তিলে মরে ভীকু যে যন্ত্রণা নিয়া,
 সে যাতনার চেয়ে বোমার আগুন স্নিগ্ধ আরো !
 মরণ আসে বন্ধু হয়ে, মরণে যদি পারো
 তেমন মরণ। দেখবে সেদিন সবে,
 পৃথ্বী হবে নতুন আবার মৃত্যু-মহোৎসবে।

* * *

আল্লাহ্ ভগবানের আমরা যদি আশ্রয় পাই,
 সেই সে পরম অভয়াশ্রমে মৃত্যুর ভয় নাই !
 যেতে পার তাঁর কাছে ছুটে তুমি প্রবল তৃষ্ণা লয়ে ?
 তাঁহারে ছুঁইলে ছোঁবে না তোমারে কখনো মৃত্যুভয়ে !
 সেখানে যাওয়ার ট্রেন কোন ইন্সটিশনে সে পাওয়া যায় ?
 সে প্লাটফর্ম দেখেছ কি কভু ? দেখনি কো তুমি, হয় !
 যেখানেই তুমি পালাও, মৃত্যু সাথে সাথে দৌড়াবে !
 জানিয়াও কেন অকারণে মৃত্যুর ভয়ে খাঁচি খাবে ?
 দেখেছি ভীষণ মানুষের স্রোত ভীষণ শাস্তি সয়ে,
 চলেছে অজানা অরণ্যে যেন ভীতি-উন্মাদ হয়ে !
 পুরুষের রূপে দেখেছি বৌমা করে কোণ ঠাসাঠাসি,
 আট্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া বাস্ত্র বোঁচকা পোঁটলা রাশি !
 যাহারা যাইতে পারিল না, পড়ে রহিল অর্থাভাবে,
 সঞ্চিত নাই অর্থ, কোথায় ক্ষুধার অন্ন পাবে ?
 তাহাদের কথা ভাবিল না কেউ, ধরিল না কেহ হাতে
 কেহ বলিল না, 'মরণে হয়তো এস মরি এক সাথে !'
 কেহ বলিল না, 'কেন পলাইব, এস দল বেঁধে রই,
 সংঘবদ্ধ হইয়া আমরা এস সৈনিক হই !'
 ক্ষুদ্র অশ্রু লয়ে কি করিয়া যুদ্ধ করিছে চীন ?
 অশ্রু ধরিতে পারে না, যাহারা অস্তরে বলহীন।
 যাহারা নির্যাতিত মানবেরে রক্ষা করিতে চায়,
 আকাশ হইতে নেমে আসে, হাতে অশ্রু তারাই পায় !

বোমার ভয় এ নহে, ইহা ক্লীব ভীকর মৃত্যুভয়,
 ইহারা ধরার বোঝা হয়ে আছে, ইহারা মানুষ নয়।
 যে দেশে তাদের জন্ম সে দেশ ছেড়ে এরা পরদেশে
 কেমন করিয়া খায় দায়, মুখ দেখায়, বেড়ায় হেসে ?
 অর্থের চাকচিক্য দেখায়, হায় রে লজ্জাহীন,
 ইহাদেরই শিরে বোমা যেন পড়ে; ইহারা হোক বিলীন !
 বোমা দেখেনি কো, শব্দ শোনেনি, শুধু তার নাম প্রেমে
 এদের সর্ব অঙ্গ ব্যাকুল হইয়া উঠিছে ঘেমে !
 জীবন আর যৌবন যার আছে, সেই সে মৃত্যুহীন,
 গোরস্থানের শ্মশানের ভূত যারা ভীক যারা দীন !
 কেন বেঁচে আছে এরা পৃথিবীরে ভারাক্রান্ত করে ?
 ইহাদের শিরে পড়ে যেন যদি বোমা কোনদিন পড়ে !

নৌ-জোয়ানরা এস দলে দলে বীর শহিদন সেনা ;
 তোমরা লভিবে অমর-মৃত্যু, কোনো দিন মরিবে না !
 ইতিহাসে আর মানবস্মৃতিতে আছে তাহাদেরি নাম,
 যারা সৈনিক, দৈত্যের সাথে করেছিল সঙ্গাম !
 যারা ভীক, তারা কীটের মতন কখন গিয়েছে মরে,
 তাদের কি কোনো স্মৃতি আছে, কেউ তাদের কি মনে করে ?
 ক্ষুদ্র-আত্মা নিশ্চিন্ত এরা, ইহারা গেলেই ভালো ;
 ভিড় করেছিল নিরাশা-আঁধার, এবার আসিবে আলো !
 দেশের জাতির সৈনিক যদি কোনো দিন জয় আনে,
 এই আঁধারের জীব যদি ফিরে আসে আলোকের পানে,
 ইহাদের কাঁধে লাঙল ঝুঁকিয়া জমি করাইও চাষ
 তবে যদি হয় চেতনা এদের, হয় যদি ভয় হ্রাস !
 চল্লিশ কোটি মানুষ ভারতে এক কোটি হোক সেনা,
 কোনো পরদেশি আসিবে না, কোনো বিদেশিয়া রহিবে না !
 বিরাট বিপুল দেশ আমাদের, কার এত সেনা আছে,
 ভারত জুড়িয়া যুদ্ধ করিবে ? পরাজয় লভিয়াছে,
 এই মৃত্যুর ভয়ে শুধু, এরা রোগে ভুগে পচে মরে,
 তবু লভিবে না অমৃত ইহারা মৃত্যুর হাত ধরে !
 সম্ভববদ্ধ হয়ে থাকা ভাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ভবে,
 এই অস্ত্রই সর্ব অসুর দানব বিনাশ হবে।
 চল্লিশ কোটি মানুষ মারিতে কোথা পাবে গোলাগুলি,
 সর্বভয়ের রাক্ষস পশু পালাবে লাঙুল তুলি।

বোমা যদি আসে দেখে যাব-মোরা বোমা সে কেমন চীজ,
তাহারি ধ্বনিতে ধ্বংস হইবে সর্ব ক্লেব্য-বীজ !
যাহারা জন্ম-সৈনিক, তারা ছুটে এস দলে দলে,
শক্তি আসিবে, পৃথিবী কাঁপিবে আমাদের পদতলে ।
আমরা যুদ্ধিয়া মরি যদি সব ভীকৃত্য হইবে লয়,
পৃথিবীতে শুধু বীর-সেনাদের জয় হোক, হোক জয় ।

কচুরিপানা

[গান]

ধ্বংস কর এই কচুরিপানা !

(এরা) লতা নয়, পরদেশি অসুর-ছানা ॥ (ধুয়া)

ইহাদের সবংশে কর কর নাশ,
এদের দগ্ধ করে কর ছাই পাঁশ,

(এরা) জীবনের দুশমন, গলার ফাঁস,

(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা ।—

ধ্বংস কর এই কচুরিপানা ॥ (ধুয়া)

(এরা) ম্যালেরিয়া আনে, আনে অভাব নরক,

(এরা) অমঙ্গলের দূত, ভীষণ মড়ক !

(এরা) একে একে গ্রাস করে নদী ও নালা ।

(যত) বিল বিল মাঠ ঘাট ডোবা ও খনা ॥

ধ্বংস কর এই কচুরিপানা ॥ (ধুয়া)

(এরা) বাংলার অভিলাপ, বিষ, এরা পাপ,

(এস) সমূলে কচুরিপানা করে ফেলি সাফ ।

(এরা) শ্যামল বাংলা দেশ করিল শূণ্যন,

(এরা) শয়তানি দূত দুর্ভিক্ষ-আনা ।

ধ্বংস কর এই কচুরিপানা ॥ (ধুয়া)

(কাল) সাপের ফণা এর পাত্রয় পাতায়,

(এরা) রক্তবীজের বাড়, মরিতে না চায়,

(ভাই) এরা না মরিলে মোরা মরিব সবাই,

(এরে) নির্মূল করে ফেল, শুন না মানা ।

ধ্বংস কর এই কচুরিপানা ॥ (ধুয়া)

টাকাওয়ালা

জলের সাগরে আসিনু বাহিতে তরী,
 ‘জল দাও’ বলে কাঁদে সর্বহারার দল—
 চারিদিকে জল, জলের তৃষায় মরি !
 টাকা নাই নাকি শুনি টাকশালে এসে,
 টাকার সঙ্গে মাখামাখি, বলে—‘টাকা থাকে কোন দেশে ?’
 লক্ষ্মী-বাহন প্যাঁচারি আসিয়া সারা দেশ ভরিয়াছে,
 বিধাতার-দেওয়া ঐশ্বর্যের রক্ষিতা করিয়াছে !
 টাকার সাকার আকার এসেই হয়ে যায় যেন পাখি,
 এত টাকা আসে, উড়ে যায় সব, পাখা গজাইল নাকি !
 কোথা বাসা বাঁধে এই যে টাকার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গামি
 কোথা ডিম পাড়ে, ছানা হয় তার কোন সে ব্যাঙ্কে জমি ?
 মহাকাল-ব্যাধ দেখিতে পেয়েছে তাদের টাকার বাসা,
 মৃত্যু-শায়ক লইয়া এসেছে-যত টাকা ট্যাকে ঠাসা !
 এই চাকতির ঝাঁকতি ছিল না এ জীবনে কোনদিন,
 টাকার মহিমা বুঝিনু, যেদিন আকর্ষণ হল ঋণ ।
 যত শোধ করি, তত সুদ বাড়ে । ঋণ, না কচুরিপানা ?
 শিলমোহরের ভয়ে চাইনি ক মোহরের মিহি-দানা !
 ধন্য দিইনি টাকাওয়ালাদের পাকা ইমারতে কভু,
 আল্লাহ ছাড়া করেও কখনো বলিনি হুজুর, প্রভু !
 টাকাওয়ালাদের দেখে এই জ্ঞান হইয়াছে সঞ্চয়,
 টাকাওয়ালাদের চেয়ে ঝাঁকাওয়ালা অনেক মহৎ হয় !

সোনা যারা পায়, তাহারাই হয় সোনার পাথর-বাটি,
 আশরফি পেয়ে আশরাফ হয় চালায়ে মদের ভাঁটি !
 মানুষের রূপে এরা রাফস-রাবণ-বংশধর,
 পৃথিবীতে আজ বড় হইয়াছে যত ভোগী বর্বর !
 এদের ব্যাঙ্ক ‘রিভার-ব্যাঙ্ক’ হইবে দুদিন পরে,
 বোঝে না লোভীরা, ভীষণ মৃত্যু আসিছে এদেরি তরে !
 জমানো অর্থ যত অনর্থ আনিয়াছে পৃথিবীতে,
 পরমার্থের প্রভু আসিয়াছে তাহার হিসাব নিতে !
 রবে না এ টাকা, বংশেও বাতি দিতে রহিবে না কেউ,
 তবু কমিল না নিত্য লোভীর ভুঁড়ির টেকুর-টেউ !

ইহাদের লোভ নিরন্ন দেশবাসী করিবে না ক্ষমা,
 বহু আক্ৰোশ বহু ক্রোধ বহু প্রহরণ আছে জমা।
 রুটি কাগজের হয়ে যায়, তবু কাগজের টাকা লয়ে,
 পাতালের জীব পৃথিবীতে আজো বেড়ায় মাতাল হয়ে !
 কোন অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিনু কোথা ?
 অক্টোপাসের মতো কেন মোরে জড়াল স্বর্ণলতা ?
 ভিখারি হওয়ার ভিক্ষা চাহিয়াছি অনুমতি আশ্রয় কাছ,
 আজ দেখি মোর চারপাশে যত ভূত প্রেত যেন নাচে !
 আল্লাহ ! মোরে এ শাস্তি হতে ফিরাইয়া লয়ে যাও !
 টাকাওয়ালাদের কাছ থেকে ফাঁকা আকাশের তলে নাও !

কবির মুক্তি

[আধুনিকী]

মিলের খিল খুলে গেছে !
 কিলবিল করছিল, কাঁচুমাচু হয়েছিল—
 কেঁচোর মতন—
 পেটের পাকে কথার কাতুকুতু !
 কথা কি 'কথক' নাচ নাচবে
 চৌতালে ধামারে ?
 তালতলা দিয়ে যেতে হলে
 কথাকে যেতে হয় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে
 তালের বাথাকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে !
 এই যাঃ ! মিল হয়ে গেল !
 ও তাল-তলার কেঁরদানি—দুস্তোর !
 মুগি-ছানায় চিলের মতন
 টেকো মাথায় টিলের মতন
 পড়বে এইবার কথার বান্ডিল !
 ছন্দ এবার কঙ্ক-কাটা পাঁঠার মতন ছটফটাবে !
 লটপটাবে লুচির লেচির আটার মতন !
 অক্ষর আর যক্ষর টাকা গোনোর মতো
 গুনতে হবে না—

অঙ্কলক্ষ্মীর ভয়ে কাব্যলক্ষ্মী থাকতেন
 কঁকড়ার মতন কঁকড়ে !
 ভাবতেন, মিলের চিল কখন দেবে ঠুকরে !
 আবার মিল !—
 গঙ্গার দুধারে অনেক মিল,
 কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল—
 মিলের অভাব কি ?
 কাব্যলোকে মিল থাকবে কেন ?
 ওকে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দাও !
 ওখানেও যে মিল আছে !
 ধুলো যদি কুলোয় যায় চুলোয় যায়,
 হলো ভুলোয় যদি ল্যাঞ্জে মাখে !
 ল্যাঞ্জ কেটে বেঁড়ে করে দেবো।
 ঐঁড়ে দামড়া আছে যে !
 আবার মিল আসছে !—মুশ্কিল আসান।
 অঙ্কলক্ষ্মীকে মানা করেছিলাম
 মিলের শাড়ি কিনতে।
 অঙ্কলক্ষ্মীর জ্বালায় পঙ্কলক্ষ্মী পদ
 আর ফোটে না !
 তা বলতে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাবে।
 এ কবিতা যদি পড়ে
 গায়ে ধানি লঙ্কা ঘষে দেবে !—
 আজ যে বিনা প্রয়াসেই অনুপ্রাসের
 পাল পেয়েছি দেখছি !
 মিল আসছে—যেন মিলানের মেলায়
 মেমের ভিড় !
 নাঃ !—কবিতা লিখা।
 তাকে দেখেছিলাম—আমার মানসীকে
 ভেটকি মাছের মতো চেহারা !
 আমাকে উড়ে বেহারা মনে করেছিল !
 শাড়ির সঙ্গে যেন তার আড়ি।
 কাঁখে হাঁড়ি—মাথায় ধামা।
 জামা ব্লাউজ সেমিজ পরে না।

দরকারই বা কি ?

তরকারি বেচে !

সরকারি ষাঁড়ের মতন নাদুস-নুদুস !

চিচিঙ্গের মতন বেগী দুলছিল ।

সে যে-দেশের, সে-দেশে আঁচলের চল নাই !

চলেন গজ-গমনে ।

পায়ে আলতা নাই, চালতার রং !

নাম বললে—‘আজুলি’,

আমি বললাম—‘ধ্যৈ, তুমি কাজলি !’

হাতে চুড়ি নাই,

তুড়ি দেয় আর মুড়ি খায় ।

গলায় হার নাই, ব্যাগ আছে ।

পায়ে গোদ,

আমি বলি ‘প্যাগোডা’ সুন্দরী !

গান গাই, ‘ওগো মরমিয়া !’

ও ভুল শোনে ! ও গায়—

‘ওগো বড় মিয়া !’

থাকত হাতে ‘এয়ার গান !—

ও গায় গোঁয়ো সুরে, চাঁপা ফুল কেয়ার গান ।—

দাঁতে মিশি, মাঝে মাঝে পিসি বলতে ইচ্ছা করে ।

ডাগর মেয়েরা আমাকে যে হাঙর ভাবে ।

হৃদয়ে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ

ভিক্ষা চাই না, শিক্ষা দিয়ে দেবে ।

তাই ধরেছি রক্ষাকালীর চেড়িকে ।

নেথটির আবার বকেয়া সেলাই !

কবিতা লেখার মসলা পেলেই হল

তা না-ই হল গরম মসলা ।—

নাঃ, ঘুম আসছে,

রান্নাঘরের ধূম আসছে ।

বৌ বলে, নাক ডাকছে,

না শাঁখ ডাকছে ।

আবার মিল আসছে—

ঘুম আসছে—

দুশ্বা ভেড়ার দুম আসছে !

ছন্দিতা

১। ‘স্বাগতা’—১৬ মাত্রা (তা—না তা—নাবাবা—তা—নানা—তা—তা—)

স্বাগতা কনক-চম্পক-বর্ণা ছন্দিতা চপল নৃত্যের বর্ণা।
মঞ্জুলা বিধূর যৌবন-কুঞ্জে যেন ও চরণ-নূপুর গুঞ্জে,
মন্দিরা মূরলি-শোভিত হাতে এস গো বিরহ-নীরস-রাতে
হে প্রিয়া করিব প্রাণ অর্পণ ॥

২। ‘প্রিয়া’—৭ মাত্রা (নাবা তা—না তা—)

মহুয়া-বনে বন-পাপিয়া এখনো বুঝে নিশি জাগিয়া।
ফিরিয়া কবে প্রিয় আসিবে ধরিয়া বুকে কহিবে প্রিয়া ॥
শুনি, নীরবে গগনে বসি কহ যে-কথা বিরহী শশী,
তব রোদনে বঁধু এ মনে যমুনা বহে কূল প্লাবিয়া ॥

৩। ‘মধুমতী’—৮ মাত্রা (নাবাবাবা নানা তা—দুবার)

বনকুসুম-তনু তুমি কি মধুমতী।
ঢলঢল নয়নে রস-ধন মিনতি।
রুমুঝুমু ঘুমুরে ঘুমুঝুমু বিবশা,
নিখর বসুমতী, নিশিমদ-অলসা, মূরছিত চরণে শত মদন রতি ॥
রস-ছলছল গো তব মধু-কলসে
ঝরঝর ঝরনা অনুখন বরষে,—অরুণিত-নয়না মধুর রসবতী ॥

৪। ‘মন্তময়ূর’—২২ মাত্রা

মন্তময়ূরছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে।
রুম ঝুম ঝুম মঞ্জীর বাজে কঙ্কণ মণিবন্ধে ॥
রিমঝিম রিমঝিম ঝিম কেকা-বর্ণ ঘন বরষে,
তৃষ্ণা-তৃপ্ত আত্মা নাচে নন্দলোকে হরষে,
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝরতাল বাজে শূন্যে মেঘ-মন্ড্রে ॥
পল্লব-ঘন-চক্ষে ঝরে অশ্রু-রসধারা
পূব-হাওয়াতে বংশী ডাকে আয় রে পথহারা।
বন্দে দামিনী-বর্ণা রাধা বৃন্দাবন-চন্দ্রে ॥

৫। ‘রুচিরা’—১৮ মাত্রা

লমর নূপুর-পরিহিতা কৃষ্ণা-কুন্তলা।
বলয়-কাঁকন বনকিতা ছন্দ-চঞ্চলা ॥

মলয়-সমীর ঝিরিঝিরি	অঙ্গে গুঞ্জরে
কদম কেশর ঝুকঝুক	চম্পা মুঞ্জরে।
চটুলনয়ন চমকিতা	জ্যোৎস্না-অঞ্চলা ॥
বিধুর কোকিল-কুহরিত	আম্রকুঞ্জে গো,
রূপের পরাগ ঝরে তব	পুঞ্জে পুঞ্জে গো।
নিখিল-ভুবন তব রাস	—নৃত্য হিন্দোলা ॥

৬। ‘দীপক-মালা’—১৬ মাত্রা (তা-নানা-তা-তা, তা না তা নাতা)

দীপক-মালা গাঁথ গাঁথ গাঁথ সহ।
 মাধব আসে পারিজাত কই ॥
 আনত আঁখি তোল তোল গো!
 বেদন-জ্বালা ভোলো ভোলো গো!
 মান-ভুলানো এল রাত সহ ॥
 কাজল আঁকো নীল আঁখিতে,
 চেয়ো না লাজে আঁখি ঢাকিতে,
 আসন প্রাণে পাত পাত সহ ॥

৭। ‘মন্দাকিনী’—১৬ মাত্রা (নানা নানা নানা তা না তা তা নাতা)

জল-ছলছল এস মন্দাকিনী।
 রস-ঢলঢল বারি-সঞ্চারিণী ॥
 হৃদয়-গগন আজি তৃষ্ণা-ভরে
 উতল হইল প্রেম-গঙ্গা তরে,
 মুদিত নয়ন খোল বৈরাগিনী ॥
 বিরস ভুবন রাখ সঞ্জীবিতা,
 সজল সলিল আনো হিল্লোলিতা।
 বর-বর-বর স্রোত উন্মাদিনী ॥

৮। ‘মঞ্জুভাষিনী’—১৮ মাত্রা (নানা তা—নাতা নানানা তানা তানাতা)

আজো ফাল্গুনে বকুল কিংস্ককের বনে,
 কহে কোন কথা নিশীথ স্বপনে আনমনে ॥
 মৃদুমর্মরে পথের পল্লবের সাথে
 গাহে কোন গীতি নিশীথে পানসে জ্যোৎস্নাতে,
 খোঁজে কার স্মৃতি নীরস শুভ্র চন্দনে ॥
 গ্রহচন্দ্রে কয়—সে কি গো মৃত্যু-দ্বার খুলে
 হয় সৃষ্টিপার গিয়াছে অমৃতের কূলে,
 কাঁদে কোন শোকে পরম সুন্দরের সনে ॥

৯। ‘মণিমালা’—২০ মাত্রা

মঞ্জু মধু-ছন্দা নিত্যা, তব সঙ্গী
সিন্ধুর তরঙ্গ নৃত্যের কুরঙ্গী ॥
গুঞ্জা বেলা পদ্য পুঞ্জীভূত বক্ষে,
অশ্রু-লাজ কুষ্ঠা শঙ্কা-ঘন চক্ষে,
অঙ্গে শ্যামকান্তা মন্দাকিনী-ভঙ্গি ॥
অঙ্গুলিতে বন্দি অঙ্গুরিত ছন্দ,
কণ্ঠে সুর-লক্ষ্মী কন্দাবনানন্দ,
গঙ্গা এলে বক্ষে সঙ্ঘারাগে রঙ্গি ॥

১০। ‘ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত’—৪৮ মাত্রা

তারকা-নূপুর নীল নভে ছন্দ শোন ছন্দিতার।
সৃষ্টিময় বৃষ্টি হয় নৃত্য সেই নন্দিতার
সাগরে নদীতে ঢেউ তোলে সেই দেবীর মুক্তকেশ,
সঙ্গীতের হিন্দোলে তাঁর আঁখির প্রেম আবেশ,
পবনে পবনে হিল্লোলে নীল আঁচল চঞ্চলার
ছন্দোময় আনন্দময় চরণশ্রী বন্দি তাঁর ॥

সৌরট্ট ভৈরব—তেতালা (বাদী মধ্যম)

মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে
অরুণ-বিভাসিত অম্বর-মাঝে ॥
কোন মহা-মৌনীর ধ্যান হল ভঙ্গ ?
নেচে ফেরে অশান্ত মায়া-কুরঙ্গ
তপোবনে রঙ্গে অনঙ্গ বিরাজে ॥
নিদ্রিত রুদ্রের ললাট-বহি
পাশে তার হেসে ফেরে বনবাল-তন্ত্রী।
বিজড়িত জটাজুটে খেলে শিশু শশী
দেয় মালা চন্দন ভীক উর্বশী
শঙ্কর সাজিল রে নটরাজ সাজে ॥

পূর্বববঙ্গ

পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা-বিষৌত পূর্ব-দিগন্তে
তরুণ অরুণ বীণা বাজে তিমির বিভাবরী-অন্তে।

ব্রাহ্ম মুহূর্তের সেই পূরবাণী
 জাগায় সুপ্ত প্রাণ জাগায়—নব চেতনা দানি
 সেই সঞ্জীবনী বাণী শক্তি তার ছড়ায়
 পশ্চিমা সুদূর অনন্তে ॥

উর্মিচ্ছন্দা শত-নদীস্রোত-ধারায় নিত্য পবিত্র—
 সিনান-শুদ্ধ-পূরববঙ্গ
 ঘন-বন-কুন্তলা প্রকৃতির বক্ষে সরল সৌম্য
 শক্তি-প্রবুদ্ধ পূরববঙ্গ
 আজি শুভলগ্নে তারি বাণীর বলাকা
 অলখ ব্যোমে মেলিল পাখা
 ঝঙ্কার হানি যায় তারি পূরবাণী
 জীবন্ত হৃদক হিম-জর্জর ভারত
 নবীন বসন্তে ॥

আরতি

শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল
 শাস্ত্র অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি ।
 অশাস্ত্র এ চিত কর হে সমাহিত
 সদা আনন্দিত রাখ যতি ॥
 দুঃখ শোক সহি অসীম সাহসে
 অটল রহি যেন সম্মানে যশে
 তোমার ধ্যানের আনন্দ-রসে
 নিমগ্ন রহি হে বিশ্বপতি ॥

মন যেন না টলে খল কোলাহলে, হে রাজ-রাজ,
 অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজ ।
 বহে তব ত্রিলোক-ব্যাপিয়া, হে গুণী
 ঙ্গকার-সঙ্গীত সুর-সুরধুনী,
 হে মহামৌনী, যেন সদা শুনি
 সে সুরে তোমার নীরব আরতি ॥

পার্থ-সারথি

হে পার্থ-সারথি

বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য-শঙ্খ।

চিন্তের অবসাদ দূর কর, কর দূর

ভয়-ভীত জনে কর হে নিঃশঙ্ক ॥

জড়তা ও দৈন্য হানো হানো

গীতার মন্ত্রে জীবন দানো

ভোলাও ভোলাও মৃত্যু-আতঙ্ক ॥

মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে,

শোনাও শোনাও, অনন্তকাল ধরি

অনন্ত জীবন-প্রবাহ বহে।

দ্রবন্ত দুর্মদ যৌবন-চঞ্চল

ছাড়িয়া আসুক মার স্নেহ-অঞ্চল

বীর সম্মান দল

করুক সুশোভিত মাতৃ-অঙ্ক ॥

আত্মগত

আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা

আপনার মনে কয়ে যাব আমি আপন মনের ব্যথা।

ভোরের প্রথম ফোটা ফুলগুলি গোপনে তুলিয়া আনি

অঞ্জলি দিতে তোমার দুয়ারে দাঁড়াই যুক্তপাশি।

আমার চেয়েও স করুণ চোখে ফুলগুলি চেয়ে থাকে,

মোর সাথে ওরা তব পায়ে চাহে অর্পিতে আপনাকে,—

তব তনু হেরি ফুলগুলি যেন অধিক ফুল্ল হয়,

মনে ভাবে, ঐ অঙ্গের সাথে কবে হবে পরিচয়।

তুমি দ্বিধাভরে যেন ভয়ে ভয়ে আস উহাদের কাছে,

ভাব বুঝি ঐ ফুলের কাঁপিতে লোভের সাপিনী আছে !

মুখ ফুটে তাই বলিতে পার না, 'ঐ ফুলগুলি দাও !'

আমার গানের ফুলগুলি বোঝে, উহাদের ভয় পাও।

চেয়ে দেখি, হয়, বেদনায় মোর ফুল্ল ফুলের গুছি

সূর্যের নামে শপথ করিয়া কাঁদে—'শুচি মোরা শুচি !'

ছড়াইয়া দিই পথের ধূলাতে প্রেম-ফুল-অঞ্জলি,
'দেখ সাপ নাই, নাই কাঁটা—আমি ফিরে যেতে যেতে বলি।

অবুঝ ভিখারি মন যেতে যেতে পিছু ফিরে ফিরে চায়—
ছড়ানো একটি ফুল তুলে সে কি লুকালো এলো-খোঁপায় ?
দূর হতে দেখে পাষণ মূর্তি তেমনি দাঁড়ায়ে আছে,
ফুল এড়াইয়া চলে গেলে তুমি কলঙ্ক লাগে পাছে !
তোমার চলার পথে পড়ে যত এই পৃথিবীর ধূলি
তারও চেয়ে কি গো মলিনতা-মাখা আমার কুসুমগুলি ?
ধূলায় তোমা ভূলায় না পথ, পথ ভোলাবে কি ফুল ?
ভয় পাও কি গো যদি শোনা পথে গাহে বন-বুলবুল ?

মোর কবিতার কবুতরগুলি তোমার হৃদয়াকাশে
উড়িতে যখনি চায়, কেন সেথা মেঘ ঘনাইয়া আসে ?
তুমি শুনিলে না তবু মোর কথা থামিতে চাহে না কেন ?
তোমার ফুলের ফাল্গুন মাসে ঝোড়ো মেঘ আমি যেন !
তব ফুল-ভরা উৎসবে কেন জল ছিটিয়ে সে যায়
তব সাথে তার কোন সে জীবনে কোন যোগ ছিল, হয় !
ভয় করিও না, মেঘ আসে—মেঘ শেষ হয়ে যায় গলে,
আমার না-বলা কথা বলা হলে আমিও যাইব চলে !

আমি জানি, এই ফাল্গুন ফুরাবে, খর-বৈশাখ এসে
কি যেন দারুণ আগুন জ্বালাবে তোমাদের এই দেশে।
ভালো লাগিবে না কিছু সেই দিন উৎসব হাসি গান,
ফাল্গুনে যে মেঘ এসেছিল, তার তরে কাঁদিবে গো প্রাণ।
ডাকিবে, 'এস হে ঘনশ্যাম বারিবাহ,
জ্বলে গেল বুক, জুড়াও জুড়াও দাহ।'

অভিমানী মেঘ সেদিন যদি গো নাহি আসে আর ফিরে,
যে সাগর থেকে মেঘ এসেছিল—যেও সে সাগর তীরে।
তোমারে হেরিলে হয়তো আমার অভিমান যাব ভুলে,
তব কুন্তল-সুরভিতে সাড়া পড়িবে সাগর-কূলে।
আমি উত্তাল তরঙ্গ হয়ে আছাড়ি পড়িব পায়ে,
জলকণা হয়ে ছিটায় পড়িব তব অঞ্চলে, গায়ে।
এই ভিখারির কথা শুনি আঙ্গ হাসিবে হয়তো প্রিয়া,
তবু বলি, তুমি কাঁদিয়া উঠিবে সাগর দেখিতে গিয়া।

মনে পড়ে যাবে, তোমার আকাশে মেঘ হয়ে কোনোদিন
কঁদেছিল এই সাগর তোমাতে ঘিরিয়া বিরামহীন।

তোমাতে না পেয়ে শত পথ ঘুরে কঁদে শত নদীনিরে
—সাগরের জল সাগরে এসেছে ফিরে।
তোমাতে সিনান করিয়েছিল সে অমৃতধারা-রূপে,
ছেয়ে দিয়েছিল তোমার ভুবন ফুল হয়ে চুপে চুপে।

তব ফুলময় তনু লয়ে ওঠে কাব্যলোকে যে গীতি,
তোমাতে যে আজ নিবেদন করে কত লোক কত প্রীতি,
মেঘ-ঘনশ্যাম কোনো বিরহীর স্মৃতি আছে তার সাথে,
মেঘ হয়ে দিনে এসেছিল, গেছে আঁধারে মিশিয়ে রাতে।

সাগরে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়িবে ; তোমার পরশ পেয়ে
প্রলয়-সলিলে রূপ ধরে আমি উঠিবে গো গান গেয়ে !
আমার হৃদয় ছোঁয় যদি প্রিয়া তোমার তনুর মায়া,
পরম শূন্যে ভাসিয়া উঠিবে আবার আমার কায়া !...
আজ চলে যাই—এই পৃথিবীতে আর লাগে না কো ভালো।
হেথা মানুষের নিঃশ্বাসে নিভে যায় যে প্রেমের আলো।

যে নিরাধার শ্যাম শ্রীরাধার প্রেমে
রূপ ধরে আসে পৃথিবীতে নেমে,
যদি কোনো দিন দেখা পাও তার—মোর স্মৃতি থাকে মনে,
রোদনের বান আনে যদি তব আনন্দ-নিকেতনে,
'কোথায় হারিয়ে গেছি আমি' তাঁরে শুধায়ো নিরাল ডাকি,
খুঁজিয়া আনিবে হয়তো আমারে তাঁহার পরম আঁখি॥
সেদিন যেন গো দ্বিধা নাহি আসে
কোনো লোক যেন নাহি থাকে পাশে,
যে নামে আমারে ডাকিলে না আজ, সে দিন ডেকো সে নামে ;
কি বলে ডাকিলে বেঁচে উঠি আমি, শুধাইও রাখা-শ্যাম।

কাবেরী-তীরে

কর্ণাটের গঙ্গা-পুত কাবেরীর নীরে
প্রভাতে সিনানে আসে শ্যামা বেণী-বর্ণা
কর্ণাটকুমারী এক, নাম মেঘমালা।

সিনানের আগে নিতি কাহার উদ্দেশে
চামেলি চম্পক ফুল তরঙ্গে ভাসায়।

ভিনদেশি বুঝি এক বণিক কুমার
হেরিয়া সে এগাফীরে তরুনী ভিড়িয়ে
রহে সেই ঘটে বসি, যেতে নাহি চায়।
স্নান-স্নিগ্ধা শ্যামলির স্নিগ্ধতর-রূপে
ডুবে যায় আঁখি তার, কণ্ঠে ফোটে গান—

(কুণ্ঠাটি সামস্ত—তেতলা)

কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা।
আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিকা॥
প্রভাত সিনানে আসি আলসে
কঙ্কন তাল হানো কলসে
খেলে সমীরণ লয়ে কবরীর মালিকা।
দিগন্তে অনুরাগে নবায়ন জাগে
তব জল ঢলঢল করুণা মাগে
ঝিলম রেবা নদী-তীরে
মেঘদূত বুঝি ঝুঞ্জে ফিরে
তোমারেই তরুনী শ্যামা কর্ণাটিকা॥

দ্বিধা-হীনা মেঘমালা জানিত না লাজ
কুণ্ঠাহীন মুখে তার ছিল না গুণ্ঠন।
গান শুনি কুমারের কাছে আসি কহে—
কারে ঝোঞ্জে মেঘদূত? হে বিদেশি কহ!
কহিতে কহিতে চাহি কুমারের চোখে
কী যেন হেরিয়া মুখে বেঁধে যায় কথা।
সেদিন প্রথম যেন আপনারে হেরি,
আপনি সে ঠিল চমকি। দেহে তার
লজ্জা আসি টেনে দিল অরুণ আঙিয়া।
ভরা ঘট লয়ে ঘরে ফিরে! নিশি রাতে
সুরের সুতায় গাঁথে কথার মুকুল।—

(নাগ স্বরাবলী—তেতলা)

এস চিরজনমের সাথী।
তোমারে ঝুঞ্জেছি দূর আকাশে
জ্বালায়ে চাঁদের বাতি॥

ঝুঁজেছি প্রভাতে, গোধূলি-লগনে,
মেঘ হয়ে আমি ঝুঁজেছি গগনে,
ঢেকেছে ধরণী আমার কঁাদনে
অসীম তিমির রাত্টি ॥

ফুল হয়ে আছে লতায় জড়িয়ে
মোর অশ্রুর স্মৃতি
বেণুবনে বাজে বাদল নিশীথে
আমারি করুণা-গীতি ।

শত জনমের মুকুল ঝরায়ে
ধরা দিতে এলে আজি মধুবায়ে
বসে আছি আশা-বকুলের ছায়ে
বরণের মালা গাঁথি ॥

গান গাহি চমকিয়া ওঠে মেঘমালা ।
আপনারে ধিক্কারে সে মরিয়া মরমে—
যদি কেহ শুনে থাকে তাহার এ গান,
কি ভাবিবে যদি শোনে বিদেশি বণিক !
সেদিন কাবেরী-তীরে এল মেঘমালা
বেলা করি । গাঁয়ের বধূরা একে একে
সিনান সারিয়া ফিরে গেছে গৃহ-কাজে ।
বণিককুমার খোঁজে কি যেন মানিক !
নীল শাড়ি পড়ি তব্বী মেঘমালা আসে
শ্লথগতি মদালসা, বিলম্বিতা বেণী ।
বণিককুমার চাহি ওপারের পানে,
গাহে গান,—না দেখার ভান করি যেন ।—

(নীলাম্বরী—তেতাল)

নীলাম্বরী শাড়ী পরি, নীল যমুনায়
কে যায়, কে যায়, কে যায় ।
যেন জলে চলে থল-কমলিনী,
ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পায় পায় ॥
কলসে কঙ্কনে রিনিঠিনি ঝনকে
চমকায় উষ্ম চম্পা-বনকে,
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝমকে
পলকে ঝঞ্জন হরিণী লুকায় ॥
অঙ্গের ছন্দে পলাশ মাধবী অশোক ফোটে,
নূপুর শুনি বন-তুলসীর মঞ্জুরী উলসিয়া ওঠে !

মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধূলি
নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি
তাহারি অঙ্গ-তরঙ্গ-বিস্তে
কূলে কূলে নদী-জল উথলায় ॥

মেঘমালা কুমারের আঁখি ফিরাইতে
কত রূপে শব্দ করে কলসে কঙ্কনে ।
সাঁতারিয়া কাবেরীর শান্ত বক্ষ মাঝে
অশান্ত তরঙ্গ তোলে ! বশিক কুমার
হাসি তীরে আসি কহে, 'অঞ্চলের ফুল
অকারণে নদী-জলে ভাসাও বালিকা ।
ও ফুল আমারে দাও ! দেবতা তোমার
প্রসন্ন হবেন, পাবে মনোমত বর ।'
মেঘমালা আঁচলের ফুলগুলি লয়ে
নদীজলে ভাসাইয়া—ঘাট জল ভরি
চলে এল ঘরপানে, চাহিল না ফিরে—
দেখিল না কার দুটি আঁখি আঁখি-নীরে
ভরে গেছে কূলে কূলে, ঘরে ফিরে আসি
মেঘমাল্য আপনার মনে মনে কাঁদে—

(নারায়ণী-আত্মা-কাণ্ড্যালি)

রহি রহি কেন সেই মুখ পাড়ে মনে ।
ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে ॥
উদাস চৈতালি দুপুরে
মন উড়ে যেতে যায় সুদূরে
যে বন-পথে যে ভিখারি বেশে
করুণা জাগায়েছিল স করুণ নয়নে
তার বুকে ছিল তৃষ্ণা, মোর ঘটে ছিল বারি ।
পিয়াসী ফটিকজল জল পাইল না গো
ঢলিয়া পড়িল হয় জলদ নেহারি ॥
তার অঞ্জলির ফুল পথ-ধূলিতে
ছড়ায়েছি সেই ব্যথা নারি ভুলিতে ।
অস্তুরালে যারে রাখিনু চিরদিন
অস্তুর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে ॥

জলে আর যায় না কো কণ্ঠাট কুমারী
চলে গেল তরী বাহি বিদেশী কুমার
তরশী ভরিয়া তার নয়নের নীরে ।

সেদিন নিশীথে ঝড় বাদলের খেলা,
 মেঘমালা চেয়ে আছে বাতায়ন খুলি
 কাবেরী-নদীর পানে ! ঘন অন্ধকারে
 বিজলি-প্রদীপ জ্বালি কোন বিরহিণী
 খুঁজে যেন তারি মত দয়িতে তাহার ।
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া কবে পড়ে যে ঘুমায়ে,
 ঘুমায়ে স্বপন দেখে গাহিছে বিদেশি—

(মিশ্র নারায়ণী—তেতালী)

নিশি রাতে রিম-ঝিম-ঝিম বাদল নুপুর
 বাজিল ঘুমের মাঝে সজ্জল যশুর ॥
 দেয়া গরজে বিজলি চমকে
 জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে
 আথ ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওরে
 কে এল, কে এল বলে ডাকিছে যশুর ॥
 দ্বার খুলি পড়লী কৃষ্ণা মেয়ে
 আছে চেয়ে মেঘের পানে আছে চেয়ে ।
 কারে দেখি আমি কারে দেখি,
 মেঘলা আকাশ, না ওই মেঘলা-মেয়ে ।
 ধায় নদী-জল মহাসাগর পানে
 বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে
 জমাট হয়ে আছে বুকের কাছে
 নিশির আকাশ ঘেন মেঘ-ভরা তুর ॥

মেঘমালা চমকিয়া জাগি ছুটে যায়
 পাগলিনী প্রায় নদী তীরে । ডাকি ফেরে
 ঝড় বাদলের সাথে কণ্ঠ মিশাইয়া—
 ‘কুমার ! কুমার ! কোথা প্রিয়তম মোর !
 লয়ে যাও মোরে তব সোনার ভরীতে ।’
 হারাইয়া গেল তার কণ্ঠ স্বর
 অনন্ত যুগের বিরহিণীর কাঁদন
 যে পথে হারিয়ে যায় ! আঁকো মোরা শুনি
 কাবেরীর জল-ছলছল অশ্রু-মাখা
 কর্ণাটিকা রাগিনীতে তাহারি বেদনা ॥

(মনোরঞ্জনী—তেতালা-টিমা)

ওগো বৈশাখী ঝড় ! লয়ে যাও অবেলায়
 ঝরা এ মুকুলে ।
 লয়ে যাও আমার জীবন,—এই পায়ে দলা ফুল ॥
 ওগো নদীজল ! লহো আম্মরে
 বিরহের সেই মহা পাথারে
 চাঁদের পানে চাহি যে পারাবার
 অনন্তকাল কাঁদে বেদনা-ব্যাকুল ॥
 ওরে মেঘ ! মোরে সেই দেশে রেখে আয়
 যে দেশে যায় না শ্যাম মথুরায়
 ভরে না বিষাদ-বিষে এ-জীবন
 যে দেশের ক্ষণিকের ভুল ॥

অমৃতের সন্তান

নীহারিকা-লোকে অনিমিখে চেয়ে আছেন বৈজ্ঞানিক,
 কত শত নব সূর্য জনমি রাঙায় অজানা দিক ।
 আমি চেয়ে আছি তোদের পানে যে, ওরে ও শিশুর দল,
 নূতন সূর্য আসিছে কোথায় বিদারিয়া নভোতল !
 দিব্য জ্যোতিদীপ্ত কত সে রবি শশী গ্রহ তারা
 তোদের মাঝারে লভিয়া জনম ঘুরিতেছে পথহারা ।
 আত্মা আমার জেগে আছে যেন মেলি অনন্ত আঁখি,
 মাহেন্দ্রক্ষণ উদয়-উষার আরো কতদিন বাকি ?
 জাগে অমৃতের সন্তান, জাগে রেদ-ভাষিণীর দল !
 বিশ্বে ভোগের মস্থনে আজ উঠিয়াছে ইলাহল ।
 অসুর-শক্তি শাস্ত হইয়া আজিকে আপন বিধে
 উর্ধ্বে চাহিছে দেবতার পানে, জ্বালা জুড়াইবে কিসে !
 আমি দেখিয়াছি, তোমাদের শুচি ক্ষুদ্র তনুর মাঝে
 সেই উর্ধ্বের দিব্য শক্তি শাস্তি অমৃত রাজে ।
 খোলো গুপ্তন, ভালো বন্ধন, ভাঙো ভবনের কারা,
 বাহির ভুবনে আসিয়া দাঁড়াও বাধাহীন ভয়হারা ।
 শোন অমৃতের পুত্র । দুয়ারে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
 জরাগ্রস্ত ভিখারি যযাতি নব-যৌবন যাচে !

কুমারী উমার রূপে কতকাল অচল পিতার গেহে
 হে মহাশক্তিরূপিনী শিবানী, বদ্ধ রহিবে স্নেহে ?
 হে মহাশক্তি, তোমারে হারাই পুরুষোত্তম শিব
 পথের ভিখারি, মৃতের শ্মশানে হয়েছে ঘণ্য জীব !
 কে বলে তোমরা বালক বালিকা ? তোমরা উর্ধ্ব হতে
 নামিয়া এসেছ শুদ্ধ শক্তি দিব্য জ্যোতির স্রোতে ।
 হৃদয় কমণ্ডলু হতে তব অমৃতধারা ছিটাও,
 ঈর্ষা-ক্লান্ত জর্জরিত এ বিশ্বে শান্তি দাও ।
 বাঁচাতে এসেছ, বাঁচিতে আসনি হেথা শুধু পশু সম,
 তপস্যা ত্যাগে পুরুষ হেথায় হয় পুরুষোত্তম ;
 সংসারী হয়ে নারী এই দেশে হয় ঋষি বেদবতী,
 আনো সেই আশা, শক্তি, ধরায় স্বর্গের সেই জ্যোতি ।
 দূর কর এই ভেদজ্ঞান, এই হানাহানি, মলিনতা,
 আনো ধুজুটি-জুটা হতে তব জাহ্নবীর পবিত্রতা ।
 প্রণাম-পুষ্পাঞ্জলি লয়ে আছি পূজারী বসিয়া একা,
 তোমাদের সেই দিব্য স্বরূপে কবে পাব হয় দেখা !